সৃজনশীল বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-১৯

সৃজনশীল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-১৯

সৃজনশীল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

প্রধান সম্পাদক
লিয়াকত আলী লাকী
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

সম্পাদক
হাসান মাহমুদ

সহযোগী সম্পাদক
আবু ছালেহ মো. আবদুল্লাহ
মো. আব্দুল রাকিবিল বারী

আলোকচিত্র
শাহ আলম সরকার রঞ্জু
রুবেল মিয়া

সংকলন সহযোগী
তানজিমা তাবাসসুম এষা
শাকিল নূর

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৯

ডিজাইন
লা টিম বি কমিউনিকেশনস

মুদ্রণ
ঊষা আর্ট প্রেস

সৃজনশীল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

মহাপরিচালকের কথা

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। কালের পরিক্রমায় তাঁর সেই স্বপ্নের শিল্পকলা একাডেমি আজ ফুলে-ফলে সুশোভিত। ঢাকায় একাডেমি চত্বরে জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় চিত্রশালা, জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র, নন্দনমঞ্চসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় প্রতিদিন চলছে নানা শিল্পযজ্ঞ।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম বর্তমানে ৬৪ জেলা থেকে ৪৯৩ উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ৭৬টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক নির্মাণ, ১০০টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় নাট্যোৎসব' আয়োজন, ৬৪ জেলায় স্বপ্ন ও দ্রোহের নাটক নির্মাণ ও উৎসব আয়োজন, ৬৪ জেলায় সাহিত্য নির্ভর নাটক নির্মাণ ও উৎসব আয়োজন, মূল্যবোধের নাটক নির্মাণ ও নাট্যোৎসব আয়োজন, ৬৪ জেলার ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের ভিডিও ডকুমেন্টারি নির্মাণ; ঢাকার মিরপুরে, ফরিদপুরে, রংপুর বধ্যভূমিতে এবং মেহেরপুরের মুজিবনগরে পরিবেশ থিয়েটার নির্মাণ করা হয়। পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে, ঊয়ারী-বটেশ্বরে, মহাস্থানগড়ে প্রত্ননাটক নির্মাণ এবং বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে শিল্প-সংস্কৃতির আলো প্রজ্বালনের মহান দায়িত্ব পালন করে চলছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

১৬ কোটি মানুষের জন্য শিল্প সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে একাডেমি ঢাকায় বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব, জাতীয় যন্ত্র সংগীত উৎসব, শাস্ত্রীয় সংগীত উৎসব, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব, শিশু চলচ্চিত্র উৎসবসহ জেলায় জেলায় শতাধিক চলচ্চিত্র উৎসব ও জাতীয় চার নেতাকে নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে গড়ে তোলা হয়েছে ফোকলোর সেল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সেল, চলচ্চিত্র সংসদ এবং ঢাকায় গড়ে তোলা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কাইভ ও ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল কো-অর্ডিনেশন সেল। যাত্রাশিল্পের নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পুতুলনাট্যে বিশেষ অবদানের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে 'পুতুলনাট্য পদক'। এশিয়ান আর্ট বিয়েনাল, সার্ক ফোক ডান্স ফেস্টিভ্যাল, এশিয়ান আর্ট ডিরেক্টরস ফোরাম, ঢাকা আর্ট সামিট, সার্ক হ্যান্ডিক্রাফ্ট ভিলেজ, এশিয়ান থিয়েটার সামিটসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আয়োজনেও একাডেমির ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার। এছাড়া সারা বছর শিশু, প্রবীণ, অবহেলিত শিশু, বিশেষভাবে সক্ষম এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একাডেমি নিরন্তর কাজ করে চলছে।

সংস্কৃতির নানা শাখায় অবিরাম বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ প্রত্যক্ষ করছে। একাডেমি আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী, দ্বি-বার্ষিক জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী এবং দ্বি-বার্ষিক নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী,

শিল্পীদের মেধার বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সংগীত, নৃত্য, নাটকের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠান, উৎসব আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সংস্কৃতি পিপাসু মানুষকে করছে উজ্জীবিত এবং অনুপ্রাণিত।

দেশের শিল্পী ও শিল্পের বিকাশ, জেলা থেকে উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমির অবকাঠামো নির্মাণসহ সার্বিক কার্যক্রমের সূচনা, লোক শিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিল্প সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিল্পযজ্ঞ আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অনন্য অবদান রেখে চলেছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়: বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা, বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত গ্রন্থের পাঠ পর্যালোচনা, শত কবিতায় বঙ্গবন্ধু, শত চিত্রে বঙ্গবন্ধু, শত গানে বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু পুষ্পকাননসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

এই প্রকাশনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ২০১৮-২০১৯ অর্থসালের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্যচিত্র ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বহুমুখী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এ প্রকাশনা থেকে আগ্রহীরা প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন বলে আশা করছি।

শিল্পীর কদর ছাড়া শিল্পের বিকাশ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যে জাতি এটি করেছে, সে জাতির শিল্পকলা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জীবনঘনিষ্ঠ শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারের লক্ষ্যে বছর জুড়ে শিল্প চর্চার মাধ্যমে শিল্পীদের মূল্যায়নের যে পদক্ষেপ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গ্রহণ করেছে তা আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জয় হোক শিল্পের, জয় হোক সুন্দরের, জয় হোক মানবতার ।

লিয়াকত আলী লাকী
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-১৯

সূচিপত্র

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অগ্রযাত্রা	৭
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাম্প্রতিক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম	৮
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তাবৃন্দ	১৮
জেলা কালচারাল অফিসারদের তালিকা	২০
২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন	২৩-১২০

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অগ্রযাত্রা

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। কালের পরিক্রমায় তাঁর সে স্বপ্নের শিল্পকলা একাডেমি ফুলে ও ফলে আজ সুশোভিত। ঢাকায় একাডেমি চত্বরে জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় চিত্রশালা, জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র, নন্দনমঞ্চসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় প্রতিদিন চলছে শিল্পযজ্ঞ।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এখন ৬৪ জেলা থেকে ৪৯৩ উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। উপজেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবন নির্মাণসহ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন আধুনিকায়ন করার কাজ চলছে। ৭৬টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক নির্মাণ, ১০০টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় নাট্যোৎসব' আয়োজন, ৬৪ জেলায় স্বপ্ন ও দ্রোহের নাটক নির্মাণ ও উৎসব আয়োজন, ৬৪ জেলায় সাহিত্য নির্ভর নাট্য নির্মাণ ও উৎসব আয়োজন, মূল্যবোধের নাট্যোৎসব নির্মাণ, ঐতিহ্যবাহী নাট্যোৎসব আয়োজন; ঢাকার মিরপুর, ফরিদপুরে, রংপুর বধ্যভূমিতে এবং মেহেরপুরের মুজিবনগরে পরিবেশ থিয়েটার নির্মাণ; পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে, উয়ারী-বটেশ্বরে এবং মহাস্থানগড়ে প্রত্ননাটক নির্মাণ ও বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজনের মাধ্যমে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে শিল্প-সংস্কৃতির আলো প্রজ্বলন করার মহান দায়িত্ব পালন করছে সংস্কৃতি চর্চার এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

১৬ কোটি মানুষের জন্য শিল্প সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে ঢাকায় বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব, জাতীয় যন্ত্র সংগীত উৎসব, শাস্ত্রীয় সংগীত উৎসব, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব, শিশু চলচ্চিত্র উৎসবসহ জেলায় জেলায় শতাধিক চলচ্চিত্র উৎসব ও জাতীয় চার নেতাকে নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। জেলায় জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে ফোকলোর সেল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সেল, চলচ্চিত্র সংসদ এবং ঢাকায় গড়ে তোলা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কাইভ ও ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল কো-অর্ডিনেশন সেল। যাত্রাশিল্পের নীতিমালা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পুতুলনাট্যে বিশেষ অবদানের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে 'পুতুলনাট্য পদক'। এশিয়ান আর্ট বিয়েনাল, সার্ক ফোক ডান্স ফেস্টিভ্যাল, এশিয়ান আর্ট ডিরেক্টরস ফোরাম, ঢাকা আর্ট সামিট, সার্ক হ্যান্ডিক্রাফ্ট ভিলেজ, এশিয়ান আর্ট বিয়েনাল, এশিয়ান থিয়েটার সামিটসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আয়োজনেও একাডেমি ভূমিকা পালন করে চলেছে। এছাড়া শিল্পকলায় সারা বছর শিশু, প্রবীণ, অবহেলিত শিশু, বিশেষভাবে সক্ষম এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের মহতী কর্মের মাধ্যমে শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে একাডেমি ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সংস্কৃতির নানা শাখায় অবিরাম বিচরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কর্মকাণ্ড এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ প্রত্যক্ষ করছে। একাডেমি আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী, দ্বি-বার্ষিক জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী এবং দ্বি-বার্ষিক নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী শিল্পীদের মেধার বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সংগীত, নৃত্য, নাটকের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠান, উৎসব আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সংস্কৃতি পিপাসু মানুষকে করছে উজ্জীবিত এবং অনুপ্রাণিত।

দেশের শিল্পী ও শিল্পের বিকাশ, জেলা থেকে উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমির অবকাঠামো নির্মাণ, লোক শিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিল্প সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিল্পযজ্ঞ আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাম্প্রতিক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

স্লোগান

- শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ
- ৫৬ হাজার বর্গমাইলে শিল্প সংস্কৃতির আলো
- ১৬ কোটি মানুষের জন্য শিল্প সংস্কৃতি
- সৃজনশীল বাংলাদেশ

অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রকল্পসমূহ

১. ১৮টি জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে নতুন ভবন নির্মাণ কাজের সূচনা
২. ৪৪টি জেলার মধ্যে ১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি সংস্কার ও মেরামত কাজের সূচনা, বাকিগুলো প্রক্রিয়াধীন
৩. ১০৬টি উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ কার্যক্রমের সূচনা
৪. চারুকলা কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং ৭ম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
৫. অত্যাধুনিক নন্দনমঞ্চ নির্মাণ
৬. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জেলা থেকে উপজেলা পর্যন্ত বিস্তার ও কার্যক্রম সম্প্রসারিত
৭. জেলা শিল্পকলা একাডেমি, মাদারীপুর এবং সুনামগঞ্জের নতুন ভবন উদ্বোধন
৮. হালুয়াঘাট, নওগাঁ এবং দিনাজপুর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ

কর্মসূচি

১. সংগীত ও নৃত্য সংগঠন সমূহকে সহায়তা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন
২. বাংলাদেশের সব সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন
৩. জাতীয় চিত্রশালার জন্য চিত্রকর্ম ক্রয়
৪. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ভবনসমূহ সংস্কার ও মেরামত কর্মসূচির কার্যক্রম
৫. শিল্পচর্চায় তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও ডিজিটালাইজেশন কর্মসূচি সম্পাদন
৬. ৪৮৯টি উপজেলা বালিকা বিদ্যালয়ে হারমোনিয়াম ও বায়া-তবলা সরবরাহ কর্মসূচি সম্পন্ন
৭. ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সংস্কৃতির ভৌত সুবিধাদি সন্নিবেশকরণ কর্মসূচি সম্পন্ন
৮. দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সাথে মেলবন্ধন

পদক ও সম্মাননা

১. ‘শিল্পকলা পদক’ প্রবর্তন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ কর্তৃক ২০১৩-১৮ সালের শিল্পকলা পদক প্রদান
২. ‘জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা’ প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশজুড়ে প্রতিবছর ৩১৫ জন গুণীশিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীকে সম্মাননা প্রদান

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

১. রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, লোক সংগীত, পঞ্চগীতি কবির গান, একুশের গান এবং স্বাধীনতার গান বিষয়ক উন্মুক্ত সংগীত প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা
২. নিয়মিত মূকাভিনয় কর্মশালা আয়োজন
৩. প্রতিবছর শিল্পবোধ ও শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
৪. বছরব্যাপী শাস্ত্রীয় সংগীত, শাস্ত্রীয় নৃত্য, সেতার ও সরোদ প্রশিক্ষণ আয়োজন
৫. কলেজ শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্যান্টোমাইম কর্মশালা আয়োজন
৬. মূক ও বধিরদের নিয়ে মূকাভিনয় কর্মশালা আয়োজন
৭. অটিজমের উপর কর্মশালা আয়োজন
৮. ছৌ নৃত্য বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
৯. চর্যানৃত্য বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
১০. রূপসজ্জা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
১১. সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
১২. দেশব্যাপী দুই হাজার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত ও বাংলা সংগীত শিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন

১৩. যৌথভাবে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সাথে নিয়মিতভাবে লেকচার ওয়ার্কশপ আয়োজন
১৪. শাস্ত্রীয় নৃত্য বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন
১৫. গৌড়ীয় নৃত্য বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন
১৬. ব্যালে, সালসা রামবা ও সামবা নৃত্য কর্মশালা আয়োজন
১৭. আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নৃত্যধারা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
১৮. ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার শিবপুরে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সংগীত বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
১৯. সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় রজনীকান্ত সেনের গানের কর্মশালা আয়োজন
২০. কুমিল্লায় শচীন দেব বর্মণের গানের কর্মশালা আয়োজন
২১. শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় অতুলপ্রসাদ সেন-এর গানের কর্মশালা আয়োজন
২২. প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী সোমাগিরির পরিচালনায় নৃত্য কর্মশালা আয়োজন
২৩. গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত ও সুরারোপিত গান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন
২৪. বাংলা খেয়াল-এর কর্মশালা আয়োজন
২৫. লালনের ভাবগীত কর্মশালা আয়োজন
২৬. ভূপেন হাজারিকার গান নিয়ে কর্মশালা আয়োজন
২৭. স্টাফ নোটেশন প্রশিক্ষণ আয়োজন
২৮. বাঁশি বাদন প্রশিক্ষণ আয়োজন
২৯. ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহীতে আজাদ রহমান-এর পরিচালনায় বাংলা খেয়াল-এর কর্মশালা আয়োজন
৩০. সিলেটে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী ও রায়বেশের উপর কর্মশালা আয়োজন
৩১. সপ্তাহব্যাপী ঘুড়ি ও মুখোশ নির্মাণ কর্মশালা আয়োজন
৩২. অভিনয় কর্মশালা আয়োজন
৩৩. রূপসজ্জা কর্মশালা ও প্রমিত বাংলা উচ্চারণ কর্মশালা আয়োজন
৩৪. পারফরমেন্স আর্ট কর্মশালা ২০১৭ আয়োজন
৩৫. অভিনয়ের উপর কর্মশালা আয়োজন
৩৬. সমসাময়িক নৃত্য ভাবনা ও প্রয়োগ বিষয়ক কর্মশালা
৩৭. 'এক মিনিটের জুনিয়র ভিডিও' কর্মশালা আয়োজন
৩৮. কলকাতার দুইজন প্রশিক্ষক সম্রাট দত্ত ও রাজা দত্ত'র পরিচালনায় কর্মশালা আয়োজন
৩৯. 'চলচ্চিত্র কথামালা' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন
৪০. পদ্মশ্রী সুরেশ দত্তের অংশগ্রহণে পাপেট থিয়েটার উৎসব ও কর্মশালা আয়োজন
৪১. বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী পার্বতী বাউলকে নিয়ে অনুষ্ঠান ও কর্মশালা আয়োজন
৪২. আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের সংস্কৃতি : লেকচার ওয়ার্কশপ আয়োজন
৪৩. উন্নয়ন ও সংস্কৃতি : লেকচার ওয়ার্কশপ আয়োজন
৪৪. বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমা : মাসিক বিশ্বসাহিত্য সভা আয়োজন
৪৫. চিত্রনাট্য বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
৪৬. চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত, নৃত্য ও চলচ্চিত্র বিষয়ক অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স আয়োজন
৪৭. বিহু, সত্রীয়, রায়বেশে, ধামাইল বিষয়ক নৃত্য কর্মশালা আয়োজন
৪৮. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে 'স্মারক বক্তৃতামালা' আয়োজন

উৎসবসমূহ

১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্যোৎসব ২০১২, স্বপ্ন ও দ্রোহের নাট্যোৎসব ২০১৩, সাহিত্য নির্ভর নাট্যোৎসব ২০১৪ এবং মূল্যবোধের নাট্যোৎসব ২০১৫ আয়োজন
২. ২৫টি নাট্যদলকে রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার জন্য অনুদান প্রদান এবং এসব নাটক নিয়ে উৎসব আয়োজন
৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নাট্যোৎসব ও সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন
৪. ৬৪ জেলা এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অংশগ্রহণে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন
৫. গোপালগঞ্জে শেখ ফজলুল হক মণি সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন
৬. মানবতার জাগরণে বাউল উৎসব আয়োজন
৭. কুষ্টিয়ায় বাউল মেলা ও সেমিনার আয়োজন
৮. বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি যৌথভাবে 'এ মাটি নয় জঙ্গিবাদের, এ মাটি মানবতার' শীর্ষক স্লোগান নিয়ে 'জাতীয় নাট্যোৎসব ২০১৬' আয়োজন

৯. প্রয়াত নাট্যকার শহীদ মুনীর চৌধুরী ও সেলিম আল দীন স্মরণে নাট্যোৎসব আয়োজন
১০. শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্য উৎসব আয়োজন
১১. জাতীয় যন্ত্র সংগীত উৎসব আয়োজন
১২. 'ঐতিহ্যবাহী বাংলানাট্য উৎসব ২০১৭' আয়োজন
১৩. ২৬–২৮ জুলাই শিল্পকলা একাডেমিতে দুই বাংলার বিশিষ্ট বাউল শিল্পীদের অংশগ্রহণে 'বাংলাদেশ-ভারত বাউল সংগীত উৎসব' আয়োজন

শিল্পের আলোয় মুক্তিযুদ্ধ

১. ১০০টি মুক্তিযুদ্ধের নাটক নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় নাট্য উৎসব ২০১২ আয়োজন এবং ৭৬টি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নতুন নাটক নির্মাণ
২. 'স্বাধীনতার ৪০ বছর ও শিল্পের আলোয় মহান মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় নাটক, চলচ্চিত্র, সংগীত, নৃত্য, চারুকলা, ফটোগ্রাফি, আবৃত্তিসহ শিল্পের বিভিন্ন শাখায় দেশের শিশু, কিশোর, যুব ও প্রবীণদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিশাল শিল্পযজ্ঞের আয়োজন

শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু

১. 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শিরোনামে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা ও গানের আলোকে দেশের ১০০ জন শিল্পীর মাধ্যমে ১০০ টি চিত্রকর্ম নির্মাণ ও প্রদর্শনী
২. বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশের প্রতীক শিরোনামে শাহজাহান আহমেদ বিকাশ-এর একক চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন
৩. দেশজুড়ে শিশু, কিশোর ও যুবকদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতা আয়োজন
৪. গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে আর্টক্যাম্পের আয়োজন এবং শিশুদের অঙ্কিত চিত্রকর্ম ও বরেণ্য শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী
৫. বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত গ্রন্থ নিয়ে প্রদর্শনী, গ্রন্থ পর্যালোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত গানের উপর কোরিওগ্রাফি প্রদর্শন
৬. বঙ্গবন্ধুর উপর শিশুদের অঙ্কিত চিত্রকর্ম এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কর্মময় জীবনের উপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী
৭. 'বঙ্গবন্ধুর গল্প শোনা' শিরোনামে গল্পবলার আসর ও বঙ্গবন্ধুর উপর ঢাকা মহানগর শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন
৮. কারাগারের রোজনামচা ও অসমাপ্ত আত্মজীবনী নিয়ে আর্ট ক্যাম্প আয়োজন
৯. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৬৪ জেলায় নাটক নির্মাণ কর্মকাণ্ড চলমান

অ্যাক্রোবেটিক

১. ২০১২ সালে অ্যাক্রোবেটিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজবাড়ীতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দল গঠন, ১০টি অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী ও ০২টি শিশু অ্যাক্রোবেটিক কর্মশালা আয়োজন
২. ২০১৩ থেকে এ পর্যন্ত ৬৪ জেলায় এবং উপজেলা পর্যায়ে দেশব্যাপী প্রায় ২৩০টি অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী সম্পন্ন
৩. নতুন অ্যাক্রোবেটিক শিল্পী তৈরির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৩টি কর্মশালা আয়োজন
৪. ২০১৬ ও ২০১৭ সালে ২০জন শিশু অ্যাক্রোবেটিক শিল্পীকে এক বছরের জন্য চীন প্রেরণ
৫. বিদেশি কয়েকটি অ্যাক্রোবেটিক দল নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন

চলচ্চিত্র

১. নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন
২. প্রতিবছর নারী নির্মাতাদের চলচ্চিত্র নিয়ে উৎসব আয়োজন
৩. প্রতিবছর শিশুতোষ চলচ্চিত্র নিয়ে উৎসব আয়োজন
৪. দেশব্যাপী জঙ্গিবাদ বিরোধী আলোচনা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন
৫. প্রতিবছর মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার চলচ্চিত্র নিয়ে 'নানান ভাষার নানান ছবি' শিরোনামে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন
৬. মহান মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নিয়ে উৎসব আয়োজন, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত তথ্যচিত্র নিয়ে উৎসব আয়োজন এবং লোকজ চলচ্চিত্র নিয়ে উৎসব আয়োজন

৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন
৮. চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা, শিশুদের চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা, পাঠচক্র, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, রোট্রোসপেক্টিভ, চলচ্চিত্র সমালোচনা ও মতবিনিময় সভা আয়োজন
৯. পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনী চলচ্চিত্র নিয়ে ৬৪ জেলায় একযোগে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব- ২০১৫' আয়োজন
১০. একযোগে ৬৪ জেলায় 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব- ২০১৬' আয়োজন
১১. অস্কার জয়ী চলচ্চিত্র নিয়ে উৎসব, বিখ্যাত কমিক অভিনেতা ও পরিচালক চার্লি চ্যাপলিন-এর চলচ্চিত্র নিয়ে উৎসব, ইরানী চলচ্চিত্রকার আব্বাস কিয়েরোস্তমির চলচ্চিত্র নিয়ে উৎসব আয়োজন
১২. ৬৪ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ফিল্ম সোসাইটি গঠন
১৩. চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যৌথভাবে চলচ্চিত্রের নানামুখী কর্মসূচি আয়োজন
১৪. রবীন্দ্রনাথের শিশুতোষ গল্প ও কবিতা নিয়ে ৪টি চলচ্চিত্র নির্মাণ
১৫. রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ০৩টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ
১৬. ম্যুভিয়ানা ফিল্ম সোসাইটির সাথে যৌথভাবে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা, বছরব্যাপী 'নতুন চলচ্চিত্র নতুন নির্মাতা' উৎসব আয়োজন, ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স, বিশ্ব চলচ্চিত্র অনুধাবন কর্মসূচিসহ করা হয়েছে নানা আয়োজন
১৭. যৌথভাবে তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত জীবনঢুলী এবং মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত 'অনিল বাগচীর একদিন' সারা বাংলাদেশে প্রদর্শনী আয়োজন।
১৮. শিশু চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন
১৯. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম, কিনো আই ফিল্মস, চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ, তারেক মাসুদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, চিপাচস, ম্যুভিয়ানা ফিল্ম সোসাইটি, আলমগীর ফিল্ম সোসাইটি, সার্ক চলচ্চিত্র সংসদসহ বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান/সংগঠনকে সহযোগিতা প্রদান
২০. 'বিশ্বম্ভর বাবুর দায়' ও 'ডাকঘর'-এর বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজন

যাত্রাশিল্পের নবযাত্রা

১. সংকটাপন্ন যাত্রাশিল্পের নতুন জীবন দান এবং যাত্রাশিল্পের নতুন নীতিমালা তৈরি ও তা বাস্তবায়ন
২. রেপার্টরি যাত্রাপালা 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নির্মাণ ও নিয়মিত প্রদর্শনী আয়োজন
৩. প্রত্নযাত্রা 'ঈশা খাঁ' নির্মাণ ও নিয়মিত প্রদর্শনী আয়োজন
৪. যাত্রাদল নিবন্ধনের লক্ষ্যে এপর্যন্ত ৮টি যাত্রা উৎসব সম্পন্ন এবং ১০২টি যাত্রাদলকে নিবন্ধন প্রদান
৫. যাত্রাদলের স্বত্বাধিকারী, ম্যানেজার ও শিল্পীবৃন্দের সাথে নিয়মিতভাবে সেমিনার, পালা মূল্যায়ন, মতবিনিময় সভা ও কর্মশালা আয়োজন
৬. কলকাতার যাত্রা বিশেষজ্ঞ ড. প্রভাত কুমার দাসকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানানোর সেমিনার ও মতবিনিময় সভা আয়োজন
৭. বাংলাদেশের সব নিবন্ধিত যাত্রাদল থেকে শিল্পী নিয়ে আট দিনব্যাপী যাত্রা বিষয়ক কর্মশালা ও যাত্রাদলের নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে নৃত্য কর্মশালা আয়োজন এবং ০৫টি কর্মশালাভিত্তিক প্রযোজনা নির্মাণ
৮. জেলা শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত যাত্রা উৎসবে এবং কয়েকটি যাত্রাদলকে নতুন যাত্রা প্রযোজনা নির্মাণে সহযোগিতা প্রদান

পুতুলনাট্য

১. পুতুলনাট্যে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১২ সাল থেকে পদক প্রবর্তন
২. পুতুলনাট্য বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
৩. পুতুলনাট্য উৎসব আয়োজন
৪. ইন্দোনেশিয়ায় ও থাইল্যান্ডে বিশ্ব পুতুলনাট্য উৎসবে বাংলাদেশের পুতুলনাট্য দলের গর্বিত অংশগ্রহণ
৫. বিশ্ব পুতুলনাট্য দিবস উদ্‌যাপন

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ

১. সাঈদ আহমেদ, মুনীর চৌধুরী, সেলিম আল দীন, আবদুল্লাহ আল মামুন, জিয়া হায়দার, নুরুল মোমেন, এস এম সোলায়মান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং আনিস চৌধুরী স্মরণে অনুষ্ঠান আয়োজন
২. জহির রায়হান, আব্দুল জব্বার খান, তারেক মাসুদ, সুভাষ দত্ত, খান আতাউর রহমান, বাদল রহমান, আলমগীর কবির, চাষী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন আহমেদ, অমলেন্দু বিশ্বাস, ধন মিয়া, আরজ আলী মাতুব্বর-এর স্মরণে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' নামে স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন

৩. মহেশচন্দ্র রায়, এ কে এম আব্দুল আজিজ, হরলাল রায়, কছিম উদ্দিন, আব্বাসউদ্দিন, আব্দুল আলীম, ওস্তাদ মমতাজ আলী খান, আব্দুর রউফ, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, রণেশ দাশগুপ্ত, আব্দুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদ, মুকুন্দ দাস, কবিয়াল রমেশ চন্দ্র শীল, কবিয়াল বিজয় সরকার, শেখ লুতফর রহমান, ওয়াহিদুল হক, কলিম শরাফি, অজিত রায়, শহীদুল্লাহ কায়সার, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁ, পণ্ডিত রবি শংকর, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, কমল দাশগুপ্ত, ফিরোজা বেগম স্মরণে স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ নামে অনুষ্ঠান আয়োজন

৪. আব্দুল হালিম বয়াতির স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন

আলোকিত জেলা শিল্পকলা একাডেমি

১. জেলা শিল্পকলা একাডেমিসমূহের ভবন নির্মাণ ও সংস্কার কাজের সূচনা

২. প্রতিটি জেলার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

৩. প্রতিটি জেলা ডিজিটালাইজেশন (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইন্টারনেট সংযোগ)

৪. জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে লাইব্রেরি, ফোকলোর সেল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সেল এবং চলচ্চিত্র সংসদ গঠন

৫. শিশু ও কিশোরদের জন্য জেলা শিল্পকলা একাডেমিসমূহে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, নাটক, চিত্রকলা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান

৬. নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর জন্য সাউন্ড সিস্টেম ও প্রজেক্টর প্রদান

৭. প্রতিবছর প্রতিটি জেলার ২৫টি স্কুলে জঙ্গিবাদ বিরোধী চলচ্চিত্র এবং জাতীয় সংগীত ও শুদ্ধ সংগীত প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন

সিডি প্রকাশ

১. ‘যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা’ ও ‘মুজিবর আছে বাংলার ঘরে ঘরে’ শিরোনামে ২টি গীতিআলেখ্যের সিডিসহ পাণ্ডুলিপি প্রকাশ

২. ‘কবিতায় বঙ্গবন্ধু’ শিরোনামে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তির অডিও সিডি প্রকাশ

৩. ‘ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু’ শিরোনামে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গানের অডিও সিডি প্রকাশ

৪. ‘দ্রোহ ও মুক্তির গান-১’ ও ‘দ্রোহ ও মুক্তির গান-২’ শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত গানের সিডি প্রকাশ

৫. ‘মুক্তিযুদ্ধের পঙ্‌ক্তিমালা’ শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত কবিতার অডিও সিডি প্রকাশ

৬. বীরমাতা বীরাঙ্গনাদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্যচিত্র ‘বীরাঙ্গনা বীরমাতার জবানিতে একাত্তরের ভয়াল স্মৃতি’ নির্মাণ

৭. ‘আমার দেখা বঙ্গবন্ধু’ শিরোনামে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ

৮. ‘মুক্তিযুদ্ধের নাট্য সংকলন : ১’ শিরোনামে ৬৪ জেলার নাটক হতে বাছাইকৃত ১৬টি নাটকের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ এবং ‘মুক্তিযুদ্ধের নাট্য সংকলন : ২’ শিরোনামে ১০টি জেলার নাটকের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ

৯. বারটি সুরে বারটি নৃত্যের অডিও সিডি প্রকাশ

১০. দেশের ২০০ জন প্রতিশ্রুতিশীল শিশু কণ্ঠশিল্পীর অংশগ্রহণে ২০টি অডিও সিডি নির্মাণ

১১. জাতীয় দিবস ও দেশীয় পার্বণ বিষয়ে ৮টি মডেল অনুষ্ঠানের সিডি নির্মাণ। বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, ঋতু বৈচিত্র্যে বাংলাদেশ, বাদল মেঘে মাদল বাজে, এসো নবনব রূপে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, চির উন্নত মম শির, স্বাধীনতা ও বিজয়ের গাঁথা, মহান একুশে

১২. ২০টি সুরে ২০টি নৃত্য নির্মাণ

১৩. জাতীয় সংগীতের সিডি প্রকাশ ও সারা বাংলাদেশে দশ হাজার সিডি প্রেরণ

১৪. হাসন রাজার গান নিয়ে তিন খণ্ডের সিডি ও স্বরলিপি প্রকাশ।

শতবর্ষী নাট্যমঞ্চ

১. বাংলাদেশের ৩০টি শতবর্ষী নাট্যমঞ্চ নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণ, পুস্তক প্রকাশ এবং নাট্যোৎসব আয়োজন

বধ্যভূমিতে গণহত্যায় নিহতদের স্মরণ

১. চুকনগর বধ্যভূমিতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী আর্ট ক্যাম্প ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও চুকনগর গণহত্যা দিবস উপলক্ষে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর বধ্যভূমিতে দশহাজার মোমবাতি প্রজ্বলন

২. প্রতিটি উপজেলা, জেলা ও ঢাকায় আন্তর্জাতিক গণহত্যার শিকারদের স্মরণ ও মর্যাদাদান এবং গণহত্যা প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালন

ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল কালচারাল আর্কাইভ স্থাপন

১. দেশি ও বিদেশি নাটক, সংগীত, চলচ্চিত্রসহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের ডকুমেন্টেশন সংরক্ষণের জন্য জাতীয় নাট্যশালার ৫ম তলায় ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল কালচারাল আর্কাইভ স্থাপন

লোক সংস্কৃতি সংগ্রহ

১. সুনামগঞ্জ অঞ্চল, ঝিনাইদহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ফরিদপুর অঞ্চল এবং রংপুর বিভাগে লোক সংগীত সংগ্রহ। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোক সংগীত সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু

রেপার্টরি নাটক

১. টার্গেট প্লাটুন, রুদ্র রবী ও জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং বীরাঙ্গনাদের জীবনগাঁথা উপজীব্য করে 'বিদেহ' এবং 'সৈয়দ শামসুল হক' অনূদিত 'হ্যামলেট' নাট্য প্রযোজনা নির্মাণ

প্রত্ননাটক

১. সোমপুর কথন, উয়ারী বটেশ্বর এবং মহাস্থান নির্মাণ

পরিবেশ থিয়েটার

১. ঢাকায় সেই সব দিনগুলি, ফরিদপুরে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প.৭১, মিরপুর জল্লাদ খানা, রংপুর টাউন হলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প.৭১, মেহেরপুরের মুজিবনগরে বৈদ্যনাথতলা থেকে মুজিবনগর পরিবেশ থিয়েটার নির্মাণ। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৬৪ জেলার বধ্যভূমিতে পরিবেশ থিয়েটার নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ

আন্তর্জাতিক

১. সার্কভুক্ত ৮টি দেশের লোকজ নৃত্য নিয়ে সার্ক ফোক ডান্স ফেস্টিভ্যাল ২০১২ আয়োজন
২. ৬ষ্ঠ এশিয়ান আর্ট মিউজিয়াম ডিরেক্টরস ফোরাম ২০১২ আয়োজন
৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর অংশগ্রহণে সার্ক হ্যান্ডিক্র্যাফট ফেস্টিভ্যাল ২০১৩ আয়োজন
৪. কালচারাল ডাইভারসিটি মিনিস্ট্রিয়াল ফোরাম আয়োজন
৫. ইসলামিক এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক এন্ড কালচারাল অরগানাইজেশন (আইসেসকো) কর্তৃক 'ঢাকা : এশীয় অঞ্চলের ইসলামি সংস্কৃতির রাজধানী-২০১২' ঘোষণার প্রেক্ষিতে ক্যালিগ্রাফি ও ইসলামিক চিত্রকলা প্রদর্শনী আয়োজন
৬. দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজন
৭. সার্কভুক্ত ৮টি দেশের চিত্রশিল্পীদের নিয়ে 'সার্ক আর্টিস্ট ক্যাম্প-২০১৪' আয়োজন
৮. যৌথভাবে ঢাকা আর্ট সামিট আয়োজন
৯. চীনা নববর্ষ ও বসন্ত উৎসব উপলক্ষে চীনা শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন
১০. রাশিয়ান ডে আয়োজন
১১. স্প্যানিশ শিল্পীদেরকে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
১২. ফিলিপাইন দূতাবাসের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং একাডেমির সাথে যৌথ আয়োজনে 'The power of song : A Chorus of Culture' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন
১৩. উইলিয়াম শেক্সপিয়রের ৪৫০তম জন্মবার্ষিকী ও ৪০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রযোজিত 'এ ডিফরেন্ট রোমিও এন্ড জুলিয়েট' নাটকের মঞ্চায়ন
১৪. গ্যোটে ইন্সটিটিউটের সাথে যৌথ আয়োজনে শিশুদের জন্য পারফরমেন্স আর্ট আয়োজন
১৫. গ্যোটে ইন্সটিটিউটের সাথে যৌথ আয়োজনে কমন জেন্ডারদের নিয়ে পারফরমেন্স আর্ট আয়োজন
১৬. কোরিয়ান দূতাবাসের সহযোগিতায় চার্ম অব কোরিয়া আয়োজন
১৭. আমেরিকান দূতাবাসের সাথে হিপ হপ ড্যান্স আয়োজন
১৮. রাশিয়ান নাট্য কোম্পানি চেখভ স্টুডিও থিয়েটারের নাট্য প্রদর্শনী
১৯. 'ন্যাশনাল পারফরমেন্স আর্ট ফেস্টিভ্যাল ২০১৭' আয়োজন
২০. আমেরিকান দূতাবাসের সাথে যৌথভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন

শিশুদের জন্য শিল্পকলা

১. শিশুদের জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠান আয়োজন
২. শিশুমেলা এবং শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন
৩. শিশুদের অ্যাক্রোবেটিক প্রশিক্ষণ আয়োজন
৪. 'গল্প কথন' কর্মশালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
৫. শিশুদের জন্য যৌথভাবে শিশু নাট্য কর্মশালা ও নাট্যোৎসব আয়োজন
৬. শিশুদের জন্য নিয়মিত পুতুলনাট্য প্রদর্শনী

চিত্রকলা ও ফটোগ্রাফি

১. রবীন্দ্র সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে ১০০টি চিত্রাঙ্কন
২. রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম প্রদর্শনী
৩. রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত ৪টি স্থানে আর্ট ক্যাম্প এবং চিত্রকর্ম নিয়ে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন
৪. আইসিসিআরের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত ৪২টি চিত্রকর্ম সংযোজন
৫. বাংলাদেশের শিল্পীদের ২৫০টি চিত্রকর্ম ক্রয়
৬. বাংলাদেশে ফটোগ্রাফি চর্চাকে উৎসাহিত করতে নিয়মিত ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী, কর্মশালাসহ বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন
৭. জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী ও নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজন
৮. ৩২ বছর পর ৪র্থ জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন
৯. ২১ আগস্ট নৃশংসতম গ্রেনেড হামলার উপর স্থাপনাশিল্পের প্রদর্শনী
১০. আলোকচিত্রী এম এ তাহের-এর বাংলাদেশের নৌকা শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন-২০১৮
১১. গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে আর্টক্যাম্পের আয়োজন এবং শিশুদের অঙ্কিত চিত্রকর্ম ও বরেণ্য শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী
১২. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সংগীতাঙ্গনে অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবাদে ২ দিনব্যাপী আর্ট ক্যাম্প আয়োজন
১৩. জাতীয় চিত্রশালায় স্থায়ী গ্যালারি স্থাপন
১৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৩৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বরেণ্য শিল্পীদের নিয়ে আর্টিস্ট ক্যাম্পের আয়োজন
১৫. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে আর্টিস্ট ক্যাম্প, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন
১৬. মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আর্টিস্ট ক্যাম্প আয়োজন
১৭. এস এম সুলতান উৎসবে আর্ট ক্যাম্প আয়োজন
১৮. শিল্পী মোহাম্মদ ইবরাহিম-এর চতুর্থ একক চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন
১৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে 'বাংলাদেশের স্বপ্ন সারথি' শীর্ষক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী আয়োজন

অন্যান্য

১. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার ৯০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি নাট্য প্রযোজনা নির্মাণ এবং বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বছরব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজন
২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ঐতিহ্য সংগ্রহশালা স্থাপন
৩. শচীনদেব বর্মণ-এর পৈতৃক নিবাসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
৪. রজনীকান্ত সেনের পৈতৃক নিবাসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
৫. সুচিত্রা সেনের পৈতৃক নিবাস উদ্ধার ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন
৬. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান আয়োজন
৭. পার্বত্য শান্তি চুক্তির বার্ষিকী উদ্‌যাপন
৮. বিদেশি ভাষাভাষী শিল্পীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন
৯. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও সব জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে দেশব্যাপী 'জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জাগরণ' শীর্ষক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন
১০. উইলিয়াম শেক্সপিয়র-এর ৪৫০তম জন্মবার্ষিকী ও ৪০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শেক্সপিয়র কার্নিভাল-এর আয়োজন
১১. ঝিনাইদহে আত্মহত্যা প্রতিরোধে মতবিনিময় সভা, নাটক নির্মাণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন
১২. শওকত ওসমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন
১৩. সৈয়দ শামসুল হকের ৮২তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন
১৪. অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর-এর ৮১তম জন্মবার্ষিকী পালন
১৫. শিল্পকথা শিল্পীকথা গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব আয়োজন
১৬. ২৫শে মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে স্থাপনা শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ও মূকাভিনয় প্রদর্শন এবং মোমবাতি প্রজ্বলন
১৭. উপমহাদেশের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী মিতালী মুখার্জীকে নিয়ে 'গানে গানে মিতালী' অনুষ্ঠান আয়োজন
১৮. লাকি আখন্দের স্মরণে নাগরিক শ্রদ্ধার আয়োজন
১৯. হাজার বছরের বাংলাগান নিয়ে সাংস্কৃতিক আয়োজন
২০. লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম ২০১৬-এর আওতায় সংগৃহীত ১৩ হাজার গানের ডিভিডি প্রকাশনা সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন
২১. ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার উপর নির্মিত 'বিহাইন্ড দ্যা গ্রেনেড' শীর্ষক স্থাপনা শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন

২২. বরেণ্য চারুশিল্পী মি. ডেভিড কেফোর্ডের তত্ত্বাবধানে স্থাপনাশিল্পের উপর সেমিনার, কর্মশালা ও প্রদর্শনী আয়োজন
২৩. 'রিজওয়ান' নাটকের প্রদর্শনী আয়োজন
২৪. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজে যুক্ত হওয়ায় 'আনন্দ শোভাযাত্রা' ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
২৫. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের কোরিওগ্রাফী ও মুক্তিযুদ্ধের নাটক মঞ্চায়ন
২৬. বর্তমান সরকারের ৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাংস্কৃতিক আয়োজন
২৭. জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
২৮. কলকাতা থেকে আগত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী শাহানা বকশী ও সৌমী ভট্টাচার্য্যের পরিবেশনায় সংগীতানুষ্ঠান
২৯. দেশের সকল জেলায় 'শিল্পের শহর' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন
৩০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে 'মানবতার জননী তোমায় অভিবাদন' শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন
৩১. শিল্পী শাহাবুদ্দিন-এর জন্মদিন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
৩২. 'শিল্পের আলো, শিক্ষার আলো, ছড়াবো আমরা, তারুণ্যের জয়গানে' স্লোগানকে ধারণ করে দেশব্যাপী সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত ও বাংলা সংগীত সংস্কৃতি শিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন
৩৩. মহাকবি কায়কোবাদ স্মরণে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
৩৪. বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকায় করে বাউল গানের অনুষ্ঠান
৩৫. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপণ উদ্‌যাপন ও উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
৩৬. উপমহাদেশের কিংবদন্তী সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা'র পৌত্র ওস্তাদ আশীষ খান এবং প্রপৌত্র সিরাজ আলী খান-এর সরোদ বাদন অনুষ্ঠান আয়োজন
৩৭. স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় সাংস্কৃতিক আয়োজন
৩৮. কলকাতা (ভারত) এর নাট্যদল 'হ-য-ব-র-ল' এর 'জাহানারা জাহানারা' মঞ্চায়ন
৩৯. শত নারীর শিল্পকর্ম প্রদর্শনী 'মাধবীলতা' উদ্বোধন
৪০. ৭-১৭ মার্চ 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক উৎসব' এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দিনব্যাপী আর্টক্যাম্প
৪১. 'বঙ্গবন্ধুর ০৭ মার্চের ভাষণ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাইলফলক' শীর্ষক আর্টক্যাম্প
৪২. 'চিত্রকলায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক জীবনচিত্র'-শীর্ষক কর্মসূচি আর্ট ক্যাম্প আয়োজন
৪৩. নেপাল আর্ট ফেয়ার বাংলাদেশ ২০১৮ শীর্ষক প্রদর্শনী
৪৪. 'সুর ও বাণীতে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
৪৫. জনপ্রশাসন পদক-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে আবহ সংগীত পরিবেশন
৪৬. বৃষ্টির পদাবলি শীর্ষক বর্ষার গানের আয়োজন
৪৭. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপণ উদ্‌যাপন ও উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
৪৮. চলচ্চিত্র কথামালা শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন
৪৯. এক মিনিটের জুনিয়র ভিডিও কর্মশালা আয়োজন
৫০. সিনিয়র অ্যাক্রোবেটিক শিল্পীদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন
৫১. অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী
৫২. ২১তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী ২০১৮
৫৩. পারফরম্যান্স আর্ট পরিবেশনা
৫৪. দর্শনীর বিনিময়ে অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী
৫৫. 'চিত্রকলায় ১৫০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক জীবনচিত্র' শীর্ষক কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যে ৫০জনের একটি দলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এলাকা পরিদর্শন
৫৬. উঠোন সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন
৫৭. নদী কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন
৫৮. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে বাংলাদেশ গৃহস্থালী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন পর্ষদ ও জীর্ণতায় সুন্দর শিল্পকর্ম পর্ষদের উদ্যোগে 'জীর্ণতায় সুন্দর' শিল্পকর্ম প্রদর্শনী
৫৯. চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য, অভিনয়, পরিচালনা, সিনেমাটোগ্রাফি এবং চলচ্চিত্র বিপণন বিষয়ক দুই দিনব্যাপী কর্মশালা
৬০. প্রতিভাবান অভিনয়শিল্পী ডলি আনোয়ার-এর ৭০তম জন্মজয়ন্তীতে স্মরণ ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী
৬১. বিশ্ব সংগীত দিবস আয়োজন
৬২. স্মরণ অনুষ্ঠান স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ আয়োজন
৬৩. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আলোকচিত্র প্রদর্শনী

৬৪. ৭ই মার্চের ভাষণ : বাঙালির স্বাধীনতার মাইলফলক ও বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ শীর্ষক আর্টিস্ট ক্যাম্পের চিত্রপ্রদর্শনী
৬৫. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন
৬৬. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৭তম মহাপ্রয়াণ দিবস আয়োজন
৬৭. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস আয়োজন
৬৮. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী আয়োজন
৬৯. বিশিষ্ট শিল্পী আব্দুল জব্বার-এর স্মরণে অনুষ্ঠান আয়োজন
৭০. বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন
৭১. সৈয়দ শামসুল হক-এর ২য় প্রয়াণবর্ষ স্মরণার্ঘ্য আয়োজন
৭২. ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮ আয়োজন
৭৩. ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী পরিদর্শন
৭৪. দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী উপলক্ষে ঢাকা ক্লাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
৭৫. ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে প্রতি শুক্রবার শিশুদের জন্য বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন
৭৬. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় দুই দিনব্যাপী শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮ আয়োজন
৭৭. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে নৃত্য বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
৭৮. National Entertainment Portal বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
৭৯. নথি ব্যবস্থাপনা ট্রেনিং আয়োজন
৮০. ই-ফাইলিং ট্রেনিং আয়োজন
৮১. বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ২০১৯ আয়োজন
৮২. শিল্পের আলো, শিক্ষার আলো, ছড়াবো আমরা, তারুণ্যের জয়গানে স্লোগানকে ধারণ করে দেশব্যাপী সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত ও বাংলা সংগীত সংস্কৃতি শিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন
৮৩. ভুটানের থিম্পুতে ৪র্থ উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ
৮৪. ফিলিপাইনের ম্যানিলায় International lndigenous Peoples Festival এ অংশগ্রহণ
৮৫. ইতালির ভেনিস ও মিলানে Pieve di Soligo উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ
৮৬. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাথে যৌথ উদ্যোগে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আর্ট স্কুল, টঙ্গী, গাজীপুরের আয়োজন
৮৭. শিল্পের শহর ঢাকা কর্মসূচি আয়োজন
৮৮. রাজবাড়ী অ্যাক্রোবেটিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অ্যাক্রোবেটিক কর্মশালা আয়োজন
৮৯. ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য পুতুলনাট্য শিল্পী ও নির্দেশক পদ্মশ্রী সুরেশ দত্ত'র পরিচালনায় কর্মশালা ও পুতুলনাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন
৯০. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং ভারমিলিয়ন ইনস্টিটিউট যৌথ আয়োজনে চলচ্চিত্র কর্মশালা এবং আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজন
৯১. হারমোনিয়াম ওয়ার্ল্ড পাপেট থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল ২০১৮ অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক প্রদর্শনী আয়োজন
৯২. একশ বস্তা চাল নাটকের প্রদর্শনী আয়োজন
৯৩. ভাদু, টুসু ও ঝুমুর গানের আয়োজন
৯৪. পূর্ণিমা তিথিতে সাধুসঙ্গ আয়োজন
৯৫. থাইল্যান্ডের ফুকেটে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক পাপেট ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ
৯৬. আইটিআইর ৭০বছর পূর্তি আয়োজন
৯৭. গোপালগঞ্জে কওমি মাদ্রাসা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন
৯৮. সংগীতশিল্পী সুবীর নন্দী স্মরণানুষ্ঠান আয়োজন
৯৯. বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে নাটক প্রদর্শনী
১০০. এশিয়ান সিভিলাইজেশন প্যারেডে অংশগ্রহণ
১০১. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং চট্টগ্রাম চারুশিল্পী পর্ষদ, ঢাকার যৌথ উদ্যোগে চিত্রকর্ম প্রদর্শনী আয়োজন
১০২. যুব দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
১০৩. নবান্ন উৎসব আয়োজন
১০৪. 11th International Arts and Crafts (INAC) Expo 2018-এ অংশগ্রহণ
১০৫. ইথিওপিয়ায় বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ

১০৬. ইরানি নওরোজ (নববর্ষ) ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
১০৭. আলোছায়ার দিনগুলি শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
১০৮. শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত 'SAARC ARTIST CAMP 2018'-এ বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণ
১০৯. মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ের ৪৭ বছর উদযাপন উপলক্ষে যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন
১১০. Brilliant শীর্ষক চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন
১১১. নেপালে SAARC Cultural Festival on Traditional Dance 2018-এ অংশগ্রহণ
১১২. মিশরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত 'রামাদান নাইটস্ কালচারাল ফেস্টিভ্যাল' অংশগ্রহণ
১১৩. ২৩তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজন
১১৪. যাত্রাশিল্পের নবযাত্রা শীর্ষক তিন দিনব্যাপী যাত্রা উৎসব শুরু
১১৫. ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
১১৬. যাত্রাশিল্পী ভিক্টর দানিয়েল-এর চিকিৎসার্থে জাতীয় নাট্যশালার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে যাত্রা প্রদর্শনীর আয়োজন
১১৭. সাইদুল আনাম টুটুল-এর স্মরণ সভা আয়োজন
১১৮. জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে কৃৎকলায় স্থাপনা শিল্প কালরাত আয়োজন
১১৯. সুনামগঞ্জের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর গীতিআলেখ্য আয়োজন
১২০. বিজয় মহোৎসব বিষয়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
১২১. ষড়ঋতুর পদাবলি অনুষ্ঠানের আয়োজন
১২২. ৬৪ জেলায় ৬৪টি দেশীয় যাত্রাপালা নির্মাণ
১২৩. নেত্রকোণাতে সাত দিনব্যাপী চারুকলা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
১২৪. উপমহাদেশের কিংবদন্তী চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন-এর স্মরণসভা আয়োজন
১২৫. ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে দেশব্যাপী শহিদ মিনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শিশুনাট্য কর্মশালা আয়োজন
১২৬. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের অংশগ্রহণে সংগীত সন্ধ্যা আয়োজন
১২৭. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের 'সুরের ছোঁয়া' আয়োজন
১২৮. মৌলভীবাজারে সাত দিনব্যাপী নৃত্য প্রশিক্ষণ আয়োজন
১২৯. নৃত্যাচার্য বুলবুল চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালা
১৩০. যুগপূর্তি জাতীয় পিঠা উৎসব ১৪২৫ আয়োজন
১৩১. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তাদের বার্ষিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
১৩২. সিলেটে সপ্তাহব্যাপী সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন
১৩৩. ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম-এর একক বাঁশি সন্ধ্যা আয়োজন
১৩৪. মাওলানা জালালউদ্দিন রুমীর উপর নির্মিত 'মিথাতস ড্রিম' চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন
১৩৫. ৪১টি দেশের গান নিয়ে বিশ্বসংগীত ও নৃত্যালেখ্য 'বাজাও বিশ্ববীণা' আয়োজন
১৩৬. সাতক্ষীরায় সপ্তাহব্যাপী শাস্ত্রীয় নৃত্য প্রশিক্ষণ আয়োজন
১৩৭. জাতীয় গণহত্যা দিবস ও স্বাধীনতা দিবস আয়োজন
১৩৮. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন
১৩৯. সোহরাওয়ার্দী উদ্যান মুক্ত মঞ্চে বসন্ত উৎসব আয়োজন
১৪০. সুর ও ছন্দে জীবনের মাধুরী আয়োজন
১৪১. একাডেমির ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
১৪২. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাষাভাষীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
১৪৩. চকবাজার অগ্নিকাণ্ডে আহতদের চিকিৎসা সহায়তায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর আয়োজন
১৪৪. কৃৎকলায় 'ভাষার অভিযাত্রা' শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন
১৪৫. চিত্রকলায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক জীবনচিত্র শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তাবৃন্দ

নাম	পদবি	বিভাগ/শাখা	মোবাইল	ই-মেইল
লিয়াকত আলী লাকী	মহাপরিচালক	মহাপরিচালকের দপ্তর	০১৭১১৫৩৭৬১৮	dg@shilpakala.gov.bd
মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া	সচিব (অতিরিক্ত সচিব)	সচিবের দপ্তর	০১৭১৫০৯০৬০৯	secretary@shilpakala.gov.bd
মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ	০১৭১৫০৯০৬০৯	badrulanamb@yahoo.com
কে এম রফিকুল ইসলাম	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ	০১৭১৫৭৮৪৭৬৫	dirrp@shilpakala.gov.bd
সুশান্ত কুমার সরকার	পরিচালক (উপসচিব)	প্রশিক্ষণ বিভাগ	০১৭৪১৪৯৪৭৭৬	dirt@shilpakala.gov.bd
সোহরাব উদ্দীন মণ্ডল	পরিচালক	সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ	০১৭১২০৫৯৯৮৫	sohrab.bsa@gmail.com
সুখদেব চন্দ্র দাস	রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ উপবিভাগ	০১৭১২২১৫৪৬৬	engm@shilpakala.gov.bd
মো. শহিদুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	অর্থ, হিসাব ও পরিকল্পনা উপবিভাগ	০১৮১৯৪২৯২৯২	shohidddf@gmail.com
বেগম শামীমা আক্তার জাহান	উপ-পরিচালক	সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ	০১৯১৪৭৪৪৯৭৯	shamima786in@yahoo.co.in
ড. আইরিন পারভীন লোপা	সিনিয়র ইন্সট্রাকটর (নাট্যকলা)	প্রশিক্ষণ বিভাগ	০১৭১১৬৯৬৬২৭	lopa_ip@yahoo.com
মো. আফজাল হোসেন	উপসচিব	প্রশাসন বিভাগ	০১৯২০৫৯৯৩১১	afzalhossain43912@gmail.com
এ এম মোস্তাক আহমেদ	উপ-পরিচালক	চারুকলা বিভাগ	০১৭১২৩৭১৪৩৮	mostak303@gmail.com
চন্দন দত্ত	সংগীত পরিচালক	সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ	০১৮১৯২১৮২৯২	dutta9910@gmail.com
খন্দকার রেজাউল হাশেম	সিনিয়র ইন্সট্রাকটর (চারুকলা)	চারুকলা বিভাগ	০১৫৫২৩১২৫৪২	
প্রদ্যোত কুমার দাস	কোর্স-কো-অর্ডিনেটর	প্রশিক্ষণ বিভাগ	০১৭১২৫৪৩৬৫৯	pradyutkumar@yahoo.com
আলি আহমেদ	সহকারী পরিচালক (নাটক)	নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ	০১৭২০১৭২৪২৬	mukultheatre@gmail.com
এস এম শামীম আকতার	সহকারী পরিচালক	প্রশাসন বিভাগ	০১৭১১৩৭৩৯২৭	sham_dd1@yahoo.com
পূর্ণলাক্ষ চাকমা	সেট ডিজাইনার	নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ	০১৭৭৭৬৭৬৯৫৮	chakma_purna@yahoo.com
জি এম জাকির হোসেন	প্রোগ্রাম অফিসার	সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ	০১৭১২১৪৯৭২১	ghossain@rocketmail.com
মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন	সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা ও বিক্রয়)	গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ	০১৭১৫৮৬৩৭৭৭	jasim-theatre@yahoo.com
সরকার জিয়া উদ্দিন আহমেদ	ইন্সট্রাকটর (চারুকলা)	প্রশিক্ষণ বিভাগ	০১৭১১০১৭৭২৮	bsabd.biplob05@gmail.com
আফসানা খান রুনা	কালচারাল অফিসার	প্রশিক্ষণ বিভাগ	০১৭১২৭৬২২২২	afsanakhanruna@yahoo.com
খন্দকার ফারহানা রহমান	সহকারী পরিচালক	সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ	০১৭১৫৫৬১৯৩৯	kh.farhan.dhk@gmail.com

নাম	পদবি	বিভাগ/শাখা	মোবাইল	ই-মেইল
সুতনুকা হক	লাইব্রেরিয়ান	গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ	০১৮১৯২২৭৭৭৮	sutnokhoque01@gmail.com
মো. শাহীন রেজা রাসেল	সহকারী পরিচালক (গ্যালারি)	চারুকলা বিভাগ	০১৭৮১৬২২৬২৬	designedbyrase@gmail.com
চাকলাদার মোস্তাফা আল মাসউদ	সহকারী পরিচালক (সিনেমাটোগ্রাফি)	নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ	০১৭১৮১৪৩৬৩৯	Mashud_sumon@gmail.com
মোহাম্মদ আল হেলাল	একাউন্টস অফিসার (এডি)	অর্থ, হিসাব ও পরিকল্পনা উপবিভাগ, প্রশাসন	০১৬৭৪০৬৯৮৫৫	simplehelal@yahoo.com
অনুপ কুমার চ্যাটার্জী	সহকারী সচিব (কমন)	প্রশাসন বিভাগ	০১৭২২৯৮৯৮৬২	anupduy4@gmail.com
মো. এরশাদ হাসান	লাইট ডিজাইনার	নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ	০১৭১১৯৭৯৮০৩	ershad_hasan@yahoo.com
মো. আসফ-উদ-দৌলা	কালচারাল অফিসার	প্রশাসন (সংস্থাপন)	০১৭২৫২৩৫৭৮৫	asafvista@gmail.com
আবু ছালেহ মো. আবদুল্লাহ	কালচারাল অফিসার	মহাপরিচালকের দপ্তর	০১৯১৮৭১০৭৭৩	abuctg_bd@yahoo.com
বেগম জান্নাতুল ফেরদৌস	কালচারাল অফিসার	প্রশাসন বিভাগ	০১৭১৭৬০৩৪৬৮	jfakhi@gmail.com
সৈয়দা সাহিদা বেগম	কালচারাল অফিসার	প্রশাসন বিভাগ	০১৯১৭৬৪২৭৯১	shahedabsa@gamilcom
মো. আব্দুল রাকিবিল বারী	সহকারী পরিচালক (পি.এস)	মহাপরিচালকের দপ্তর	০১৭১৮১৯০০৩৩	r.bari233@gmail.com
মোনালীন আজাদ	ইন্সট্রাক্টর (সঙ্গীত ও যন্ত্র)	প্রযোজনা বিভাগ	০১৮১৬২৭০৫৬৫	monalinzohur@gmail.com
মুহাম্মদ আনিসুর রহমান	ইন্সট্রাক্টর (সঙ্গীত ও যন্ত্র)	মহাপরিচালকের দপ্তর		
মো. এমদাদ আলী	সহকারী সচিব (সংস্থাপন)	প্রশাসন বিভাগ	০১৭১৫৪৪৬৭৮৬	emdadali62@gmail.com
হাসান মাহমুদ	জনসংযোগ কর্মকর্তা	জনসংযোগ শাখা	০১৫৪০০০৫০০০	pro@shilpakala.gov.bd
সামিরা আহমেদ	সহকারী পরিচালক (বাজেট ও প্লানিং)	অর্থ, হিসাব ও পরিকল্পনা উপবিভাগ, প্রশাসন	০১৭২৪১১১২২২	ahmedsamira15@gmail.com
সামিনা হোসেন	ইন্সট্রাক্টর (নৃত্য)	প্রশিক্ষণ বিভাগ	০১৯১১৩৯০৯৩৮	samina_prema@yahoo.com
রাহিমা মজুমদার	স্টেজ ম্যানেজার	নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ	০১৭৪৫৭৭১৯১০	jhumu.audry@gmail.com
রিফাত ফারহানা	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ	০১৭৫৮৬৬৯৯৫৪	rifatfarhana25@gmail.com
ফিফা চাকমা	ইন্সট্রাক্টর (নৃত্য)	প্রশিক্ষণ বিভাগ	০১৭৯৪২১৪১৫৬	fifachakmadance@gmail.com
জান্নাতুল ফেরদৌস কেয়া	ইন্সট্রাক্টর (চারুকলা)	প্রশিক্ষণ বিভাগ	০১৭৪৬৬২৬৫৮৩	zannatkeya302@gmail.com

জেলা কালচারাল অফিসারদের তালিকা

নাম	পদবি	দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা	মোবাইল	ই-মেইল
মো. মোসলেম উদ্দিন	জেলা কালচারাল অফিসার	চট্টগ্রাম	০১৭১১৭৩৪৬৯১	chattogram@shilpakala.gov.bd
মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ	জেলা কালচারাল অফিসার	লালমনিরহাট	০১৭১৮৩৭৮১৫২	lalmonirhat@shilpakala.gov.bd
মো. রফিকুল ইসলাম	জেলা কালচারাল অফিসার	বাগেরহাট	০১৭৭১৪৫৭৪৩২	bagerhat@shilpakala.gov.bd
মোহাম্মদ সাইফুল হাসান মিলন	জেলা কালচারাল অফিসার	মাদারিপুর	০১৭১৮৩৮৪৭৪৪	madaripur@shilpakala.gov.bd
তানবীর রহমান	জেলা কালচারাল অফিসার	ভোলা	০১৭১১১৩৭৭৫৮	bhola@shilpakala.gov.bd
এস. এম. টি কামরান হাসান	জেলা কালচারাল অফিসার	নোয়াখালী	০১৭১৭০৩৯৫৫৫	noakhali@shilpakala.gov.bd
আহমেদ মঞ্জুরুল হক চৌধুরী	জেলা কালচারাল অফিসার	সুনামগঞ্জ	০১৭১৭৭০৩৪৬১	sunamganj@shilpakala.gov.bd
অনুসিনথিয়া চাকমা	জেলা কালচারাল অফিসার	রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি (অতি.)	০১৫৫৪৪৫৪২৮৭	rangamati@shilpakala.gov.bd
সৈয়দ জাকির হোসেন	জেলা কালচারাল অফিসার	ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় (অতি.)	০১৭১৭৫৩৬০৪৫	thakurgaon@shilpakala.gov.bd
কে. এম. আরিফুজ্জামান	জেলা কালচারাল অফিসার	নীলফামারী	০১৭১৩২১৪০৭৯	nilphamari@shilpakala.gov.bd
মো. শাহাদৎ হোসেন	জেলা কালচারাল অফিসার	বগুড়া ও নাটোর (অতি)	০১৭২২৬১৯০৪৩	bogura@shilpakala.gov.bd
মোছা. শাহেলা খাতুন	জেলা কালচারাল অফিসার	নরসিংদী	০১৭২৭২৬৫২১০	narsingdi@shilpakala.gov.bd
অসিত বরণ দাশ গুপ্ত	জেলা কালচারাল অফিসার	সিলেট ও হবিগঞ্জ (অতি.)	০১৭১৬৭৮২৬৯৬	sylhet@shilpakala.gov.bd
তমাল বোস	জেলা কালচারাল অফিসার	কিশোরগঞ্জ	০১৯১৩০৪৯৮৪৯	kishoreganj@shilpakala.gov.bd
জ্যোতি সিনহা	জেলা কালচারাল অফিসার	মৌলভীবাজার	০১৭১৭৬৫৩৪০৮	moulvibazar@shilpakala.gov.bd
বেগম শারমীন জাহান	জেলা কালচারাল অফিসার	গাজীপুর	০১৯১৩৭৫৪১১২	gazipur@shilpakala.gov.bd
মো. আসাদুজ্জামান সরকার	জেলা কালচারাল অফিসার	রাজশাহী ও নওগাঁ (অতি.)	০১৭১৮৪০৭৮১৪	rajshahi@shilpakala.gov.bd
মো. সুজন রহমান	জেলা কালচারাল অফিসার	কুষ্টিয়া	০১৭১৭০০৭৭৮৩	kushtia@shilpakala.gov.bd
মাহতাব হোসেন	জেলা কালচারাল অফিসার	জয়পুরহাট	০১৭১৫৫০৮৮৭৮	joypurhat@shilpakala.gov.bd
সুজিত কুমার সাহা	জেলা কালচারাল অফিসার	খুলনা ও সাতক্ষীরা (অতি.)	০১৭১৭৫৫৬১০৩	khulna@shilpakala.gov.bd
কাজী কামরুজ্জামান	জেলা কালচারাল অফিসার	পটুয়াখালী	০১৭২২১৮৩৩৮৮	patuakhali@shilpakala.gov.bd
পার্থ প্রতিম দাশ	জেলা কালচারাল অফিসার	রাজবাড়ী ও ফরিদপুর (অতি.)	০১৭২১৫৫২৩১২	rajbari@shilpakala.gov.bd
মো. আরজু পারভেজ	জেলা কালচারাল অফিসার	ময়মনসিংহ	০১৭১২৫২৪২৮৩	mymensingh@shilpakala.gov.bd
হায়দার আলী	জেলা কালচারাল অফিসার	যশোর ও নড়াইল (অতি.)	০১৯১১৫৫৬৬৬০	jashore@shilpakala.gov.bd
মোহাম্মাদ হাসানুর রশীদ	জেলা কালচারাল অফিসার	বরিশাল	০১৭১৬২৯১০৫৬	barishal@shilpakala.gov.bd
মো. মাহমুদুল হাসান	জেলা কালচারাল অফিসার	সিরাজগঞ্জ	০১৭২৪৩৫৭৭৯৩	sirajganj@shilpakala.gov.bd
ফারুকুর রহমান ফয়সাল	জেলা কালচারাল অফিসার	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০১৭১০০০১৯৬৯	chapainawabganj@shilpakala.gov.bd
আল মামুন বিন সালেহ	জেলা কালচারাল অফিসার	গোপালগঞ্জ	০১৯১৭৮৩৪৪৪১	gopalganj@shilpakala.gov.bd
সেলিনা সাঈয়েদা সুলতানা আক্তার	জেলা কালচারাল অফিসার	মানিকগঞ্জ	০১৭৩৭১১৫৫০৯	manikganj@shilpakala.gov.bd
মোখলেছা হিলালী	জেলা কালচারাল অফিসার	মুন্সিগঞ্জ	০১৭১৬৬২৬৪৪৮	munshiganj@shilpakala.gov.bd

নাম	পদবি	দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা	মোবাইল	ই-মেইল
নুঝাত তাবাসসুম রিমু	জেলা কালচারাল অফিসার	রংপুর	০১৭৭০৯২৯৫৮৫	rangpur@shilpakala.gov.bd
সৈয়দ আয়াজ মাবুদ	জেলা কালচারাল অফিসার	কুমিল্লা ও চাঁদপুর (অতি.)	০১৮১৪৭০৩৪৫৮	cumilla@shilpakala.gov.bd
জান্নাত আরা যুথি	জেলা কালচারাল অফিসার	ফেনী	০১৭২১০০৪৯৪৫	feni@shilpakala.gov.bd
আলমগীর কবির	জেলা কালচারাল অফিসার	গাইবান্ধা	০১৭২৩০৫২২৩২	gaibandha@shilpakala.gov.bd
মো. জসিম উদ্দিন	জেলা কালচারাল অফিসার	ঝিনাইদহ ও মাগুরা (অতি.)	০১৭২৭২৬৩৫৫৭	jhenaidah@shilpakala.gov.bd
আব্দুল্লাহ্-আল-মামুন	জেলা কালচারাল অফিসার	জামালপুর ও নেত্রকোণা (অতি.)	০১৯২২৫৪৪৫৪১	jamalpur@shilpakala.gov.bd
মারুফা মঞ্জরী খান	জেলা কালচারাল অফিসার	পাবনা	০১৭২৩৪৫৮৪২৪	pabna@shilpakala.gov.bd
সুদীপ্তা চক্রবর্তী	জেলা কালচারাল অফিসার	কক্সবাজার	০১৮৩৪৬৮৫৪৬২	coxsbazar@shilpakala.gov.bd
মীন আরা পারভীন	জেলা কালচারাল অফিসার	দিনাজপুর	০১৭১৪৫৬৯৯৪১	dinajpur@shilpakala.gov.bd
মো. আল মামুন	জেলা কালচারাল অফিসার	ঝালকাঠি ও বরগুনা (অতি.)	০১৯১৩৮৬৩৮০৮	jhalakathi@shilpakala.gov.bd
মো. হামিদুর রহমান	জেলা কালচারাল অফিসার	চুয়াডাঙ্গা	০১৭২১১১১৪৫৪	chuadanga@shilpakala.gov.bd
খন্দকার রেদওয়ানা ইসলাম	জেলা কালচারাল অফিসার	টাঙ্গাইল	০১৭৪৫৭১৭৮২০	tangail@shilpakala.gov.bd
রুনা লায়লা	জেলা কালচারাল অফিসার	নারায়ণগঞ্জ	০১৭২৪৪০৫৪১৭	narayanganj@shilpakala.gov.bd

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন

বর্ষার গানের অনুষ্ঠান বৃষ্টির পদাবলি

ছয় ঋতুর অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে এদেশের প্রকৃতিও তার শোভা বদলে বর্ণিলরূপে আবির্ভূত হয়। বর্ষাঋতুকে নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক সাহিত্য। বর্ষার গান নিয়ে সরকারি সংগীত কলেজ ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে 'বৃষ্টির পদাবলি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ২৯ জুলাই ২০১৮ সন্ধ্যা ৬টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'বৃষ্টির পদাবলি' শীর্ষক বর্ষার গানের অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যজন লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সম্মানিত সচিব মো. সোহরাব হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন এনডিসি ও মহাপরিচালক অধ্যাপক মো. মাহাবুবুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সরকারি সংগীত কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কৃষ্টি হেফাজ। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর শুরু হয় 'বৃষ্টির পদাবলি' শীর্ষক সংগীতানুষ্ঠান। সংগীত পরিবেশন করেন সরকারি সংগীত কলেজ ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ ও উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৩১ জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপণ উদ্‌যাপন ও উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রথম পরিবেশনা ছিল ওয়ার্দা রিহাব-এর পরিচালনায় রবীন্দ্র ও নজরুল সংগীতের একটি কোলাজ সমবেত নৃত্য, একক সংগীত পরিবেশন করেন-শিল্পী সুবীর নন্দী ও অনুপমা মুক্তি। অনুষ্ঠানে অ্যাক্রোবেটিক পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী রত্না বেগম। ওয়ার্দা রিহাব-এর পরিচালনায় সমবেত ধামাইল নৃত্যের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮ আয়োজন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ১-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে '১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮'। এ উপলক্ষে একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে ১৫ জুলাই ২০১৮ সেমিনার উপকমিটি, ১৬ জুলাই ২০১৮ বেলা ১২টায় সব উপকমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবদের নিয়ে জাতীয় চিত্রশালার সেমিনার কক্ষে বিশেষ সভা, ১৫ জুলাই ২০১৮ বেলা ১২টায় ডিসপ্লে উপকমিটির ১ম সভা, ২৪ জুলাই ২০১৮ ১২টায় জাতীয় চিত্রশালার সেমিনার কক্ষে ডিসপ্লে উপকমিটির ২য় সভা, ১৯ জুলাই ২০১৮ অভ্যর্থনা, আবাসন ও লিয়াজোঁ উপকমিটির ও ২৬ জুলাই ২০১৮ জাতীয় চিত্রশালার সেমিনার কক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২১তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী ২০১৮

শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়।'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি' বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতি বিকাশের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। চারুকলা বিভাগ একাডেমির জন্মলগ্ন থেকেই চারুকলা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী, জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনীসহ নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সমকালীন নবীনশিল্পী চারুকলা চর্চা তেতাল্লিশ বছরেরও অধিক সময় অতিক্রম করেছে। ১৯৭৫ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে নবীনশিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪-২৮ জুলাই ২০১৮ '২১তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ জুলাই ২০১৮ তারিখ শনিবার বিকাল ৪টায় জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি উপস্থিতি থেকে ২১তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী ২০১৮-এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ এবং বরেণ্য চিত্রশিল্পী চন্দ্র শেখর দে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

প্রদর্শনীতে নবীন ৭৮৭ জন শিল্পীর ১৯৭৬টি শিল্পকর্ম জমা পড়ে। এর মধ্যে থেকে শিল্পকর্ম নির্বাচক মণ্ডলী ৩৮০ জন শিল্পীর ৪১২টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত করেন। চিত্রকলা, ছাপচিত্র, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, কারুশিল্প, স্থাপনা, পারফরম্যান্স আর্ট এবং নিউ মিডিয়াসহ চারুশিল্পের প্রায় সব মাধ্যমের শিল্পকর্ম বিদ্যমান ছিল। শিল্পকর্ম নির্বাচক কমিটির সম্মানিত সদস্যরা হলেন- শিল্পী আব্দুল মান্নান, শিল্পী তরুণ ঘোষ, শিল্পী বিমানেশ চন্দ্র বিশ্বাস ও শিল্পী আনিসুজ্জামান। এছাড়া পুরস্কার মনোনয়নের জন্য বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলীর সদস্যরা হলেন- শিল্পী কে এম এ কাইয়ুম, শিল্পী চন্দ্র শেখর দে এবং শিল্পী সাইদুল হক জুঁইস। প্রদর্শনী জাতীয় চিত্রশালার গ্যালারি-১, ২, ৩, ৪ ও ভাস্কর্য গ্যালারিতে প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এবং শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

নবীন শিল্পী চারুকলা পুরস্কার ২০১৮, চিত্রকলায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, ভাস্কর্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, ছাপচিত্রে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবং ৪টি সম্মানসহ ৫টি ক্যাটাগরিতে মোট ৮জন শিল্পীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীরা হলেন : 'নবীন শিল্পী চারুকলা পুরস্কার-২০১৮' অর্জন করেছেন শিল্পী সাগর চক্রবর্ত্তী। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীকে এক লক্ষ টাকা সম্মানীসহ ১টি স্বর্ণপদক ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। ৩টি মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জনকারীরা হলেন- চিত্রকলায় শিল্পী প্রদীপ সাহা, ভাস্কর্যে শিল্পী এস. এম শাহ্ আনিসুজ্জামান ফারুকী, ছাপচিত্রে শিল্পী স্বপন কুমার সানা। তাদের প্রত্যেককে পঁচাত্তর হাজার টাকাসহ ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। ৪টি 'সম্মানসূচক পুরস্কার' প্রাপ্তরা হলেন- শিল্পী সুস্মিতা মুখার্জী, শিল্পী ফয়সাল আবির, শিল্পী মাহমুদা সিদ্দিকা ও শিল্পী অসীম কুমার রায়। তাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার টাকাসহ ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে ১ম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং বরেণ্য শিল্পী কামরুল হাসান। উক্ত প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন শিল্পী চন্দ্র শেখর দে। গুণী এ শিল্পী এবছর 'শিল্পকলা পদক ২০১৭' লাভ করেছেন। ১৯৭৬ সালে ২য় নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন শিল্পী শহিদ কবির। তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একজন চিত্রশিল্পী। নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীতে যেসব শিল্পী স্বীকৃত ও পুরস্কৃত হয়েছেন, তারাই আজ দেশ-বিদেশে আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনীতে একদিকে পুরস্কৃত হচ্ছেন অপরদিকে দেশের জন্য বয়ে আনছেন সম্মান।

'২১তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী ২০১৮'-এর সমাপনী উপলক্ষে ২৮ জুলাই ২০১৮ বিকাল ৫টায় মুক্ত আলোচনা ও প্রীতি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য চিত্রশিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী ও বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদের সভাপতি বরেণ্য চিত্রশিল্পী জামাল উদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক শিল্পী আশরাফুল আলম পপলু এবং '২১তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী ২০১৮'-এর একটি তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন শিল্পী মোস্তফা জামান মিঠু।

নেপালে দক্ষিণ এশীয় আর্টক্যাম্পে বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণ

নেপাল একাডেমি অব ফাইন আর্টসের উদ্যোগে প্রথম দক্ষিণ এশীয় আন্তর্জাতিক চারুকলা কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ১০-১৬ জুলাই নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু এবং পোখরায় এ আর্টক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভুটানসহ বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান শিল্পীরা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ৬ সদস্যের বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল ক্যাম্পে অংশ নিয়েছেন। অংশগ্রহণকারী শিল্পরা হলেন– শিল্পী আতিয়া ইসলাম এনি, শিল্পী মোহাম্মদ ইকবাল, শিল্পী দুলাল চন্দ্র গাইন, শিল্পী শাহজাহান আহমেদ বিকাশ, শিল্পী বিশ্বজিৎ গোস্বামী এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক

শিল্পী আশরাফুল আলম পপলু। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং নেপাল একাডেমি অব ফাইন আর্টসের মধ্যে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির আওতায় নেপালের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালার মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় শিল্পীরা সম্মিলিতভাবে শিল্পকর্ম সৃষ্টির সুযোগ পাবেন। ভবিষ্যতে পরস্পর শিল্পচিন্তা ও মতাদর্শ বিনিময় এবং প্রদর্শনীর সুযোগ সৃষ্টি হবে।

অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ

প্রথমবারের মতো দর্শনীর বিনিময়ে অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী

প্রথমবারের মতো দর্শনীর বিনিময়ে অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ১৪ জুলাই চীন থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনা জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটায়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও চীন সরকারের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় দশ জন অ্যাক্রোবেটিক শিল্পী ইতোমধ্যে এক বছরের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। দেশে ফিরে দলটি অনেকটি নিয়মিত প্রদর্শনীর আয়োজনও করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমির একটি বড়দের দল এবং একটি ছোটদের দল সারাদেশে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আয়োজনে প্রায় তিন শতাধিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, আরো ১০ জন শিল্পী এক বছরের প্রশিক্ষণে চীনে অবস্থান করছে। দর্শক চাহিদার কথা বিবেচনা করে এবং অ্যাক্রোবেটিক শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে এবারই প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

সিনিয়র অ্যাক্রোবেটিক শিল্পীদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন

২০ জুন থেকে ০৫ জুলাই পনের দিনব্যাপী 'সিনিয়র অ্যাক্রোবেটিক শিল্পীদের' নিয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, রাজবাড়ীতে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে মহাকবি কায়কোবাদ স্মরণে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী ৩০ জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

মহাকবি কায়কোবাদ স্মরণে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করে মহাকবি কায়কোবাদ স্মরণে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ৩০ জুলাই সন্ধ্যা ৬.৩০টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান এবং মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ফাতেমা কাওসার। আলোচনা শেষে পরিবেশিত হয় বিশেষ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পারফরম্যান্স আর্ট পরিবেশনার মাধ্যমে শিল্পের শহর ঢাকা কর্মসূচির সূচনা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের উদ্যোগে ঢাকা হবে শিল্পের শহর, ঢাকা হবে বিশ্বের অন্যতম নান্দনিক নগরী-এ প্রত্যয় নিয়ে ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮ উপলক্ষে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচারের নিমিত্ত ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২৬-২৮ জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত আয়োজন করা হয়েছে পারফরম্যান্স আর্ট পরিবেশনা। উপমহাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে দীর্ঘকালব্যাপী ঢাকা শহরের গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। সম্প্রতি এ শহর গৌরবময় ৪০০ বছর অতিক্রম করেছে। কালের ধারাবাহিকতায় আজ এ শহরের পরিচিতি 'মেগাসিটি' হলেও নাগরিক নানা সমস্যা ও সংকটে মানুষ ঢাকা শহরের ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দূষণ ও যানজটের চাপে এখানে মানবিক আবেগগুলো অনেকখানিই উপেক্ষিত। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় শহরবাসীকে নির্মল ও রুচিশীল বিনোদন উপহার দিয়ে মানুষের মাঝে শিল্পের বোধ ছড়িয়ে দিতে 'শিল্পের শহর ঢাকা' কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ঢাকা শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে বছরব্যাপী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ঢাকা শহর সম্পর্কে সমাজে যেসব নেতিবাচক অভিব্যক্তি রয়েছে সেসব দূরীভূত করে ঢাকাকে শিল্পচর্চার নান্দনিক নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের অভিলক্ষ্য। প্রাথমিক কার্যক্রম হিসেবে শিল্পী মাহবুবুর রহমান-এর পরিচালনায় তিন দিনব্যাপী ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ১৫জন শিল্পীর পারফরম্যান্স আর্ট পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ২৬ জুলাই ২০১৮ সকাল ১১টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'শিল্পের শহর ঢাকা' কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী; অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন একাডেমির কালচারাল অফিসার আবু ছালেহ মো. আবদুল্লাহ। পারফরম্যান্স আর্ট পরিবেশনায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন- সুমনা আক্তার, সুজন মাহাবুব, আবু নাসের রুবী, শুভ সাহা, ইমরান সোহেল, সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, অসীম হালদার সাগর, জাহিদ হাসান, ফারাহ নাজ মুন, জুয়েল এ রব, জয়দেব রোয়াজা, অর্পিতা সিংহ লোপা, সৈয়দ মুহাম্মদ জাকির, মোছা. ফারহানা আক্তার ও সরকার নাসরিন টুনটুন।

বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকায় বাউল সংগীত

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির 'শিল্পের শহর ঢাকা' কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৩১ জুলাই আয়োজন করা হয়েছে বাউল সংগীত অনুষ্ঠান। একশত বাউল শিল্পী বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকায়, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল ও যত্রীবাহী লঞ্চে সংগীত পরিবেশন করে।

গত ২৬ জুলাই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'শিল্পের শহর ঢাকা' কার্যক্রমের শুভ সূচনা করা হয়। 'শিল্পের শহর ঢাকা'-এর অনুপ্রেরণায় রয়েছে ঢাকা শহর এবং এর ৪০০ বছরের ইতিহাস। আজ এ শহরের পরিচিতি 'মেগাসিটি' হলেও নাগরিক নানা সংকটে এ শহরের ঐতিহ্য মানুষ ভুলতে বসেছে। যানজটের চাপে এখানে মানবিক আবেগগুলো অনেকখানিই উপেক্ষিত। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় শহরবাসীকে তার পুরোনো ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এবং মানুষের মাঝে শিল্পের বোধ ছড়িয়ে দিতেই বছরজুড়ে 'শিল্পের শহর ঢাকা' কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গত ২৬-২৮ জুলাই এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৫ জন শিল্পীর পারফরম্যান্স আর্ট।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পুতুলনাট্য বিষয়ক কার্যক্রম

বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধারা হিসেবে লোকায়ত কাহিনী, রূপকথা বা গীতিকা পরিবেশনা আজও বাংলার লোক-সমাজে প্রচলিত রয়েছে। লোকশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বর্তমান বিশ্বে আধুনিক শিল্পচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পুতুলনাট্য একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট কোনো তথ্য দ্রুত প্রচার, জনসচেতনতা তৈরি, গণশিক্ষা প্রসার, পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে প্রচারণা প্রভৃতি কাজেও পুতুলনাট্যের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বিগত কয়েক দশক ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংস্কৃতির এ মাধ্যমটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাট্যকে সংস্কৃতির মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে এবং বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুতুলনাট্য ও এ শিল্পের শিল্পীদের মূল্যায়ন কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে চারজন পুতুলনাট্য শিল্পীকে অনুদান দিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় ইতোমধ্যে পুতুলনাট্যের চারটি প্রযোজনা নির্মিত হয়েছে যা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্মিত চারটি প্রযোজনার জন্য চারজন পুতুলনাট্য শিল্পীকে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। গত ১১ জুলাই মহাপরিচালক নিজ কার্যালয়ে শিল্পীদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন। এসময় নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক বদরুল আনাম ভূঁইয়াসহ একাডেমির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুদানপ্রাপ্ত শিল্পীরা হলেন দিনাজপুর বোচাগঞ্জের সমন্বয় পুতুলনাচ দলের স্বত্বাধিকারী মণি দত্ত অধিকারী, সাতক্ষীরা ঝাউডাঙ্গার নিউ নিজাম পুতুলনাচ দলের মোছা. জরিনা বেগম, কুষ্টিয়া মিরপুরের মনহারা পুতুলনাচ দলের মো. আব্দুল কুদ্দুস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মধ্যপাড়ার বাণী বীণা পুতুলনাচ দলের খেলু মিয়া। অনুদানের অর্থ দিয়ে নতুন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ও পুতুলনাট্যের মান উন্নয়নে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন শিল্পীরা। পুতুলনাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন, কর্মশালা পরিচালনা, মুক্ত আলোচনা এবং আন্তর্জাতিক পুতুলনাট্য উৎসবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পুতুল নাট্যদলের নিয়মিত অংশগ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুতুলনাট্য ও এ শিল্পের শিল্পীদের মূল্যায়ন কর্মকাণ্ডেরই অংশ। এছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নিয়মিতভাবে বিশ্ব পুতুলনাট্য দিবস উদযাপন করে আসছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের উপর আরো চারটি নতুন প্রযোজনা নির্মাণের জন্য চারজন লেখকের মাধ্যমে পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। তারা হলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আল জাবীর ও সহকারী অধ্যাপক তোকদার বাঁধন, নাট্যকার তানভীর আহমেদ সিডনী, পুতুলনাট্য শিল্পী ও উপস্থাপক তামান্না তিথি।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের 'সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান'

শিল্পীদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের শিল্পীদের অংশগ্রহণে ৯ জুলাই ২০১৮ সন্ধ্যা ৬.৩০টায় একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছে 'সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান'। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় প্রযোজনা বিভাগের শিল্পীদের অংশগ্রহণে ও পরিবেশনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এবং প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক ড. কাজী আসাদুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' বর্ষার গানে সমবেত সংগীত ও নৃত্যের পরে দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'মোর ঘুমঘোরে এল মনোহর' গানের কথায় শিল্পী আবিদা রহমান সেতু ও হিমাদ্রী রায়, 'সোনার বাদ্ধাইলা নাও' গানের কথায় সমবেত নৃত্য, 'আমার মত এত সুখী নয়তো কারো জীবন' গানের কথায় একক সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী সোহানুর রহমান, সিরাজুল ইসলামের কথা ও সুরে 'হলুদিয়া পাখী সোনার বরণ' গানের কথায় সমবেত সংগীত, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'কারার ঐ লোহ কপাট ও বল বীর' কবিতায় বিদ্রোহ ভিত্তিক সমবেত নৃত্য, উকিল মুন্সির কথা ও সুরে 'আষাঢ় মাইসা ভাসা পানিরে' একক সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী রোকসানা আক্তার রূপসা, পল্লীগীতি 'নাও ছাড়িয়া দে' গানের কথায় সমবেত সঙ্গীত, 'তিন পাগলের হল মেলা' লালন গীতি পরিবেশন করে শিল্পী হিরক সরদার, ধন ধান্য পুষ্প ভরা গানের কথায় লোকসংস্কৃতি ভিত্তিক সমবেত নৃত্য, দ্বৈত সংগীত 'খাঁ খাঁ খাঁ বক্ষিলারে খা' গানের কথায় শিল্পী সুচিত্রা রাণী সূত্রধর ও রাফি তালুকদার, 'সে দিন আর কত দূরে' গানের কথায় সমবেত সংগীত এবং সবশেষে 'বুকের ভিতর স্বপ্ন নিয়ে একটাই আছে দেশ' গানের কথায় সমবেত নৃত্যসহ পুরো অনুষ্ঠান পরিবেশনায় ছিল একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মোনালিন আজাদ এবং উপস্থাপনায় ছিলেন তামান্না তিথি। অনুষ্ঠানে যন্ত্রে সহযোগিতা করেছেন শিল্পী মনিরুজ্জমান, চন্দন দত্ত, সৈয়দ মেহের হোসেন, এ এফ এম একরাম হোসেন, নির্মল কুমার, সাবা জান্নাত, নারায়ণ দত্ত লিটন, তুষার ও গোলন্দাজ।

যৌথ আয়োজন

চলচ্চিত্র নির্মাণযাত্রা

চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য, অভিনয়, পরিচালনা, সিনেমাটোগ্রাফি এবং চলচ্চিত্র বিপণন বিষয়ক দুই দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী এবং তরুণ সিনেমাটোগ্রাফারদের জন্য 'চলচ্চিত্র নির্মাণযাত্রা' শিরোনামে একটি বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করেছে ম্যুভিয়ানা ফিল্ম সোসাইটি এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

কর্মশালা 'চলচ্চিত্র নির্মাণযাত্রা' পরিচালনা করেন ভারতীয় বাঙালি চলচ্চিত্রকার ও অভিনয়শিল্পী অনিন্দ্য ব্যানার্জী। চলচ্চিত্রকার ও অভিনয়শিল্পী অনিন্দ্য ব্যানার্জী নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন যাবত কলকাতার মঞ্চে এবং চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি ভারতের প্রায় ৫০টিরও অধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন।

কর্মশালায় আরও পাঠদান করেন ভারতীয় বাঙালি সিনেমাটোগ্রাফার এবং পশ্চিম বাংলার কলকাতায় অবস্থিত সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের সহকারী শিক্ষক মধুরা পালিত এবং চলচ্চিত্র বিপণন বিশেষজ্ঞ দেবযানী চট্টোপাধ্যায়। কর্মশালাটি সমন্বয় করেছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক বেলায়াত হোসেন মামুন।

২৭ ও ২৮ জুলাই ২০১৮ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা সেমিনার কক্ষে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলে পাঠদান। কর্মশালা শেষে সবাইকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

৭০তম জন্মজয়ন্তীতে অভিনয় শিল্পী ডলি আনোয়ারকে স্মরণ

প্রতিভাবান অভিনয় শিল্পী ডলি আনোয়ারের ৭০তম জন্মজয়ন্তী ছিল ১ জুলাই ২০১৮। ডলি আনোয়ারের ৭০তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে স্মরণ এবং তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং ম্যুভিয়ানা ফিল্ম সোসাইটি। আয়োজনটি ১ জুলাই ২০১৮ সন্ধ্যা ৬টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডলি আনোয়ারের জন্মজয়ন্তী স্মরণ আয়োজনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অগ্রজ চলচ্চিত্রকার মসিহউদ্দিন শাকের, অগ্রজ চলচ্চিত্র সংসদ ব্যক্তিত্ব হাশেম সূফী, প্রয়াত চলচ্চিত্রকার শেখ নিয়ামত আলীর সহধর্মিণী রাশিদা নিয়ামত, অগ্রজ শিল্পসমালোচক মইনুদ্দীন খালেদ এবং ম্যুভিয়ানা ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি বেলায়াত হোসেন মামুন। আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক নাট্যজন লিয়াকত আলী লাকী। ডলি আনোয়ারের জীবনস্মৃতি এবং কর্মের মূল্যায়নমূলক আলোচনার পর ডলি আনোয়ার অভিনীত চলচ্চিত্রকার শেখ নিয়ামত আলী নির্মিত চলচ্চিত্র 'দহন' প্রদর্শিত হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম টেলিভিশন ড্রামা 'একতলা দোতলা'য় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ডলি আনোয়ার-এর অভিনয়ের যাত্রা শুরু। ঢাকার মঞ্চ নাটকের সাথে যুক্ত হয়েছেন যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বছর। তিনি সাংবাদিকতার সাথেও যুক্ত ছিলেন। বিগত শতাব্দীর আশির দশকে তিনি 'সাতদিন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। চলচ্চিত্রে তাঁর যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। চলচ্চিত্র 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'তে তিনি জয়গুন নামে একজন সংগ্রামী নারীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। মসিহউদ্দিন শাকের এবং শেখ নিয়ামত আলী নির্মিত 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে ডলি আনোয়ার ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নারী অভিনয় শিল্পীর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। মাত্র ৪৩ বছর বয়সে ৩ জুলাই ১৯৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত নারীনেত্রী ও লেখক ড. নীলিমা ইব্রাহিম এবং প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিমের কন্যা। ডলি আনোয়ার বাংলাদেশের কিংবদন্তী আলোকচিত্রশিল্পী এবং প্রখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী ছিলেন।

বাংলাদেশ–ভারত বাউলসংগীত উৎসব

লালন বিশ্বসংঘ ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে এবং ভারত-বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ-ভারত বাউলসংগীত উৎসব'। ২৬–২৮ জুলাই ২০১৮ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে দুই বাংলার শতাধিক বাউল-শিল্পীর অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ জুলাই বিকেল ৫ টায় উৎসবের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষ বর্ধন শ্রীংলা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ।

২৭ জুলাই শুক্রবার বিকেল ৪টায় 'সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় বাউলদর্শনের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাউল গবেষক আবদেল মাননান। ২৮ জুলাই বিকেল ৫ টায় উৎসবের সমাপনী দিনে 'দুই বাংলার বাউল সম্মাননা' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সিমিন হোসন রিমি এমপি। উৎসবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাউলসংগীত পরিবেশন করেন দুই বাংলার বিশিষ্ট বাউল-শিল্পীবৃন্দ।

'চলচ্চিত্র কথামালা' শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন

২৭ ও ২৮ জুলাই দুই দিনব্যাপী ম্যুভিয়ানা ফিল্ম সোসাইটি এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ আয়োজনে 'চলচ্চিত্র কথামালা' শীর্ষক একটি কর্মশালা ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল কালচারাল কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

'এক মিনিটের জুনিয়র ভিডিও' কর্মশালা আয়োজন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও শর্ট ফিল্ম ফোরাম এবং ইউনিসেফের যৌথ আয়োজনে ২৭ থেকে ৩০ জুলাই চার দিনব্যাপী 'এক মিনিটের জুনিয়র ভিডিও' কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে কর্মশালায় জেলা কালচারাল অফিসাররা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

'১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০১৮' জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ১-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮ উপলক্ষে ১৪ আগস্ট ২০১৮ বিকাল ৩টায় জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এম.পি-এর সভাপতিত্বে জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'৭ই মার্চের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আর্টিস্ট ক্যাম্পের চিত্রপ্রদর্শনী

'৭ই মার্চের ভাষণ : বাঙালির স্বাধীনতার মাইলফলক' ও 'বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ' শীর্ষক আর্টিস্ট ক্যাম্পের চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে '৭ই মার্চের ভাষণ: বাঙালির স্বাধীনতার মাইলফলক' ও 'বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ' শীর্ষক ২টি আর্টিস্ট ক্যাম্পের চিত্রকর্ম নিয়ে প্রদর্শনী

অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে গত ০৯ আগস্ট ২০১৮ সকাল ১০টা থেকে একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয় 'বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ' শীর্ষক আর্টিস্ট ক্যাম্প। ক্যাম্পের শিল্পকর্ম নিয়ে ১২-১৭ আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের চিত্রশালার গ্যালারি-৩ এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ১২ আগস্ট বিকেল ৪.৩০ টায় চিত্রশালা মিলনায়তনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদের সভাপতি শিল্পী জামাল উদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক শিল্পী আশরাফুল আলম পপলু।

তিন দিনব্যাপী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আর্টক্যাম্প আয়োজন

বাংলাদেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির এক অনুপম লীলাভূমি। আমাদের রয়েছে হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আচার অনুশীলন, জীবন চিত্র ও বিভিন্ন সুকুমার বৃত্তি আমাদের সংস্কৃতির তাৎপর্যপূর্ণ অংশ। বাংলাদেশে প্রায় ৫০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। সেসব জাতিগোষ্ঠীর অধিকাংশেরই নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। পরিচর্যা ও সংরক্ষণের অভাবে তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গগুলো আজ যথাযথভাবে বিকশিত হচ্ছে না। সেগুলো সংগ্রহপূর্বক চিত্রশিল্পে উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২১ থেকে ২৩ জুলাই ২০১৮ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে ৫০জন শিল্পী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অঞ্চল পরিদর্শন করেছে। তারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার তথ্য-উপাত্ত, স্থিরচিত্র এবং ক্ষেত্রবিশেষ স্কেচ তৈরি করেছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে বিভিন্ন ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী জাতিসত্তার অঞ্চল পরিদর্শন ও কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২-৪ আগস্ট একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী আর্টক্যাম্প ২০১৮ আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে ৫০টি জাতিসত্তার ৫০জন শিল্পীর তুলিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক জীবনের উপরে ১৫০টি চিত্রকর্ম আঁকা হয়েছে। চূড়া পর্যায়ে সেসব চিত্রকর্ম নিয়ে একটি ক্যাটালগসহ চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে আগামী অক্টোবর মাসে। ০৪ আগস্ট ২০১৮ শনিবার বিকেলে একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় তিনদিনব্যাপী আর্টক্যাম্পের সমাপনী দিনে আর্টক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী এবং তিনদিনব্যাপী আর্টক্যাম্পের প্রধান সমন্বয়কারী শিল্পী কনক চাঁপা চাকমা। 'চিত্রকলায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক জীবনচিত্র' ৫০টি জাতিসত্তার ৫০ জন শিল্পীর তুলিতে ১৫০টি শিল্পকর্ম নির্মাণে আর্ট ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন জিংমুন লিয়ান বম-মারমা, চালাং রিছিল-খুমি, মংছাইনু মারমা-চাক, রূপশ্রী হাজং-পাংখোয়া, নন্দরাজ চাকমা-ত্রিপুরা,খাইদেম সিথি সিনহা-লুসাই, বর্না চাকমা-গুর্খা, এষা চাকমা- ম্রো, নমস্তা রেমা-রাখাইন, নান্টু চাকমা-খিয়াং, পরাগ চাকমা-হো, সুদীপ চাকমা-চাকমা, জুলিয়ান বম-বম, সৌমিক দেওয়ান-রাজোয়ার, পিংকু ত্রিপুরা-মাহালী, মংপু মারমা-লোহার-২,কড়া-১, অংথোয়াই মারমা-ভিল, মংক্য সিং মারমা-ভূমিজ, সৌল হাঁচ্চা-ভূইমালী, জুনান চাকমা-বেদিয়া, নুমং সিং মারমা-তুরি, জেনি মং চৌধুরী-বর্মণ, দিব্য আলো চাকমা-কোল, নয়ন ত্রিপুরা-মালো, বেনিজির সিধু দ্রং-গারো, প্রণব খীসা সজীব-মসহর, নিশান সিংহ-কড়া-২, লোহার-১, অরুণ কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা-তঞ্চঙ্গ, বিমলা চাকমা-কোচ, মুন্না বম-হুদি, তনিমা চাকমা-ওড়াও, নিশা চাকমা-বানাই, পেনিক চাকমা-হাজং, ভানরাম থ্লির বম-ডালু, মিংকু চাকমা-মালপাহাড়ী, এভলী চাকমা- তেলী, আতিয়া মাইবম-সাঁওতাল, লুম্বিণী দেওয়ান-মাহাতো, তিতাস চাকমা-নাগদী, নয়ন আলো চাকমা-মনিপুরী, সুফল চাকমা-মুন্ডা, অংহ্লা সিং মারমা-খাসিয়া, অমিত কোচ-খাড়ওয়ার, লোটাস চাকমা-পাত্র, নিকন চাকমা-বাড়াইক, চামং উই মারমা-গঞ্জু, জয়সেন মারমা-কন্দ, উদয় শংকর চাকমা-শবর, জ্ঞান জ্যোতি চাকমা-খাড়িয়া, জয়তু চাকমা-গড়াইত।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৭ তম মহাপ্রয়াণ দিবস পালন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৭তম মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৬ আগস্ট ২০১৮ সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দিবসটি উদযাপন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। আলোচনাপর্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. বেগম আকতার কামাল। সভাপতিত্ব করেন একাডেমির মহাপরিচালক ও বিশিষ্ট সংস্কৃতিজন লিয়াকত আলী লাকী। সাংস্কৃতিক পর্বে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যশিল্পীবৃন্দ। নৃত্য পরিচালক শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওয়ার্দা রিহাবের নৃত্য পরিচালনায় সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়। একক সংগীত পরিবেশন করেন ফাহিম হোসেন চৌধুরী, সুস্মিতা আহমেদ বর্ণা, ইফফাত আরা দেওয়ান, বুলবুল ইসলাম, কমলিকা চক্রবর্তী ও সেমন্তি মঞ্জরী। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সৈয়দ হাসান ইমাম।

‘শিশুর তানে বাউলের গানে বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক সংগীতানুষ্ঠান

৯ আগস্ট ২০১৮ সন্ধ্যা ৬.৩০টায় একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করে ‘শিশুর তানে বাউলের গানে বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক সংগীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে শিশুদের পরিবেশনায় ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’ গানের কথায় ধানমন্ডি সরকারি কামরুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী হৃদি, ‘১৫ তারিখ আগস্ট মাসে’ গানের কথায় গোড়ান আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সিয়াম সরকার, ‘আমি ধন্য হয়েছি আমি পুণ্য হয়েছি’ গানের কথায় সেজুতি ‘শেখ মুজিব শেখ মুজিব চির মহান’ গানের কথায় উমি। এছাড়াও আলমিনা আক্তার নিতু এবং মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল ও কলেজের ছাত্রী সুমনা একক সংগীত পরিবেশন করে।

সংগীতানুষ্ঠানে বাউলগান পরিবেশনায় একক সংগীত পরিবেশন করেন ‘বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায়...’ গানের কথায় শিল্পী সোমা ব্যাপারী, ‘কোথায় রইলা বঙ্গবন্ধুরে...’ গানের কথায় শিল্পী সিদ্দিকুর রহমান, ‘মুজিব বাইয়া যাও...’ গানের কথায় শিল্পী দিতি সরকার, ‘একটু থেমে যাও ও মধুমতি নাও...’ গানের কথায় শিল্পী গোলাম মোস্তফা, ‘সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি...’ গানের কথায় বিপাশা পারভীন, ‘আমার পিতার বুকে কে মাইরাছে গুলি...’ গানের কথায় শিল্পী ফারুক নূরী, ‘শেখ রাসেলকে নিয়ে তোমরা গাইলে না কেউ গান...’ শিল্পী আবির বাউল, ‘আমি স্বপ্নে দেখেছি সেদিন বঙ্গবন্ধুকে...’ শিল্পী লাভলী শেখ, ‘বঙ্গবন্ধুর লাগিয়া কাঁদি আজো নিশি জাগিয়া...’ শিল্পী সমীর বাউল, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু...’ শিল্পী বৃষ্টি, ‘বঙ্গবন্ধুর লাইগা কাঁদে আমার প্রাণ...’ শিল্পী শরীফ সাধু, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু...’ শিল্পী মানিক দেওয়ান, দলীয় সংগীত ‘জয় বাংলা জয় বাংলা বইলারে...’ গানের কথায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বাউল দল এবং সবশেষে আয়নাল বাউল এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বাউল দল পরিবেশন করে জারিগান।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ পালন উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৮ সকাল ৬টায় ধানমন্ডি-৩২ এর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৫ আগস্ট ২০১৮ সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা পর্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আতিউর রহমান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও সংস্কৃতিজন লিয়াকত আলী লাকী। সাংস্কৃতিক পর্বে সমবেত সংগীত পরিবেশন করে ঢাকা সাংস্কৃতিক দল ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম। একক সংগীত পরিবেশন করেন মলয় কুমার গাঙ্গুলী, অনুপমা মুক্তি, আবু বকর সিদ্দিক, ইয়াসমিন আলী, আশরাফ উদাস ও রীনা আমিন। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিচালক ওয়ার্দা রিহাব-এর পরিচালনায় লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনা, সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনায় নৃত্যনাট্য 'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা' পরিবেশিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৬ ও ১৭ আগস্ট ২০১৮ সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ১৬ আগস্ট ২০১৮ আবৃত্তি করেন লায়লা আফরোজ, রফিকুল ইসলাম, ইকবাল খোরশেদ, মো. আহকাম উল্লাহ ও রেজীনা ওয়ালী। ১৭ আগস্ট ২০১৮ আবৃত্তি করেন- ডালিয়া আহমেদ, রফিকুল ইসলাম, শাহাদাৎ হোসেন নিপু, নায়লা তারান্নুম কাকলি, মাহিদুল ইসলাম মাহি, শিমুল ইউসুফ, লায়লা আফরোজ, ঝর্না সরকার ও ফয়জুল্লাহ সাইদ।

এছাড়াও ১৪ ও ১৫ আগস্ট ২০১৮ ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল কালচারাল আর্কাইভ রুমে বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

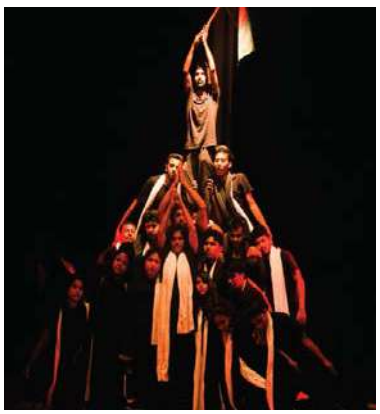

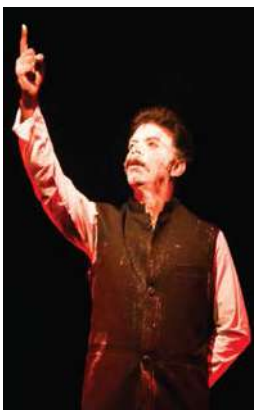

জাতীয় শোক দিবসে বিভিন্ন জেলার আয়োজন

মাগুরা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মাগুরা জেলা শিল্পকলা একাডেমি ১৫ আগস্ট সকাল ১০টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সকাল ১১টায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আছাদুজ্জামান মিলনায়তনে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংরক্ষিত মহিলা আসন-১০ এর সংসদ সদস্য কামরুন্নাহার জলি, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাগুরা জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ কুণ্ডু, মাগুরা জেলার পুলিশ সুপার খান মোহাম্মদ রেজোয়ান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মো. আতিকুর রহমান।

ঝিনাইদহ

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহ জেলা শিল্পকলা একাডেমি সকাল ৮.৩০টায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে এবং ৮.৪৫ মিনিটে চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল প্রেরণা'৭১-এ পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

হবিগঞ্জ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৮ সকাল ৮টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৮ সকাল ৯টায় হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসন আয়োজিত নিমতলা কালেক্টরেট প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও মৌন মিছিল বের করা হয়। র‍্যালিতে জেলা প্রশাসক মাহমুদুল কবীর মুরাদ-এর উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসনসহ জেলা শহরের বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমি অংশগ্রহণ করে। র‍্যালিটি শহর প্রদক্ষিণ করে পুনরায় নিমতলা কালেক্টরেট প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্তি টানা হয়।

যশোর

১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ আগস্ট সোমবার যশোর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিকাল ৪.৩০টায় এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ আগস্ট চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে র‍্যালি শেষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়।

সিলেট

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ উপলক্ষে সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমি ৩ দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালনের লক্ষ্যে ১৩ আগস্ট বিকাল ৪টায় শিল্পকলা একাডেমিতে বিভিন্ন বয়সী শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ উপস্থাপন এবং কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৪ আগস্ট ২০১৮ বিকাল ৫টায় শিল্পকলা একাডেমিতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্তের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মাহবুবুল আলম, সিলটিভির প্রধান সম্পাদক আল আজাদ ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সিলেটের সাধারণ সম্পাদক গৌতম চক্রবর্ত্তী। আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী শেষে সন্ধ্যা ৬:৩০টায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত 'আমাদের বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৫ আগস্ট সকাল ১০টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং সকাল ১০:১৫ মিনিটে সিলেট জেলা প্রশাসন আয়োজিত শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা হয়।

রাজবাড়ী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৮ উপলক্ষে ১৫ আগস্ট বুধবার সকাল ৯ টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে সকাল ১০টায় রাজবাড়ী জেলা শিল্পকলা একাডেমি র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কাজী কেরামত আলী এমপি। সম্মানিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩৮ এর সংসদ সদস্য এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কামরুন নাহার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজবাড়ী জেলার পুলিশ সুপার আসমা সিদ্দিকা মিলি বিপিএম। রাজবাড়ী জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফকির আব্দুল জব্বার। রাজবাড়ী পৌরসভার মেয়র মহম্মদ আলী চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মো. শওকত আলী। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুর উপর গান পরিবেশন করা হয়।

ফরিদপুর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন ফরিদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সম্মানিত সদস্য, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ। ১৫ আগস্ট ২০১৮ সকাল ৮ টায় শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ ময়দানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সন্ধ্যায় কবি জসীম উদ্‌দীন হলে আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শোকগাঁথা গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন ফরিদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

গোপালগঞ্জ

জেলা শিল্পকলা একাডেমি গোপালগঞ্জের আয়োজনে ও পিপল্‌স থিয়েটার এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। ৪ দিনব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক গ্রন্থনা, পরিকল্পনা, সুর সংযোজনা ও নির্দেশনায় 'মুজিব মানে মুক্তি' নাটক বীণাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, স্বর্ণকলি উচ্চ বিদ্যালয়, শেখ হাসিনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। নাট্য প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিল্পকলা একাডেমি কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ।

কিশোরগঞ্জ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ১৫ আগস্ট ২০১৮ দর্শক মঞ্চে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ ও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

শেরপুর

শেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ১৫ আগস্ট ২০১৮ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। দর্শক মঞ্চে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে বগুড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি। এ উপলক্ষে জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ১৫ আগস্ট ২০১৮ বুধবার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৫টায় আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কালচারাল অফিসার মো. শাহাদৎ হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবদুল মালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাগেবুল হাসান রিপু, বগুড়া জেলা আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সুলতান মাহমুদ খাঁন রনি, বগুড়া পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কবিরাজ তরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী, কণ্ঠসাধন আবৃত্তি সংসদের সদস্য সচিব রাকিবুল হাসান জুয়েল। জেলা শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগের প্রশিক্ষকবৃন্দ, অফিসের কর্মচারীবৃন্দ, প্রশিক্ষণার্থী, অভিভাবক মণ্ডলীসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকসহ সর্বস্তরের মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ পালন উপলক্ষে ১৩ আগস্ট জেলা শিল্পকলা একাডেমি চট্টগ্রামের সহযোগিতায় ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম জেলার আয়োজনে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৪ ও ১৫ আগস্ট ২০১৮ কর্মসূচির মধ্যে ছিল ১৪ আগস্ট চিত্রাঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ভিত্তিক তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৬টায় শিল্পকলা

একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন। চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং বাগমনিরাম ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. গিয়াস উদ্দিন। বক্তব্য রাখেন শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম বাবু ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কালচারাল অফিসার মো. মোসলেম উদ্দিন। আবৃত্তি শিল্পী শ্রাবণী দাশগুপ্তার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেন আবৃত্তিশিল্পী মাহবুবুর রহমান মাহফুজ, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে অংশবিশেষ পাঠ করেন মিলি চৌধুরী ও কারাগারের রোজনামচা থেকে অংশবিশেষ পাঠ করেন সেঁজুতি দে। বৃন্দ আবৃত্তি করেন শিল্পকলা একাডেমির শিশু আবৃত্তিদল।

১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় শোক র‍্যালি, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ৯টায় সার্কিট হাউজ থেকে শুরু হয়ে শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শোক র‍্যালি শেষ হয়। এতে শিল্পকলা একাডেমির সদস্য, শিক্ষক, কর্মচারীসহ প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০টায় জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় এবং বেলা ১১টায় শিল্পকলা একাডেমির অনিরুদ্ধ মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় সম্পাদক মো. আবদুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি খন্দকার গোলাম ফারুক, চট্টগ্রাম পুলিশ কমিশনার মো. মাহবুবর রহমান, চট্টগ্রাম পুলিশ সুপার নুরে আলম মিনা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রামের জেলা কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা মো. সাহাবউদ্দিন ও মহানগর কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা মোজাফ্ফর আহমদ। সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন।

১৮ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের আয়োজনে ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি চট্টগ্রামের সহযোগিতায় শিল্পকলা একাডেমির গ্যালারি হলে 'শ্রাবণের শোকগাঁথা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

খুলনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ উপলক্ষে খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ১৩ আগস্ট 'শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৫ আগস্ট জেলা শিল্পকলা একাডেমি, খুলনার পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসন আয়োজিত শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়।

ঠাকুরগাঁও

১৫ আগস্ট সকাল ৭:৩০ টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে সম্মান জানাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর সকাল ১০টায় শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ এবং ১১টায় ঠাকুরগাঁও জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে শোক দিবসের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছে ঠাকুরগাঁও জেলা শিল্পকলা একাডেমি। আলোচনা পর্ব শেষে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁওয়ের জাতীয় সংসদ সদস্য ও সভাপতি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার ফারহাত আহমেদ, জেলা পরিষদ ঠাকুরগাঁওয়ের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সাদেক কুরাইশী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও ঠাকুরগাঁও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মো. আখতারুজ্জামান। এসময় শহরের গণ্যমান্য সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও মুক্তিযোদ্ধা ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মৌলভীবাজার

৯ আগস্ট বিকাল ৩টায় মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ আগস্ট সকাল ৮.৩০টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এর পরপরই সকাল ৯.৪০ টায় শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ এবং সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সেরাদের মাঝে পুরস্কার, সনদপত্র ও গাছের চারা প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়া

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৮ উপলক্ষে মজমপুরস্থ বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা হয়। একই দিন বিকেল ৫টায়

জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং শিল্পকলা একাডেমির নিজস্ব আয়োজনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর স্মরণে শোকের গান পরিবেশন করেন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ৩টি বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মানিকগঞ্জ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১১ আগস্ট মানিকগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা পর্যায়ে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে সংগীত প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বাবুল মিয়া।

মানিকগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শোক র‍্যালি, আলোচনা সভা, কাঙালিভোজ ও দোয়া-মাহফিলের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩ তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস। ১৫ আগস্ট সকালে দিবসটি উপলক্ষে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মানিকগঞ্জের শিক্ষার্থীবৃন্দ, অভিভাবক, জেশিএ সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রশিক্ষকসহ শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সকাল ১০টার দিকে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি শোক র‍্যালি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক এমপি, জেলা প্রশাসক এস এম ফেরদৌস, পুলিশ সুপার রিফাত রহমান শামীম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম, পৌর মেয়র মো. গাজী কামরুল হুদা সেলিম, সাবেক মেয়র মো. রমজান আলী, সিভিল সার্জন ডা. খুরশীদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১৫ আগস্ট ২০১৮ সকাল ৮.৩০টায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে জাতির পিতার প্রতিকৃতি মঞ্চ হতে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহিদ সিন্টু মার্কেট, ক্লাব সুপার মার্কেট, নবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাবতলা মোড়, বড়ো ইন্দারা বীর শ্রেষ্ঠ শহিদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর চত্বর মোড়, সোনালী ব্যাংক রোড হয়ে নবাবগঞ্জ কলেজ চত্বরে এসে র‍্যালিটি শেষ হয়। অতঃপর নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ শহিদ মিনার চত্বরে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কীর্তি' শীর্ষক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি এ জেড এম নুরুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার টিএম মোজাহিদুল ইসলাম বিপিএম, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব রুহুল আমীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. আবদুস সামাদ, প্রফেসর সুলতানা রাজিয়া, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোহা: দাউদ হোসেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. মনিম-উদ-দৌলা চৌধুরী। আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কবিতা, দেশাত্মবোধক গান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যা ৭টা হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কীর্তি সংক্রান্ত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। উপস্থাপনা করেন আমিনুল হক আবির ও ফারুক ফয়সল।

সিরাজগঞ্জ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩ তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে সিরাজগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি। ১২ আগস্ট ২০১৮ সকাল ১০টায় শহীদ এম. মনসুর আলী অডিটোরিয়ামে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত কবিতা আবৃত্তি, সংগীত ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ আগস্ট সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসনের সাথে শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণীতে স্থানীয় সংসদ সদস্য, সাংস্কৃতিক কর্মী, সকল পেশাজীবী, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ২০০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাট

১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ উপলক্ষে বাগেরহাট জেলা শিল্পকলা একাডেমি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গত ১৩ আগস্ট স্থানীয় কাশেমপুর বাজারে এবং ১৪ আগস্ট মুক্ষাইট বাজারে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৪ আগস্ট সকাল ৯.৩০টায় স্থানীয় স্বাধীনতা উদ্যানে চিত্রাঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

হয়। চিত্রাঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় জেলা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। ১৫ আগস্ট সকাল ৮টায় স্থানীয় শহীদ মিনারের পাশে অস্থায়ীভাবে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। পরে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে শোক র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট-৪ আসনের সংসদ সদস্য ডা. মো. মোজাম্মেল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড. মীর শওকাত আলী বাদশা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক তপন কুমার বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সংবাদকর্মী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যক্তিবর্গ, সুধীবৃন্দ, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন জেলা কালচারাল অফিসার মো. রফিকুল ইসলাম।

দিনাজপুর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে দিনাজপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ১৪ আগস্ট ২০১৮ বিকাল ৫টায় শিল্পকলা একাডেমি আর্টগ্যালারিতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করেন জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. জয়নুল আবেদীন ও জেলা কালচারাল অফিসার মীন আরা পারভীন।

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি। দিনাজপুরের কালচারাল অফিসারের নেতৃত্বে সকাল ৯টায় দিনাজপুর একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ হতে জেলা প্রশাসনের চত্বর পর্যন্ত র‍্যালির শেষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মোস্তাফিজুর রহমান এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এমপি। সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুছ ছবুর।

গাইবান্ধা

১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৩ আগস্ট ২০১৮ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ। ১৫ আগস্ট সকাল ৭টায় মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে জেলা প্রশাসন গাইবান্ধার আয়োজনে একটি শোক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে গাইবান্ধায় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে মিলিত হয়। এ উপলক্ষে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি গৌতম চন্দ্র পাল। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার প্রকৌশলী আবদুল মান্নান মিয়া এবং গাইবান্ধা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. সৈয়দ শামস্-উল-আলম হীরু, গাইবান্ধা পৌরসভার মেয়র এ্যাড. শাহ্ মাসুদ জাহাঙ্গীর কবীর মিলন। আলোচনা সভা শেষে বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

নড়াইল

১৩ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নড়াইল জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক কামরুল আরিফ। প্রতিযোগিতায় নড়াইল জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

১৪ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ পালন উপলক্ষে সকাল ৯টায় জাতীয় শোক দিবসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি ও ১২টায় সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন নড়াইল জেলার কালচারাল অফিসারসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধানরা। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ পালন উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পতাকা অর্ধনমিত রাখা, সকাল ৮.১৫টায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ। সকাল ৮.৩০টায় শোক র‍্যালিতে জেলা শিল্পকলা একাডেমি অংশগ্রহণ ও ৯.৩০টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি।

কুড়িগ্রাম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে কুড়িগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি। ১৪ আগস্ট ২০১৮ বিকাল ৪টায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ আগস্ট ২০১৮ সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির যৌথ আয়োজনে কুড়িগ্রামের পৌর টাউন হলে আলোচনা সভা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. জাফর আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আমিনুল ইসলাম মঞ্জু মণ্ডল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মো. মেহেদুল করিম, সিভিল সার্জন মো. আমিনুল ইসলাম। জেলা আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ রাশেদুজ্জামান বাবু। জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রশিক্ষকবৃন্দ, অফিসের কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকসহ সর্বস্তরের মানুষ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোছা. সুলতানা পারভীন।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৭ আগস্ট ২০১৮ সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে আলোচনাপর্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি আসাদ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও সংস্কৃতিজন লিয়াকত আলী লাকী। সাংস্কৃতিক পর্বে নৃত্য পরিচালক মুনমুন আহমেদ ও র‍্যাচেল প্রিয়াংকা প্যারিস-এর পরিচালনায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, নৃত্য পরিচালক এম.আর. ওয়াসেক এবং ফারহানা চৌধুরী বেবীর পরিচালনায় নৃত্যশিল্পীবৃন্দ সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে। একক সংগীত পরিবেশন করেন সুমাইয়া বিনতে আলম, রাইয়ান বিনতে হাবিব, নুজহাত সাবিহা পুষ্পিতা ও গার্গী ঘোষ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন নায়লা তারান্নুম কাকলী, মাহিদুল ইসলাম মাহি।

কর্মশালা আয়োজন

ই-ফাইলিং বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ আরো গতিশীল করতে সরকার ই-নথি ব্যবস্থা চালু করেছে। ই-নথি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে ৯ আগস্ট ই-ফাইলিং বিষয়ক কর্মশালা পরিচালনা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার রতন চন্দ্র পাল।

আরটিআই বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালার আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে ১৯ আগস্ট আরটিআই বিষয়ক কর্মশালা পরিচালনা করেন ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি। এসময় বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকসহ একাডেমির কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমা' বিষয়ক লেকচার ওয়ার্কশপ আয়োজন

'বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমা' অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব আয়োজন করা হয় ১৪ আগস্ট সকাল ১১ টায়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ভাষা সংগ্রামী ও বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক জনাব আহমদ রফিক। প্রথম পর্বে ছিল আরবি সাহিত্যের অতীত ও বর্তমান চর্চা এবং বাংলাদেশে আরবি সাহিত্যের অবস্থান বিষয়ে। এ বিষয়ে মুখ্য আলোচক হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

যৌথ আয়োজন

শিল্পী আব্দুল জব্বার স্মরণে আলোচনা ও সংগীতানুষ্ঠান

বিশিষ্ট শিল্পী আব্দুল জব্বার স্মরণে ২৯ আগস্ট ২০১৮ সন্ধ্যা ৭টায় ম্যাজিশিয়ান'স ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে আলোচনা ও সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন- আবিদা রহমান সেতু, জি.এম জাকির হোসেন, হিমাদ্রী রায়, আব্দুল্লাহেল রাফি তালুকদার, শেখ মিলন, সরদার হীরক রাজা, বোরহান বাবু ও সুমি আক্তার।

অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দল সারাদেশে নিয়মিত প্রদর্শনী করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় আরটিভি, বিটিভি ও এনটিভির আমন্ত্রণে একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দল যথাক্রমে ৮, ১০ ও ১২ আগস্ট অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শোক দিবস পালন উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৮ জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুদের অ্যাক্রোবেটিক দলের অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শিত হয়।

কবি-সব্যসাচী সৈয়দ শামসুল হকের দ্বিতীয় প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে দুদিনব্যাপী কর্মসূচি

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ কবি-সব্যসাচী সৈয়দ শামসুল হকের দ্বিতীয় প্রয়াণবার্ষিকী। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ দুদিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। কর্মসূচির প্রথম দিন ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় সৈয়দ হক : কবিতায় অঞ্জলি গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব, কবিতা আবৃত্তি এবং নাট্যপরিবেশনা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব এবং নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া। স্মৃতিচারণ ও আলোচনায় অংশ নিয়েছেন নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার এবং কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক। সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা আবৃত্তি করেন বাচিকশিল্পী হাসান আরিফ।

অনুষ্ঠানে কবি-সব্যসাচী সৈয়দ শামসুল হককে নিবেদিত দুই বাংলার কবিদের কবিতার সংকলন সৈয়দ হক : কবিতায় অঞ্জলি (সম্পাদক : পিয়াস মজিদ, প্রকাশক : অনিন্দ্য প্রকাশ)-এর আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী। সন্ধ্যা ৭.৩৫টায় জাতীয় নাট্যশালায় থিয়েটার মঞ্চস্থ হয় সৈয়দ শামসুল হক রচিত আবদুল্লাহ আল-মামুন নির্দেশিত নাটক পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় দিন ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ ও আলোচনায় অংশ নিয়েছেন মঞ্চসারথি আতাউর রহমান। সন্ধ্যা ৭:২০টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মঞ্চায়ন করে সৈয়দ শামসুল হক রূপান্তরিত এবং আতাউর রহমান নির্দেশিত নাটক হ্যামলেট।

৬৮ দেশের অংশগ্রহণে '১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী' আয়োজন

'আমাদের দেশের তরুণ শিল্পীদের শক্তির পরিচয় পেয়েছি এ আয়োজনে। প্রবীণদের পাশাপাশি নবীনরাও ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হচ্ছে। এটিই আমাদের বিশেষ অর্জন। নাম এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী হলেও, ৬৮টি দেশের অংশগ্রহণই প্রমাণ করে আমরা সারা বিশ্বে এটিকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি। আমরা সবাই শিল্পের সাথে থাকব এটিই প্রত্যাশা করি।' ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর সমাপনী আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথাগুলো বলেছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল ৫টায়। সমাপনী আয়োজনে ছিল আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে মিলনায়তনের সামনে শিল্পকলা একাডেমি যন্ত্রশিল্পীদের পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। মিলনায়তনে প্রবেশের পরপরই শুরু হয় 'মঙ্গল হোক এই শতকে মঙ্গল সবার' গানের সাথে একাডেমির নৃত্য শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা।

শিল্পের বৃহৎ মিলনমেলা ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮-এর সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন 'পুরো সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে শিল্পকলা একাডেমি উৎসবমুখর ছিল। তবে ১৮তম এশীয় দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী শেষ হলেও অক্টোবর থেকে শিল্পকলা একাডেমিতে আরো ব্যাপক কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে। আশা করি শিল্পকলা একাডেমিতে সবসময় বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় থাকবে।'

স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, 'আজকের দিনটি একদিকে যেমন আনন্দের অন্যদিকে বেদনার। তবে আমরা স্বপ্ন দেখছি আগামী ১৯তম আসর আরো বড় পরিসরে করতে পারবো।' মহাপরিচালক আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সব শিল্পী, অতিথি, আয়োজক ও কলাকুশলীদের ধন্যবাদ জানান। গত ১ সেপ্টেম্বর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে মাসব্যাপী বিশ্ব শিল্পের বৃহৎ মিলনমেলা ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮-এর শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদ। এবার এ আয়োজনের ১৮তম আসরে বিশ্বের ৬৮ দেশের চারুশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছে। এবারের আয়োজনের মধ্যে ছিল দেশি-বিদেশি শিল্পীদের মোট ৩৬৮টি পেইন্টিং, প্রিন্ট ও ফটোগ্রাফি; ৩৩টি ভাস্কর্য; ৫২টি ইনস্টলেশন আর্ট এবং ৩০জন পারফরম্যান্স আর্টিস্টের শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনী। আয়োজনের মধ্যে আরও ছিল ১২ জন বাংলাদেশি নবীন শিল্পীর অংশগ্রহণে এবং শিল্পী বিশ্বজিৎ গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে 'ইয়াং আর্ট প্রজেক্ট'। দেশি-বিদেশি ৪৬৫জন শিল্পীর ৫৮৩টি শিল্পকর্মের এ বিশাল শিল্পযজ্ঞে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক সেমিনার, পেইন্টিং, ভাস্কর্য, আলোকচিত্র, প্রাচ্যকলা, প্রিন্ট মেকিং, ভিডিও আর্ট, মৃৎশিল্প, পারফরম্যান্স আর্ট, নিউ মিডিয়া এবং স্থাপনা শিল্প। বিশেষ সংযোজন হিসেবে ছিল কারুপণ্য মেলা, ফুড কোর্ট, আর্ট ক্যাফে, শিশু কর্ণার, আর্ট ক্যাম্প, পারফরম্যান্স আর্ট ওয়ার্কশপ এবং ভাস্কর্য উদ্যান। এ আয়োজনকে কেন্দ্র করে বুলেটিন, সেমিনার পেপার, 'ইয়াং আর্ট প্রজেক্ট' ও পারফরম্যান্স আর্ট নিয়ে পৃথক পৃথক স্যুভেনিয়র প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও অংশগ্রহণকারীর তথ্য সম্বলিত একটি ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছে।

এ আয়োজনে দুটি বিভাগে মোট ৯জন শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। গ্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ভারতের কানদন জি (Kandan G) এবং বাংলাদেশের আতিয়া ইসলাম ও সালমা জাকিয়া বৃষ্টি। সম্মানসূচক পুরস্কার পেয়েছেন চীনের উ জেন (Wu jun), প্যালেস্টাইনের মনথার জাওয়াবরে (Monther Jawabreh), থাইল্যান্ডের ত্রিরাত শ্রীবুরিন (Trirat Sriburin) বাংলাদেশের কামরুজ্জামান স্বাধীন, ফকরুল ইসলাম, নাজমুন নাহার কেয়া।

ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনী পরিদর্শন

১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮ প্রদর্শনী পরিদর্শনের জন্য একাডেমির পক্ষ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে একাডেমির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। একাডেমির আমন্ত্রণে ব্যাপক সাড়া দিয়ে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ১-৩০ সেপ্টেম্বর এ প্রদর্শনী পরিদর্শন করে।

অতিথিবৃন্দের সম্মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০১৮ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিবৃন্দের সম্মানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত নৈশভোজের প্রাক্কালে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সন্ধ্যায় ঢাকা ক্লাবে এবং একাডেমির মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত নৈশভোজের প্রাক্কালে ২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সন্ধ্যায় ঢাকা ক্লাবে এবং ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ নৌবিহারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

শিশুদের জন্য বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে প্রতি শুক্রবার শিশুদের জন্য বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। ৭, ১৪, ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর বেলা ৩.৩০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত শিশুদের নিয়ে এ আয়োজন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় এ আয়োজনে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল পাপেট শো, আবৃত্তি, গল্পবলা, অ্যাক্রোবেটিক, ক্লাউন শো, মাইম ও যাদু প্রদর্শনী এবং নৃত্য পরিবেশনা। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা শুরুর আগে শিশু কর্ণারে চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা রাখা ছিল। এছাড়া প্রতিদিন শিশু কর্ণারে প্রদর্শনীতে আগত শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা ছিল।

অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী আয়োজন

১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আগমন উপলক্ষে জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দলের অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০১৮ উপলক্ষে ১৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

শিল্পী শাহাবুদ্দিনের ৬৯তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

শাহাবুদ্দিন। প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা। শিল্পের পীঠস্থান প্যারিসে তাঁর বসবাস ও শিল্পচর্চা, খ্যাতি ইউরোপ ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে। ১৯৫০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম ঢাকায়। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অকুতোভয় যোদ্ধা তিনি। গেরিলা আর সম্মুখসমর উভয় ক্ষেত্রেই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একাত্তরের সদাজাগ্রত তাঁর চেতনায়। উল্লেখ যে, শাহাবুদ্দিনকে প্যারিসে পাঠিয়েছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শিল্পী শাহাবুদ্দিন সব সময় বড়ো ক্যানভাসে ছবি আঁকেন। তাঁর গতিশীল ও পেশীবহুল অতিমানবীয় শিল্পকর্মে ফুটে ওঠে মহান মুক্তিযুদ্ধ, মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ একাধিক কীর্তিমান বাঙালির প্রতিচ্ছবি। তাঁর শিল্পকর্মে নারী চিত্রকর্মগুলোয় তাদের চিরায়ত কোমলতা, দ্যুতির স্পন্দন, স্নিগ্ধতা দেখা যায়। মিহি কাপড়ের মাধ্যমে নারীকে আবৃত করে শারীরিক সৌন্দর্যের দ্যুতি তুলে ধরেন তিনি, যাতে রমণীর অলৌকিক ও অসীম শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। দেশ-বিদেশে বহু একক ও দলগত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। তাঁর শিল্পকর্ম সংগৃহীত হয়েছে বাংলাদেশ, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সুইজারল্যান্ডসহ বিশ্বের বহু মিউজিয়ামে। তিনি একাধিক আন্তর্জাতিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর জুরিবোর্ডের সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'স্বাধীনতা পুরস্কার' যেমন অর্জন করেছেন, ভূষিত হয়েছেন ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'নাইট' উপাধিতে এবং বার্সেলোনা অলিম্পিয়াড অব আর্টে বিশ্বের ৫০ জন মাস্টার পেইন্টারের একজন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন তিনি।

শিল্পী শাহাবুদ্দিনের ৬৯তম জন্মদিন উদ্‌যাপনের আয়োজন করে যৌথভাবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও শিল্পী শাহাবুদ্দিন ৬৯তম জন্মদিন উদযাপন জাতীয় কমিটি। তাঁর জন্মদিনকে ঘিরে একাধিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে আয়োজন করা হয় শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। এতে একশো কুড়িজন শিশু-কিশোর অংশগ্রহণ করে। এছাড়া দেশের প্রতিষ্ঠিত ও নবীন ১১জন শিল্পী শাহাবুদ্দিনের প্রতিকৃতি অংকন করেছেন। তার মধ্যে ছিলেন শিল্পী আব্দুল মান্নান, আহমেদ শামসুজ্জোহা, মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, দুলাল চন্দ্র গাইন, মো. কামালুদ্দিন, মইজুদ্দিন লিটন, রত্নেশ্বর সূত্রধর,

আকেলতুগিন তুষার, আব্দুস সাত্তার, সোহাগ পারভেজ, দিদারুল হোসেন লিমন, বিশ্বজিৎ গোস্বামী প্রমুখ। এগার শিল্পীর আঁকা শাহাবুদ্দিনের প্রতিকৃতি ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জাতীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হবে। একই সাথে প্রদর্শিত হবে দেশের ১০জন বিশিষ্ট আলোকচিত্রশিল্পী নাসির আলী মামুন, আবু তাহের, ইফতেখার ওয়াহিদ ইফতি, মোহাম্মদ আসাদ, সুবীর কুমার, রূপম চৌধুরী, ইমতিয়াজ আলম বেগ, অজয় রায় ও মাজহারুল ইসলামের তোলা শিল্পী শাহাবুদ্দিনের ৫০টির অধিক আলোকচিত্র।

১১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত হয় জন্মদিনের মূল অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেছেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়েছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী ও শিল্পী শাহাবুদ্দিন ৬৯তম জন্মদিন উদযাপন জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রফেসর আবদুল মান্নান। অনুষ্ঠানে বিখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক অজয় রায়ের একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়া শিল্পীর পছন্দের গান নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ছিল।

হাজার শিশুর অংশগ্রহণে শিশু উৎসব

ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা, অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, তথ্যচিত্র, বাউলগান, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী নৃত্য, গান ও আবৃত্তি পরিবেশনায় হাজার শিশুর অংশগ্রহণে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি শিশু উৎসবের আয়োজন করে। ২৮ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে হাজার শিশুশিল্পীর কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। তাদের মধ্য থেকে এক হাজার শিক্ষার্থী এ শিশু উৎসবে অংশ নেয়।

'উন্নয়নের ধ্বনি মহাসমুদ্রে, প্রাণে প্রাণে মহাকাশে' স্লোগানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবতার জননী শেখ হাসিনার ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এ শিশু উৎসবের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথি, শিশু শিল্পী ও উপস্থিত সকলে বেলুন উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান।

সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় অনুষ্ঠিত হয় 'গঙ্গা-ঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ' শিরোনামে ৪০ মিনিটের একটি পারফরম্যান্স আর্ট। যেখানে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি ও অভিলক্ষ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এসময় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে চিত্রপটে ধারণ করেন বিশিষ্ট শিল্পী শাহাবুদ্দিন। সন্ধ্যা ৭টায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির সচিব মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া। সভাপতিত্ব করেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু কন্যা সেই মাটিতে পা দিয়েছেন যেই মাটির জন্য রক্ত দিয়েছেন তাঁর পিতা। আমরা যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারি, এটি সম্ভব হয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য। শেখ হাসিনা হলেন ফিনিক্স পাখির মতো আগুন যার উপর বার বার আঘাত হানলেও দেশের মানুষের কথা ভেবে তিনি একটুও বিচলিত হয়নি।' শিশুদের উদ্দেশে মাননীয় মন্ত্রী বলেন 'আমরা সবাই তাঁর জন্য প্রার্থনা করি তিনি যেন দীর্ঘজীবী হন এবং তোমাদের জীবনটাকে আরো সুন্দর করতে ভূমিকা রাখতে পারেন।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সচিব মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বাংলাদেশের উন্নয়নের পাটাতন তৈরি করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে গেছেন'।

সভাপতির বক্তব্যে লিয়াকত আলী লাকী বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরের আলো প্রজ্বলিত করার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাস্তবায়ন করছেন। আমরা তার দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।'

উল্লেখ্য, শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত ও বাংলা সংগীত সংস্কৃতি শিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ১০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীতসহ মোট ৯টি দেশাত্মবোধক গানের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর ভাবনা ও পরিকল্পনায় ৯-২০ সেপ্টেম্বর ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, ধনধান্য পুষ্প ভরা, পূর্ব দিগন্তে, দাও শৌর্য দাও ধৈর্য, আনন্দলোকে মঙ্গল আলোকে, সত্য বল সুপথে চল, মঙ্গল হোক এই শতকে এবং এ মাটি নয় জঙ্গিবাদের গানগুলোর ওপর প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমন্বয় করেছেন একাডেমির কণ্ঠশিল্পী মো. আব্দুল্লাহেল রাফি তালুকদার। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী এক হাজার শিশু শিল্পীর অংশগ্রহণে উদযাপিত হয় এ শিশু উৎসব।

'গঙ্গা-ঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ' শিরোনামে ৪০ মিনিটের পরিবেশনাটিতে সমন্বয় সহকারীর দায়িত্বে ছিলেন সুজন মাহবুব। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন শিল্পী দেবাশীষ দাস, মো. জিলানী, কফিল মাহমুদ, ফাহাল হোসেন গোলন্দাজ, জিনিয়া আফরীন, নূরে জান্নাত, জিয়াউল আবেদীন, নারায়ণ দাস লিটন এবং তুষার কান্তি সরকার। নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন লায়লা ইয়াসমীন, রুহি আফসানা, নাইমুজ ইনাম নাঈম, ইমন আহমেদ, মিফতাহুল মিম, মার্সিয়া লায়লা জেবিন, মোরশেদুর রহমান এবং শেখ জাহিদ। অভিনয়ে ছিলেন জাহাঙ্গীর রানা, মূসা রুবেল, বিপুল দাস, আবু ইসলাম মুহাম্মদ ইতিহাস, শিশির কুমার রায়, অমিত হাসান, তাহাজ্জাত হুসাইন তাজ, তাহমিনা মুজিব মিতু, শায়েলা জান্নাত বিথী, মোহা. আব্দুল্লাহ আল মোনাক্কী, দ্বীপ সরকার, নাসরিন আকতার সোনিয়া, আলী আজম, তাসলিমা শিমু, আজমিরী এলাহি নীতি, ইউসরা এলাহি প্রিয়ন্তী, ইমতিয়াজ গনি খান, মাধবী কুজুর, ছোটন, রত্না, সংগীতা চৌধুরী। আবৃত্তি ও উপস্থাপনায় ছিলেন তামান্না তিথি। সংগীত সমন্বয় করেছেন কমল খালিদ ও সহযোগিতায় ছিলেন আব্দুল্লাহ বিপ্লব, আলোকসজ্জায় ছিলেন বজলুর রহমান, সাউন্ড নিয়ন্ত্রণে মো. হোসেন।

দুদিনব্যাপী 'শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮' আয়োজন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় 'পিপল্‌স ফিল্ম সোসাইটি' আয়োজন করে দুদিনব্যাপী 'শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮'। ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে এ উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন 'পিপলস ফিল্ম সোসাইটি'র প্রধান উপদেষ্টা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। আরো উপস্থিত ছিলেন পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ইয়াসমীন আলী, মাসউদ সুমন, আজিজুর রহমান সুজন এবং পিপলস ফিল্ম সোসাইটির আহ্বায়ক রুবেল শঙ্কর। সকাল ১০টা থেকে কর্মশালা শুরু হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. আবিদ মল্লিক। এরপর নিজের সিনেমা নির্মাণের গল্প শোনান বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শামীম আখতার। ৩টা থেকে প্রদর্শিত হয় শিশুতোষ ও শিশু নির্মাতাদের নির্বাচিত চলচ্চিত্র সৈয়দা আবয়ার জ্বোহা দ্রাহার 'দ্যা রেজাল্ট', মো. শরীফুল ইসলাম শামীমের 'কিশোরীর হাত', রাজু আহমেদ রানক ও দেওয়ান সানজিদুল আরাফাতের 'বাঁশের খেলনা', তারেক আজিজ নিশকের 'সমান্তরাল যাত্রা', সুমনা সিদ্দিকী'র 'মাধো' এবং মোরশেদুল ইসলামের 'আঁখি ও তার বন্ধুরা'। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে ২২ সেপ্টেম্বর, বিকাল ৩টা থেকে প্রদর্শিত হবে শরীফুল ইসলাম শামীমের 'ছোট বন্ধু', নিশাত তাসনীম ঐশীর 'তোমার জন্য', হাসানাত ও সিফাতুল ইহসান অপূর্বর 'বাক্সবন্দি', মো. মাসুদের 'কাগজের নৌকা', রহমান লেলিনের 'মন ফড়িং', মো. আবিদ মল্লিকের 'এ লিটল রেড কার', লুসি তৃপ্তি গোমেজের 'ডাকঘর' এবং প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদের 'মাটির ময়না'। উল্লেখ্য, ১২-১৫ বছর বয়সী ৩০ জন শিশু কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত ও বাংলা সংগীত সংস্কৃতি শিক্ষণ কর্মসূচি

শিল্পের আলো, শিক্ষার আলো, ছড়াবো আমরা,তারুণ্যের জয়গানে স্লোগানকে ধারণ করে দেশব্যাপী সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত ও বাংলা সংগীত সংস্কৃতি শিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা শহরে গত ৯-১০, ১৫-১৬ এবং ১৯-২০ সেপ্টেম্বর ১০০টি স্কুলে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রায় ৫০০০ শিক্ষার্থী থেকে ২০০ জন শিক্ষার্থী গানে অংশগ্রহণ করছে।

প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের তালিকাভুক্তির বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের উদ্যোগে প্রতিশ্রুতিশীল কণ্ঠ, নৃত্য ও আবৃত্তি শিল্পীদের তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পী বাছাই অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও উপস্থাপনা বিষয়ে আবেদনকারী শিল্পীদের তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে পারদর্শিতা যাচাই করা হয়।

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন

দিনব্যাপী নৃত্য কর্মশালা আয়োজন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে নৃত্য কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ১০৫ নং মহড়া কক্ষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালায় একাডেমির নৃত্য শিল্পীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার দুজন প্রশিক্ষক সম্রাট দত্ত ও রাজা দত্তের কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

নথি ব্যবস্থাপনা ট্রেনিং

২৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি।

ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ আয়োজন

২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর ব্যানবেইজে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ট্রেনিং পরিচালনা করেন এটুআই-এর সিনিয়র সহকারী সচিব মহসীন মৃধা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জেসমীন নাহার ও রতন চন্দ্র পাল। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণে দাপ্তরিক কাজ আরো গতিশীল করতে ই-নথি ব্যবহারের কলাকৌশল তুলে ধরা হয়েছে।

স্প্যানিশ ভাষা সাহিত্যের উপর লেকচার ওয়ার্কশপ আয়োজন

'বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমা' অনুষ্ঠানের ২য় পর্ব আয়োজিত হয় ২০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টায়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্বে ছিল স্প্যানিশ ভাষা সাহিত্যের অতীত ও বর্তমান চর্চা এবং বাংলাদেশে স্প্যানিশ সাহিত্যের অবস্থান বিষয়ে। এ বিষয়ে মুখ্য আলোচক হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী।

ন্যাশনাল এন্টারটেইনমেন্ট পোর্টাল প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন

২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল এন্টারটেইনমেন্ট পোর্টাল প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এটুআই-এর সহযোগিতায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুদিনের এ প্রশিক্ষণে দেশের সব জেলার শিল্পী ও সংগঠনের তথ্য সম্বলিত ওয়েবপোর্টালে তথ্য হালনাগাদ করার বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। প্রশিক্ষণে সব জেলা কালচারাল অফিসারদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করে দুদিন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে জেলায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

উন্নয়ন ও সংস্কৃতি বিষয়ক লেকচার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে 'উন্নয়ন ও সংস্কৃতি বিষয়ক লেকচার ওয়ার্কশপ'। একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে আয়োজনটি শুরু হয় ২ অক্টোবর সকাল ১১টায়। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী সভাপতির বক্তব্যে বলেন, 'সংস্কৃতি ও উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক। সংস্কৃতির মূল কথা হলো সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও প্রগতি। শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়তে উন্নয়নের সাথে সংস্কৃতির মেলবন্ধন প্রয়োজন। এধরনের আয়োজনের মাধ্যমে আমরা নিজেরা যেমন সমৃদ্ধ হতে পারব, তেমনি পরবর্তী প্রজন্মকে হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি উপহার দিতে সক্ষম হবো।' আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব চৌধুরী মোয়াজ্জম আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সচিব মো. বদরুল আনম ভুঁইয়াসহ বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

সাতটি দেশের অংশগ্রহণে এশিয়ান থিয়েটার সামিট অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে তিন দিনব্যাপী 'এশিয়ান থিয়েটার সামিট ২০১৮'র উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, ভারত, ফিলিপাইন, ইরান ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে 'এশিয়ান থিয়েটার সামিট ২০১৮' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশনের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় ৫-৭ অক্টোবর এ সামিটে কনফারেন্স, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই যন্ত্রশিল্পী

মো. মনিরুজ্জামানের পরিচালনায় যন্ত্রসংগীত পরিবেশিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন ড. চুয়া সু পং (Chua Soo Pong), আইটিআই-এর সম্মানিত সভাপতি রামেন্দু মজুমদার, বিশিষ্ট নাট্যজন আতাউর রহমান।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নৃত্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নৃত্য দল 'মঙ্গল হোক এ শতকে' গানটির সাথে নৃত্য পরিবেশন করে। এছাড়াও চর্যা নৃত্য পরিবেশিত হয়। উদ্বোধনের পর কনফারেন্সে প্রতিনিধিরা তাদের নিজ নিজ দেশের নাট্যশিল্পের পরিস্থিতি বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।

বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে 'শিল্পের শহর' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় শহরবাসীকে নির্মল ও রুচিশীল বিনোদন উপহার দিয়ে মানুষের মাঝে শিল্পের বোধ ছড়িয়ে দিতে 'শিল্পের শহর' কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ঢাকা শহরে বছরব্যাপী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকাসহ দেশের প্রতিটি শহরেরই নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। শহরগুলোর সে সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যকে শহরবাসীর সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে 'শিল্পের শহর' কর্মসূচি বিভাগীয় শহরসমূহে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে চলতি অক্টোবর মাসে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১০টি করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে।

'ঢাকা হবে শিল্পের শহর, ঢাকা হবে বিশ্বের অন্যতম নান্দনিক নগরী' স্লোগানে ৫ ও ৬ অক্টোবর ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে 'শিল্পের শহর' ঢাকা কর্মসূচি। ৫ অক্টোবর সকাল ১০টায় আরামবাগ পার্ক, ১২টায় মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, ৪টায় খিলগাঁও পল্লিমা সংসদ, সাড়ে ৬টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি চত্বরে এবং ৬ অক্টোবর সকাল ১১টায় মিরপুর শেখ রাসেল শিশু উদ্যান এবং সন্ধ্যা ৬টায় আগারগাঁও ৪র্থ উন্নয়ন মেলায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দলের অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী হয়েছে।

৬৪ জেলায় 'শিল্পের শহর' কর্মসূচি

শহরবাসীকে নির্মল ও রুচিশীল বিনোদন উপহার দিয়ে মানুষের মাঝে শিল্পের বোধ ছড়িয়ে দিতে দেশজুড়ে 'শিল্পের শহর' কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ঢাকা শহরে বছরব্যাপী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের প্রতিটি জেলা শহরেরই নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

রয়েছে। রাজধানী ঢাকা, বিভাগীয় শহরসহ সব জেলা শহরের নেতিবাচক অভিব্যক্তি দূরীভূত করে প্রতিটি জেলা শহরকে শিল্পচর্চার নান্দনিক নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। ইতোমধ্যে শহরগুলোর সে সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যকে শহরবাসীর সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে 'শিল্পের শহর' কর্মসূচি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে অক্টোবর মাসে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১০টি স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। 'শিল্পের শহর' কর্মসূচি বিভাগ থেকে এবার জেলা শহরে সম্প্রসারিত হয়েছে।

১ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে জেলা পর্যায়ে 'শিল্পের শহর' কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাধারণ মানুষের সাথে শিল্পের সংযোগ সাধনের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি শহরে পর্যায়ক্রমে শিল্পের বিভিন্ন অনুষঙ্গের উপস্থাপনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

শিল্পী মাহবুবুর রহমান-এর পরিচালনায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ১৫জন শিল্পীর পারফরম্যান্স আর্ট পরিবেশনার মধ্য দিয়ে গত ২৬ জুলাই ২০১৮ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'শিল্পের শহর ঢাকা' কার্যক্রমের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

শিল্পের শহর কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল এবং বুড়িগঙ্গা নদীতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বাউল দলের পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ মানুষের সাথে শিল্পের সংযোগ সাধনের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি শহরে পর্যায়ক্রমে পরিবেশন-শিল্পের বিভিন্ন অনুষঙ্গের উপস্থাপনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

সমকালীন পুতুলনাট্য কর্মশালা ও 'আলাদীন' এর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

ভারতের প্রখ্যাত পাপেট থিয়েটার নির্দেশক পদ্মশ্রী সুরেশ দত্ত-এর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় ৫দিনব্যাপী 'সমকালীন পুতুলনাট্য কর্মশালা ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। ৮-১২ অক্টোবর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত পাপেট থিয়েটার নির্দেশক পদ্মশ্রী সুরেশ দত্ত। ৮ অক্টোবর ২০১৮ সকাল সাড়ে ১০টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন শিল্পী মোস্তাফা মনোয়ার, শিল্পী কিরিটি রঞ্জন বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক সাইদুর রহমান লিপন এবং একাডেমির সচিব মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া ও বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। উদ্বোধনী আয়োজনের পরপরই শুরু হয় সমকালীন পুতুলনাট্য কর্মশালা। ৫ দিনব্যাপী এ কর্মশালায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন পুতুল নাট্যদলের শিল্পীসহ ৩০জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

কর্মশালার পাশাপাশি ৮ ও ১২ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬.৩০টায় একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে ক্যালকাটা পাপেটের প্রযোজনা 'আলাদীন'-এর প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। প্রখ্যাত পাপেট থিয়েটার নির্দেশক পদ্মশ্রী সুরেশ দত্ত-এর নির্দেশনায় সর্বভারতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রযোজনা 'আলাদীন'। ১৯৭৩ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত পাপেট থিয়েটার দল কলকাতা পাপেট থিয়েটারের সেরা ও দর্শক নন্দিত একটি প্রযোজনা 'আলাদীন'। কলকাতায় ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রযোজনাটির রেকর্ড সংখ্যক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৮০ সালে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পাপেট উৎসবে এটিকে বিশ্বের সেরা পাপেট প্রযোজনা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পদ্মশ্রী সুরেশ দত্তের পরিচালনায় এটিতে লাইট ডিজাইন করেছেন তাপস সেন এবং সংগীত করেছেন ভি বালসারা ও পি এল চৌধুরী।

পদ্মশ্রী সুরেশ দত্তকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান

১২ অক্টোবর ২০১৮ বিকেল ৫.৩০টায় একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত পাপেট থিয়েটার নির্দেশক পদ্মশ্রী সুরেশ দত্তকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। সমাপনী আলোচনা শেষে ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটার প্রযোজনা 'আলাদীন' মঞ্চায়ন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে পদ্মশ্রী সুরেশ দত্ত-এর নির্দেশনায় ২টি পুতুলনাট্য প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনা ২টি হলো 'মানুষ' এবং 'কাগজ নষ্ট করো না'। সমাপনী আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী-এর সভাপতিত্বে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত পাপেট থিয়েটার নির্দেশক পদ্মশ্রী সুরেশ দত্ত, বরেণ্য শিল্পী মোস্তাফা মনোয়ার এবং একাডেমির সচিব মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অনুদান পেল চার পুতুলনাট্য শিল্পী

বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধারা হিসেবে লোকায়ত কাহিনী, রূপকথা বা গীতিকা পরিবেশনা আজও বাংলার লোক-সমাজে প্রচলিত রয়েছে। লোকশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বর্তমান বিশ্বে আধুনিক শিল্পচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পুতুলনাট্য একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট কোনো তথ্য দ্রুত প্রচার, জনসচেতনতা তৈরি, গণশিক্ষা প্রসার, পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে প্রচারণা প্রভৃতি কাজেও পুতুলনাট্যের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বিগত কয়েক দশক ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংস্কৃতির এ মাধ্যমটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাট্যকে সংস্কৃতির মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে এবং বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নিরলসভাবে কাজ করছে।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুতুলনাট্য ও এ শিল্পের শিল্পীদের মূল্যায়ন কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে চারজন পুতুলনাট্য শিল্পীকে অনুদান দিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় ইতোমধ্যে পুতুলনাট্যের চারটি প্রযোজনা নির্মিত হয়েছে যা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্মিত চারটি প্রযোজনার জন্য চারজন পুতুলনাট্য শিল্পীকে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দেয়া হয়েছে। গত ১১ জুলাই মহাপরিচালক নিজ কার্যালয়ে শিল্পীদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন। এসময় নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক বদরুল আনম ভূঁইয়াসহ একাডেমির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুদানের অর্থ দিয়ে নতুন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ও পুতুলনাট্যের মান উন্নয়নে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন শিল্পীরা।

পুতুলনাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন, কর্মশালা পরিচালনা, মুক্ত আলোচনা এবং আন্তর্জাতিক পুতুলনাট্য উৎসবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পুতুল নাট্যদলের নিয়মিত অংশগ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুতুলনাট্য ও এ শিল্পের শিল্পীদের মূল্যায়ন কর্মকাণ্ডেরই অংশ। এছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নিয়মিতভাবে বিশ্ব পুতুলনাট্য দিবস উদযাপন করে আসছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের উপর আরো চারটি নতুন প্রযোজনা নির্মাণের জন্য চারজন লেখকের মাধ্যমে স্ক্রিপ্ট তৈরির কাজ হয় বলে জানিয়েছেন মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। তারা হলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আল জাবীর ও সহকারী অধ্যাপক তোকদার বাঁধন, নাট্যকার তানভীর আহমেদ সিডনী, পুতুলনাট্য শিল্পী ও উপস্থাপক তামান্না তিথি।

এবছর থাইল্যান্ডের ফুকেটে অনুষ্ঠিতব্য 'ফুকেট হারমোনি' শীর্ষক বিশ্ব পুতুলনাট্য উৎসব ২০১৮-এ অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুতুল নাট্যদল। ১-৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এ উৎসবে অংশগ্রহণ উপলক্ষে বরেণ্য শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার-এর পরিচালনায় 'হাতুড়ে ডাক্তার' ও 'বেড়া' ২টি পুতুলনাট্য প্রযোজনা তৈরি করা হয়েছে। কাল ২৬ অক্টোবর ২০১৮ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার পরীক্ষণ থিয়েটার হলে প্রযোজনা দুটির বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

ঝুমুর- টুসু-ভাদু শীর্ষক গানের বিশেষ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ২৩ অক্টোবর ২০১৮ সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে শিল্পী মনিরা ইসলাম পাপ্পু ও টুম্পা দাশ-এর পরিবেশনায় 'ঝুমুর-টুসু-ভাদু' শীর্ষক গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

টুসু গানের মূল বিষয়বস্তু লৌকিক ও দেহগত প্রেম। এ গান শিল্পীর কল্পনা, দুঃখ, আনন্দ ও সামাজিক অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে। কুমারী মেয়ে ও বিবাহিত নারীরা তাদের সাংসারিক সুখ-দুঃখকে এ সংগীতের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। এছাড়া সমকালীন রাজনীতির কথাও ব্যাপকভাবে এ গানে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ভাদু গান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি প্রাচীন লোকগান। এ গান রাজ্যের পুরুলিয়া, বাঁকুরা, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলার লৌকিক উৎসব 'ভাদু উৎসবে' এ গান গাওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচারের জন্য ভাদু গান গাওয়া হয়।

ঝুমুর গান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যা রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত লোকগীতি বিশেষ। এক সময় ঝুমুর গানগুলো মুখে মুখে রচিত হত এবং কোনো ভণিতা বা পদকর্তার উল্লেখ থাকত না। চৈতন্য পরবর্তী যুগে ভণিতাযুক্ত ঝুমুরের সূচনা হয়।

প্রখ্যাত শিল্পী পার্বতী বাউল-এর সংগীতানুষ্ঠান ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পার্বতী বাউল উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত বাউল সংগীত শিল্পী। বাউল গানের তত্ত্ব কথাগুলো তিনি তাঁর সাধক শিষ্যদের কাছে গানের সাথে সাথে গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। বাউল সাধিকা ফুলমালি দাসী, সনাতন দাস বাউল, শশাঙ্ক গোঁসাই-এ তিন জনের কাছ থেকে তিনি বাউল দীক্ষা গ্রহণ করেন।

২৭ অক্টোবর ২০১৮ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে 'কীরূপ দেখি নয়ন মুদি' শীর্ষক পার্বতী বাউল-এর একক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ২৮-৩০ অক্টোবর ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে বাউল সংগীত কর্মশালা। উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী পার্বতী বাউল-এর পরিচালনায় প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির সংগীত ও বাউল শিল্পীসহ প্রতিশ্রুতিশীল ৪২জন শিল্পী তিন দিনব্যাপী এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। একাডেমির সংগীত ও নৃত্য কলা ভবনের মহড়া কক্ষে কর্মশালার সমাপনী দিনে শিল্পী পার্বতী বাউলকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা তুলে দেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদেরকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। এসময় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বাউলশিল্পী মিলন ও বিপাশাকে কলকাতায় আশ্রমে নিয়ে গান শেখার জন্য বৃত্তি দেয়ার কথা ঘোষণা করেন শিল্পী পার্বতী বাউল। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরকারি সংগীত কলেজের অধ্যক্ষ কৃষ্টি হেফাজ, জলের গানের শিল্পী রাহুল আনন্দ, বাউল গবেষক আবদেল মান্নান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন কমল খালিদ।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'পূর্ণগ্রাসের কাল'-এর উদ্বোধনী প্রদর্শনী

জায়েদ সিদ্দিকীর স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পূর্ণগ্রাসের কাল-এর উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠান ২৭ অক্টোবর বিকেল ৫:৩০টায় জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সিনেমোশনের উদ্যোগে গণঅর্থায়নে নির্মিত এ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এবং সিনেমোশনের সমন্বয়ক জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। গণমানুষের সম্পৃক্ততায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারাবাহিকতা রক্ষায় গণঅর্থায়নে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠানটিতে সহযোগিতা করেছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

মুস্তাফা মনোয়ার-এর 'হাতুড়ে ডাক্তার' ও 'বেড়া' পুতুলনাট্য প্রদর্শনী

থাইল্যান্ডের ফুকেটে অনুষ্ঠিতব্য 'ফুকেট হারমোনি' শীর্ষক বিশ্ব পুতুলনাট্য উৎসব ২০১৮-এ অংশগ্রহণ করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুতুল নাট্যদল। ১-৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এ উৎসবে অংশগ্রহণ উপলক্ষে বরেণ্য শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার-এর পরিচালনায় 'হাতুড়ে ডাক্তার' ও 'বেড়া' নামক ২টি পুতুলনাট্য প্রযোজনা তৈরি করা হয়। ২৬ অক্টোবর ২০১৮ সন্ধ্যা ৭টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার পরীক্ষণ থিয়েটার হলে প্রযোজনা দুটির বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

ড. ভূপেন হাজারিকার প্রয়াণ দিবসে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গণসংগীত শিল্পী ড. ভূপেন হাজারিকার ৭ম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে 'আজ জীবন খুঁজে পাবি' শীর্ষক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৫ নভেম্বর ২০১৮ সন্ধ্যা ৬টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ও ব্যতিক্রম মাসদো-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠানের শুরুতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে শিল্পীকে স্মরণ করা হয়। একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিদের উত্তরীয় প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

আলোচনা পর্বে সম্মানিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সুদক্ষিণা শর্মা, আলোচনা করেন অসীম কুমার উকিল, ড. সৌমেন ভারতীয়া, পদ্মশ্রী সূর্যকান্ত হাজারিকা ও ড. তিমির দে এবং সভাপতিত্ব করেন একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যজন লিয়াকত আলী লাকী।

আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক পর্বে অংশগ্রহণ করেন সংগীতশিল্পী সুদক্ষিণা শর্মা, লিয়াকত আলী লাকী, ঋষিরাজ শর্মা, ড. সঙ্গীতা কাকতী ও অভিজিৎ কুমার বড়ুয়া। সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন ঢাকা সাংস্কৃতিক দল এবং সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যদল। সাংস্কৃতিক পর্বের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন সুদক্ষিণা শর্মা ও রিশিরাজ শর্মা। 'ইবার দিব দালান কোঠা...', 'আজ জীবন খুঁজে পাবি...' ও 'বিস্তীর্ণ দুপারে...' গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যদল। 'বিমূর্ত এ রাত্রি আমার' গানটি পরিবেশন করেন শিল্পী ইয়াসমিন আলী। এছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন একাডেমির সংগীত শিল্পী রোকসানা রূপসা, সোহানুর রহমান ও সুচিত্রা রানী। সবার শেষে ভারত ও বাংলাদেশের শিল্পীরা একসাথে 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য...' গানটি পরিবেশন করেন।

পাঁচ দিনব্যাপী ইরানি চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে পাঁচ দিনব্যাপী ইরানি চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে ৯ থেকে ১৩ নভেম্বর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত দুটি করে ইরানি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। খুলনায় ইরানি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় শহরের গোলকমনি পার্কে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫.৩০ টা ও সন্ধ্যা ৭.০০ টায় ২টি করে ইরানি চলচ্চিত্র দেখানো হয়। রাজশাহীতে ইরানি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। প্রতিদিন সকাল ১১ টায়, বিকেল ৩.০০ টা ও ৫.০০ টায় ৩টি করে ইরানি চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনীটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিলো। ৩ নভেম্বর শনিবার বিকেলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা মিলনায়তনে ঢাকাসহ ৪ বিভাগীয় শহরে আয়োজিত এ ইরানি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মিডিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্য ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক মো. বদরুল আনম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স এবরাহীম শাফেয়ী রেযভানী নেযাদ ও প্রখ্যাত অভিনেত্রী ও নাট্য পরিচালক লাকি ইনাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কালচারাল কাউন্সেলর ড. সাইয়্যেদ মাহদী হোসেইনী ফায়েক। ঢাকায় ইরানি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী চলে ৩-৬ নভেম্বর। উদ্বোধনী দিনে দেখানো হয় ইংরেজি সাব-টাইটেলযুক্ত চলচ্চিত্র 'সো ফার, সো ক্লোজ'।

যাত্রাদল নিবন্ধনের লক্ষ্যে ১০ম যাত্রানুষ্ঠান

যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১২ বাস্তবায়ন ও যাত্রাদল নিবন্ধনের লক্ষ্যে আয়োজন করা হয় '১০ম যাত্রানুষ্ঠান ২০১৮' । বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১২-১৩ নভেম্বর ২০১৮ দুদিনব্যাপী জাতীয় নাট্যশালার স্টুডিও থিয়েটার হলে যাত্রা মঞ্চস্থ হয়। ১২ থেকে ১৩ নভেম্বর দুপুর ২.৩০টা থেকে রাত ৮.১০টা পর্যন্ত নয়টি যাত্রাদলের যাত্রাপালা মঞ্চায়ন করা হয়। যাত্রাশিল্প উন্নয়ন কমিটির ৩জন সদস্য উপস্থিত থেকে যাত্রাপালা মূল্যায়ন করেন এবং তাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে যাত্রাদলগুলোকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ইতোমধ্যে ৯টি পর্যায়ে ১০৬টি যাত্রাদলকে নিবন্ধন প্রদান করেছে এবং ১৫টি যাত্রাদলকে বিভিন্ন অভিযোগে নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। ১০ম যাত্রানুষ্ঠান ২০১৮-এ অংশগ্রহণকারী যাত্রাপালাগুলো দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

ফারসি সাহিত্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ব-সাহিত্যের অনন্য ও আলোকিত অংশ এবং এর সৌন্দর্যকে শিল্পসমঝদার ও সাহিত্যপ্রেমীদের সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করে পাক্ষিক বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমা।

সাহিত্যের সাথে মানুষের ইতিহাস, প্রথা, সংগ্রাম ও সম্প্রীতির গভীর যোগসূত্র রয়েছে, এজন্য সার্বিক সমাজচিত্রের শিল্পরূপকে উদ্ভাবনের প্রয়োজনে আমরা সাহিত্যকে দর্পণ বিবেচনা করি। সাহিত্য নির্দিষ্ট ভাষিক অঞ্চলের সংস্কৃতির অনিবার্য অনুষঙ্গ এবং সংস্কৃতির গতিশীল ধারাবাহিকতার নিবিড় পাঠ। মানুষের জীবনের সাথে গভীর প্রচ্ছন্নতায় যে শিল্প নিরন্তর খেলা করে সাহিত্য হচ্ছে সে অনাবিষ্কৃত শিল্পের প্রমিত ভাষণ। আমরা গভীর অনুভূতি ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের রচনা এবং উচ্চারণকে দিয়ে মনোভাব প্রকাশ করে থাকি। আমাদের বাংলা সাহিত্য বহু কবি-লেখকের অনেক মূল্যবান ঐশ্বর্যে শোভায় পরিপূর্ণ। তেমনি পৃথিবীর দেশে দেশে, বিভিন্ন ভাষায় রয়েছে অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক এবং তাঁদের অভিনব রচনাসম্ভার। সেসব পাঠে- অনুধাবনে-পর্যালোচনায় আমাদের সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটে।

বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমা অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব ১২ নভেম্বর ২০১৮ বিকাল ৩টায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় পর্বে আলোচনা হয়, ফারসি সাহিত্যের অতীত ও বর্তমান চর্চা এবং বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্যের অবস্থান বিষয়ে। মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সবুর খান। তিনি বলেন : 'বাংলাদেশে তথা বাঙালি সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এদেশের মানুষ উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই রুমি, শেখ সাদী, ওমর খৈয়াম, হাফিজ, রুদাকি, ফেরদৌসী, নেজামী, জামী এবং ফরিদ উদ্দিন আত্তার-এর রচনার সাথে পরিচিত। এদেশে সুফি ভাবধারার বিকাশ ঘটে ফারসি সাহিত্যের মাধ্যমে। ফারসি সাহিত্য বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে তার সৌন্দর্য এবং মানবতাবাদের প্রসাদগুণে ।'

এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সচিব বদরুল আনম ভূঁইয়া, প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক শওকত ফারুক, প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক ড. কাজী আসাদুজ্জামান এবং গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক মো. জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানটি সমন্বয় ও সঞ্চালনা করেন একাডেমির কালচারাল অফিসার সৌম্য সালেক। বিশ্বসাহিত্যের এ আয়োজনে প্রায় একশ' সাহিত্যামোদি ও শিল্পানুরাগী উপস্থিত ছিলেন।

নবান্ন উৎসব আয়োজন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে নবান্ন উৎসব আয়োজন করা হয়। ১৫ নভেম্বর ২০১৮/ ১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.৩০টায় একাডেমির উন্মুক্ত মঞ্চে আলোচনা পর্বে একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী-এর সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য কবি আসাদ চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন একাডেমির বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। আলোচনা শেষে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'শিল্পের শহর ঢাকা' কর্মসূচি

'ঢাকা হবে শিল্পের শহর, ঢাকা হবে বিশ্বের অন্যতম নান্দনিক নগরী' স্লোগানে ১৫ নভেম্বর থেকে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুরু হয় শিল্পের শহর ঢাকা কর্মসূচি। ১৫ নভেম্বর মোহাম্মদপুরে অবস্থিত ওব্যাট ইংলিশ স্কুলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতসহ দেশাত্মবোধক নয়টি গান পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- প্রধান শিক্ষক হালিমা সুলতানা, জোহরা হোসেন জেমি (সংগীত শিক্ষিকা), সোমা আক্তার, শাহবাজ খান, নিঘাত আক্তার ও সোহেলী লোহানী।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংগীত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণে জাতীয় সংগীতসহ দেশাত্মবোধক ৯টি গান শেখানো হয়। শিল্পের শহর ঢাকা কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা গানগুলো পরিবেশন করেন।

গানগুলো হলো- জাতীয় সংগীত, ধনধান্য পুষ্পভরা, এ মাটি নয় জঙ্গিবাদের, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো, সত্য বল সুপথে চল, পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, আনন্দ লোকে মঙ্গল আলোকে, মঙ্গল হোক এ শতকে মঙ্গল সবার, দাও শৌর্য দাও ধৈর্য।

এ কর্মসূচির আওতায় ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬, ১৭, ১৮ নভেম্বর যথাক্রমে ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজের উত্তরা শাখা, উইনসাম স্কুল এন্ড কলেজের লালমাটিয়া শাখা এবং মেট্রোপলিটন স্কুল অ্যান্ড কলেজের যাত্রাবাড়ী শাখায় এ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় শহরবাসীকে নির্মল ও রুচিশীল বিনোদন উপহার দিয়ে মানুষের মাঝে শিল্পের বোধ ছড়িয়ে দিতে 'শিল্পের শহর ঢাকা' কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ঢাকা শহরে বছরব্যাপী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপমহাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে দীর্ঘকালব্যাপী ঢাকা শহরের গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। সম্প্রতি এ শহর গৌরবময় ৪০০ বছর অতিক্রম করেছে। কালের ধারাবাহিকতায় আজ এ শহরের পরিচিতি 'মেগাসিটি' হলেও নাগরিক নানা সমস্যা ও সংকটে মানুষ ঢাকা শহরের ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দূষণ ও যানজটের চাপে এখানে মানবিক আবেগগুলো অনেকখানিই উপেক্ষিত।

শিল্পী মাহবুবুর রহমান-এর পরিচালনায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ১৫জন শিল্পীর পারফরম্যান্স আর্ট পরিবেশনার মধ্য দিয়ে গত ২৬ জুলাই ২০১৮ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'শিল্পের শহর ঢাকা' কার্যক্রমের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তন বরাদ্দের আবেদন এখন অনলাইনে

বর্তমান সরকারের উদ্যোগে নির্মিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ তথ্যবাতায়নে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। একাডেমির ওয়েবসাইটের ঠিকানায় (shilpakala.gov.bd) প্রতিষ্ঠানের তথ্য, নোটিস, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য, অনুষ্ঠানের খবর, অফিস আদেশ ইত্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাবে।

সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে ১৫ নভেম্বর একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী ডিজিটাল সার্ভিস কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে বেলা ১২টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সচিব বদরুল আনম ভূঁইয়া, প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক ড. কাজী আসাদুজ্জামান, প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক শওকাত ফারুক, সংগীত ও নৃত্যকলা বিভাগের পরিচালক সোহরাব হোসেন।

এসময় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাগরিক সেবা আরও সহজ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে কয়েকটি ডিজিটাল সার্ভিস কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। এখন থেকে মিলনায়তন ও মহড়া কক্ষ বরাদ্দের জন্য অনলাইনে আবেদন করা যাবে। একাডেমির তথ্য বাতায়নে এখন থেকে এ সুবিধা পাওয়া যাবে। দাপ্তরিক কাজ সহজ ও গতিশীল করার জন্য একইসাথে সরকারের এটুআইয়ের সহযোগিতায় ই-নথির ব্যবস্থা ও ওয়েব মেইল চালু করা হয়েছে। একাডেমির ইমেইল ঠিকানা info@shilpakala.gov.bd

এছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেইসবুক পেজে পরিচালনা করা হয়। পেজে facebook.com/ShilpakalaPage- অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

দুদিনব্যাপী প্রত্নাটক 'মহাস্থান'-এর মঞ্চায়ন

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রত্নাটক করছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। এরই ধারাবাহিকতায় আড়াই হাজার বছরের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে প্রত্নাটক 'মহাস্থান' মঞ্চায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ড. সেলিম মোজাহার-এর রচনায় এবং লিয়াকত আলী লাকীর নির্দেশনায় ২৩ ও ২৪ নভেম্বর বগুড়ার মহাস্থানগড়ে প্রযোজনাটির মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর পূর্বে ২০-২২ নভেম্বর চূড়ান্ত প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে মহড়া অনুষ্ঠিত

হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রযোজিত এ প্রত্ননাটকটি ৩৫০ জন শিল্পী-কলাকুশলীর অংশগ্রহণে নির্মিত– প্রত্ননিদর্শন মহাস্থানগড়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের শৈল্পিক উপস্থাপনা।

২৩ নভেম্বর ২০১৮ সন্ধ্যা ৬টায় উদ্বোধনী মঞ্চায়নের উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মঞ্চসারথী আতাউর রহমান, বিশিষ্ট নাট্যজন অধ্যাপক আবদুস সেলিম, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলতাফ হোসেন, বগুড়ার জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহাম্মদ এবং বগুড়া জেলার পুলিশ সুপার মো. আলী আশরাফ ভূঁইয়া বিপিএম।

আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যের যে প্রাচুর্যময় সম্ভার রয়েছে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ তার মধ্যে অন্যতম। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ নিদর্শনগুলোর মধ্যে বগুড়ার মহাস্থানগড় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি প্রাচীন পুরাকীর্তি। প্রসিদ্ধ এ নগরী একসময় বাংলার রাজধানী ছিল। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এখানে জনপদ গড়ে উঠেছিল। বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড়কে ২০১৬ সালে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী ঘোষণা করা হয়।

প্রাচীর বেষ্টিত মহাস্থান নগরীর ভেতর রয়েছে বিভিন্ন সময়ের নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এ স্থান পরাক্রমশালী মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন শাসকবর্গের প্রাদেশিক রাজধানী ও পরবর্তীকালে হিন্দু সামন্ত রাজাদের রাজধানী ছিল। তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অসংখ্য হিন্দু রাজা ও অন্যান্য ধর্মের রাজারা এখানে রাজত্ব করেছিল। 'মহাস্থান' প্রত্ননাটকের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ের শাসন শোষণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ঐতিহাসিক এ স্থানটি একসময় ধর্মীয় তীর্থস্থান হিসেবেও পরিণত হয়েছিলো। ধর্মের বাণী বুকে নিয়ে কেউ মানবতার কথা বলেছেন কেউ আবার মানুষের অধিকার নষ্ট করেছেন। এসব কীর্তি, কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে 'মহাস্থান' নাটকে। এ প্রসঙ্গে নাটকটির নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, 'পৃথিবীতে এভাবে আর্কিও ড্রামার ইতিহাস নেই। এর কাজ প্রত্ন-ইতিহাসকে দৃশ্যকাব্যে রূপান্তরিত করে শিল্পে রূপ দেয়া। মহাস্থানের গৌরবোজ্জ্বল আখ্যানের

ভিতর দিয়ে সমগ্র বাংলার মহাস্থান হয়ে ওঠার গল্প। মহাস্থান, কোটি বছর জুড়ে এ মাটির জেগে ওঠার কথা। হাজার হাজার বছর ধরে তার মানব বসতির কথা।' নাট্যকার সেলিম মোজহার বলেন, 'বাঙলার প্রাচীনতম রাজধানী পুন্ড্রনগরের 'মহাস্থন'কে কেন্দ্র ভূমিতে রেখে-মহামুণি গৌতম বুদ্ধের বাঙলায় আগমনকাল থেকে ১৯৭১-এর বাংলাদেশ কালব্যক্তির এ-নাট্য-আখ্যানে পুরো গল্পটাকে এক সাথে বলা হয়েছে। বাংলা অঞ্চলের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পট ও তার পরিবর্তনের ইতিহাসের 'জানা ও জনপ্রিয়' গল্পপ্রবাহ এ নাটকের আখ্যানভাগ।

মহাস্থান নাটকে আমাদের জাতিসত্তার ইতিহাসকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন ইতিহাসের সাথে সময়ের পরম্পরায় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম পর্যন্ত সময়কালকে একক গ্রন্থনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ নাটকে প্রাচীন শিকারযুগ থেকে শুরু করে বৈদিকযুগ, আদিবাসী পর্ব, রামায়ণের গীত, কালিদাসের কাব্য, চর্যাপদ, সুফিনামা, বৈষ্ণব পদাবলী, ব্রাহ্মসংগীত, লোকগান, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ব্রতচারীদের গান, পঞ্চকবির গান, ভাষা আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ইতিহাস, কাব্য-গীত ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা পালাগানরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

নতুন প্রজন্মের সামনে ইতিহাস-ঐতিহ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি আমাদের যে সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের আলোকিত অধ্যায় রয়েছে, সেটাই মহাস্থান নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

নাট্য প্রযোজনা নির্মাণের অংশ হিসেবে ২৪ ফেব্রুয়ারি বগুড়ার মহাস্থানগড়ে 'প্রত্ন আর্ট ক্যাম্প ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ জন চিত্রশিল্পীর অংশগ্রহণে দিনব্যাপী মহাস্থানের ১০টি স্থানে এ আর্ট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। স্থানগুলো হলো- নগর রক্ষা দেয়াল (জাদুঘর), ভাসু বিহার, বেহুলার বাসরঘর, গোবিন্দ ভিটা, জুগির ভবন, বৈরাগির ভিটা, জাহাজ ঘাট, তোতারাম পণ্ডিত বাড়ি, পশুরামের ভবন, জিয়ুত কুণ্ঠ জাদুঘরের ড্রইং। এছাড়াও বগুড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের দশজন শিক্ষার্থী আর্ট ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। আর্ট ক্যাম্পে শিল্পীরা মহাস্থানগড়ের বিভিন্ন স্থাপনার ক্যানভাস পেইন্টিং ও স্কেচ করেন। আর্ট ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী চিত্রশিল্পীরা হলেন- আরিফুর রহমান তপু, কুন্তল বাড়ৈ, কাপিল চন্দ্র রায়, শারমিন আক্তার লিনা, কামরুন নাহার ময়না লুম্বিনী দেওয়ান, পল্লব কুমার মোহন্ত, তিতাস চাকমা, আকাশ চন্দ্র সরকার এবং সুজন মাহাবুব।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ইতোপূর্বে নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার এবং নরসিংদীর উয়ারী বটেশ্বর স্থাপনা নিয়ে দুটি প্রত্নাটক মঞ্চস্থ করেছে। ২০ এপ্রিল ২০১৪ রবিবার নওগাঁস্থ পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে দেবাশীষ ঘোষের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়েছিল দেশের প্রথম প্রত্নাটক 'সোমপুর কথন'। বৌদ্ধ বিহারে প্রত্নাটকটি উদ্বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী ও বিশিষ্ট নাট্যজন আসাদুজ্জামান নূর এমপি।

নরসিংদী জেলার উয়ারী বটেশ্বর খননের মাধ্যমে যে আড়াই হাজার বছরের পুরনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে, সে নিদর্শনকে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে মঞ্চনাটক 'উয়ারী-বটেশ্বর'। তানভীর আহমেদ সিডনীর রচনায় এটির নির্দেশনা দিয়েছেন সম্রাট প্রামাণিক। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ৬ জুন ২০১৪ নাটকটির উদ্বোধনী মঞ্চায়ন হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক, নাসির উদ্দীন ইউসুফসহ অনেকে। শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক সারা আরা মাহমুদ।

কাব্যগান ও মঞ্চগানের সম্ভারে শীর্ষক সংগীতানুষ্ঠান

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও থিয়েটার নাট্যদলের উদ্যোগে কলকাতার প্রখ্যাত গবেষক ও সংগীতজ্ঞ ড. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাব্যগান ও মঞ্চগানের সম্ভারে ৩০ নভেম্বর ২০১৮ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে 'আলোছায়ার গানগুলি' শীর্ষক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে শিল্পীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন একাডেমির সচিব মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। শিল্পীদের ফুল ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

‘হ্যামলেট’-এর ১১তম প্রদর্শনী

৩০ নভেম্বর ২০১৮ সন্ধ্যা ৬:৩০টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে সৈয়দ শামসুল হক রূপান্তরিত এবং আতাউর রহমান নির্দেশিত হ্যামলেট নাটকের ১১তম মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রযোজিত উইলিয়াম শেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটকটি অনুবাদ করেছেন সৈয়দ শামসুল হক। নির্দেশনা দিয়েছেন মঞ্চসারথী আতাউর রহমান এবং প্রযোজনা উপদেষ্টা শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ের ৪৭ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্পী এম এ তাহের-এর ‘বাংলাদেশের নৌকা’-শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী

‘শিল্পী এম এ তাহের-এর ক্যামেরার মাধ্যমে নৌকার ইতিহাস লেখা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌকা আমাদের অনেক বড়ো অস্ত্র ছিল। নৌপথে মাঝিরা ও যোদ্ধারা নৌকার মাধ্যমে অনেক অপারেশন পরিচালনা করেছেন। তাই নৌকা আমাদের ইতিহাসের অংশ। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ের ৪৭ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্পী এম এ তাহের-এর আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলছিলেন শিল্পী হাশেম খান।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে গ্যালারির ফিতা কেটে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অতিথিবৃন্দ। আলোচনা অনুষ্ঠানে উপাচার্য হারুন-অর রশিদ প্রদর্শনীর জন্য শিল্পীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কোনো কাজই সহজ না। আজকে যে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে শিল্পীর সাধনা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম। তাছাড়া নৌকা আমাদের শিল্প সংস্কৃতির অংশ এবং জাতীয় শক্তির উত্থানের প্রতীক। নৌকা আমাদের অগ্রগতির প্রতীক, উন্নয়নের প্রতীক।’

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ের ৪৭ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে একাডেমির চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় খ্যাতিমান আলোকচিত্র শিল্পী ও লেখক এম এ তাহের-এর 'বাংলাদেশের নৌকা' শীর্ষক একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। ১ ডিসেম্বর ২০১৮ বিকাল ৪টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে পক্ষকালব্যাপী এ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাঙালির ঐতিহ্যের অন্যতম অনুষঙ্গ 'বাংলাদেশের নৌকা' শিরোনামে প্রদর্শনী চলে ১-১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। প্রদর্শনী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ভবনের ১নং গ্যালারিতে প্রতিদিন বেলা ১১টা (শুক্রবার বেলা ৩টা) থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত ছিলো।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরেণ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. হারুন-অর রশিদ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বরেণ্য চিত্রশিল্পী হাশেম খান, আইটিআই বিশ্ব কেন্দ্রের সাম্মানিক সভাপতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার এবং বরেণ্য ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মুনতাসির মামুন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক শিল্পী আশরাফুল আলম পপলু। উপস্থিত ছিলেন শিল্পী ও লেখক এম এ তাহের।

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দলের ইথিওপিয়া সফর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় একটি সাংস্কৃতিক দল সম্প্রতি ইথিওপিয়া সফর করে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক মো. শাওকাত ফারুকের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের সাংস্কৃতিক দলে ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জি.এম.রফিকুল ইসলাম, স্বনামধন্য শিল্পী তপন চৌধুরী, ফাহমিদা নবীসহ পাঁচ সদস্যের সংগীত দল এবং ছয় সদস্যের নৃত্য দল। ইথিওপিয়াতে বাংলাদেশ দূতাবাস প্রতিষ্ঠার পর এ ধরনের উৎসবের আয়োজন এটাই প্রথম।

ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবাতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ২৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে স্থানীয় গেটফাম ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে 'বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি-Images of Bangladesh' শীর্ষক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে ইথিওপিয়া সরকারের মন্ত্রীবর্গ, আদ্দিস আবাবার ১৩০টি বিদেশি কূটনৈতিক দূতাবাস, আফ্রিকান ইউনিয়ন, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, সমাজের ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, শিল্পী এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

২৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানস্থলটি অভ্যাগতদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। উৎসবে ইথিওপিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এম্বাসেডর মার্কোস টেকলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রায় ৫০টি দেশের দূতাবাস প্রধান এবং তাঁদের পরিবার, বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিস এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন, জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইথিওপিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশিরা উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

উৎসবের শুরুতেই ছয় জন নৃত্যশিল্পীর পরিবেশনায় 'জ্বলে ওঠো বাংলাদেশ' শীর্ষক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। এর পরপরই মান্যবর রাষ্ট্রদূত তাঁর স্বাগত ভাষণে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে সম্ভাষণ জানান। প্রায় দুঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এর সাথে বাংলাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী তপন চৌধুরী, ফাহমিদা নবী এবং যন্ত্রসংগীত দল বিভিন্ন ধরনের বাংলা গান পরিবেশন করেন। সর্বশেষ একটি দেশাত্মবোধক নৃত্যে বাংলাদেশের চলমান অগ্রযাত্রার প্রতিচ্ছবি এবং আধুনিক বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা ফুটিয়ে তোলা হয়। উৎসবে আগত দর্শনার্থীবৃন্দ অত্যন্ত আগ্রহভরে বাংলাদেশ দূতাবাসের এ আয়োজন উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে দর্শনার্থীদের জন্য দূতাবাসের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারের পরিবেশনায় সান্ধ্যভোজের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠানের রেকর্ডকৃত অংশবিশেষ পরে স্থানীয় টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয়।

দেশব্যাপী অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায় দেশব্যাপী অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে ৪-১১ ডিসেম্বর ২০১৮ দেশের সাতটি স্থানে পরিবেশিত হয় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

ইতোপূর্বে সারা দেশে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দলের সাড়ে তিন শতাধিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশব্যাপী অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী ২০১৮-১৯'র অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে সারা দেশে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ৫ ডিসেম্বর বগুড়ার জিলা স্কুল মাঠে ৫.৩০টা, ৬ ডিসেম্বর দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ বড়ো মাঠে ৬টা, ৭ ডিসেম্বর দিনাজপুর সদর গোর-এ ময়দানে বেলা ৩টা, ৮ ডিসেম্বর নীলফামারী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সন্ধ্যা ৬টা, ৯ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ নাটুয়ারপাড়া হাট, কাজিপুরে ৬টায়, ১০ ডিসেম্বর ফরিদপুর কবি জসীমউদদীন মিলনায়তনে সন্ধ্যা ৬টা, ১১ ডিসেম্বর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলা পরিষদ চত্বরে সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায় সারা দেশে তিন শতাধিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দলের বর্তমান অগ্রগতি হিসেবে বলা যায়, ২০জন শিশু চীনে উচ্চতর অ্যাক্রোবেটিক প্রশিক্ষণে যায় যাদের মধ্য থেকে ১০ জন ফিরে এসে প্রদর্শনী করেছে, বাকি ১০জন প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে এসে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় 'ফাইন এন্ড পারফরমিং আর্ট প্রশিক্ষণ' প্রকল্পের আওতায় শিল্পীদের প্রশিক্ষণ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য রাজবাড়ীতে অ্যাক্রোবেটিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শিল্পীদের নিয়ে একটি অ্যাক্রোবেটিক দল গঠন করে এবং উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোরিয়ান বিশেষজ্ঞ দ্বারা অ্যাক্রোবেটিক দলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০০০ সালে ফাইন এন্ড পারফরমিং আর্ট প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অর্থের অভাবে অ্যাক্রোবেটিক দলের শিল্পীদের শারীরিক কসরত প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী ২০১১ সালে একান্ত প্রচেষ্টায় রাজবাড়ী অ্যাক্রোবেটিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আওতায় নিয়ে আসে এবং শুধু প্রশিক্ষণই নয়, তিনি একটি বড়দের অ্যাক্রোবেটিক দল গঠন করেন। দলটির নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দল'। ২০১২ সালে ১ম পর্যায়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি 'দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সাথে মেলবন্ধন' কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বড়দের ১০টি প্রদর্শনী এবং ২টি শিশুদের অ্যাক্রোবেটিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রথমটি অ্যাক্রোবেটিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় ৫০ জন শিশুকে নিয়ে এবং দ্বিতীয়টি ৭২ জন শিশুকে নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় (২০১৩-২০১৪) অর্থবছরে দেশের ৬৪ জেলায় এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মোট ৯৩টি প্রদর্শনী সম্পন্ন করা হয় এবং ঢাকা ও কয়েকটি জেলায় ০৫(পাঁচ)টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে আবারো অ্যাক্রোবেটিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজবাড়ীর জন্য বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়া হলে দলের শিল্পীবৃন্দের মনোবল ভেঙে যায় এবং তাদের মধ্যে অনেকে এ পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং চাকরি নেয় বিভিন্ন দোকান বা কল-কারখানায়। কিন্তু বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক দলটিকে ধরে রাখার জন্য কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির রাজস্ব খাত থেকে কিছু অর্থ বের করে তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিজেদের শরীর ফিট রাখার জন্য নিয়মিত কর্মশালা এবং কিছু প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মশালার জন্য তাদেরকে কিছু সম্মানী প্রদান করা হয়। ফলে দলটি ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা পায়।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় আবারো দেশজুড়ে অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। যেখানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দলে সংযোজন করা হয় নতুন ০৭(সাত) জন শিল্পী। যাদেরকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্পৃক্ত করা হয়। ফলে দলের পারফরম্যান্সে একটা নতুন মাত্রা যোগ হয় এবং সারা বাংলাদেশে আরো জনপ্রিয়তা লাভ করে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৭৯টি প্রদর্শনী সম্পন্ন করা হয়।

৬৪ জেলায় 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব'

একযোগে ৬৪ জেলায় 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮' আয়োজন করা হয়। দেশীয় চলচ্চিত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ও নির্মল চলচ্চিত্র আন্দোলনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি পালন করে চলেছে। শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক-মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অপরিসীম। চলচ্চিত্রের সেই গুরুত্ব অনুধাবন করেই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ৮-১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ আট দিনব্যাপী আয়োজন করে 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮'।

৮ ডিসেম্বর ২০১৮ বিকাল ৫টায় জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে একাডেমির নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশনার মধ্যদিয়ে উদ্বোধনী আয়োজন শুরু হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আলোচনা পর্ব। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মালেক, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার এবং বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের সভাপতি জাহিদুর রহিম অঞ্জন। এছাড়া স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব এবং নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া।

এ চলচ্চিত্র উৎসবের বিস্তারিত তুলে ধরতে ৬ ডিসেম্বর বেলা ১২টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সচিব মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া, পরিচালক ড. কাজী আসাদুজ্জামান ও জসিম উদ্দিন এবং উৎসব আয়োজক কমিটির সদস্য ও সমন্বয়কারী মাসুদ সুমনসহ একাডেমির কর্মকর্তাবৃন্দ।

'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮' উপলক্ষে গঠিত পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচক কমিটির সদস্যবৃন্দ উৎসবে ৪৮টি স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং ২২টি প্রামাণ্যচিত্রসহ ৭০টি চলচ্চিত্র মনোনীত করেন। চলচ্চিত্র নির্বাচক কমিটির সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. ফাহমিদুল হক, বাংলাদেশ প্রামাণ্যচিত্র পর্ষদের উপদেষ্টা সাজ্জাদ জহির, বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের এ কে রেজা গালিব, ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন মামুন এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের সহকারী পরিচালক চাকলাদার মোস্তফা আল মাস্‌উদ।

স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উভয়ক্ষেত্রে পৃথকভাবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং বিশেষ জুরি পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে চলচ্চিত্র নির্মাতা সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকীকে চেয়ারম্যান করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি জুরি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও গবেষক ফরিদুর রহমান, চলচ্চিত্র গবেষক অনুপম হায়াৎ, কমিটির সদস্য সচিব বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব এবং নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী হয়েছে স্বজন মাঝি ও অসীম সরকার নির্মিত 'গল্প-সংক্ষেপ', যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ নির্মাতার পুরস্কার পেয়েছেন ঘ্রাণ চলচ্চিত্রের জন্য এস.এম কামরুল আহসান এবং 'কবি স্বামীর মৃত্যুর পর আমার জবানবন্দি' চলচ্চিত্রের জন্য তাসমিয়াহ্ আফরিন মৌ, এবং 'ইতিবৃত্ত কিংবা বাস্তবতার পুনরারম্ভ' চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছেন মাহমুদ হাসান।

প্রামাণ্য চলচ্চিত্র বিভাগে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন মো. আমিনুল হক নির্মিত 'অপারেশন জ্যাকপট', শ্রেষ্ঠ নির্মাতা পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন 'পুতুল পুরান' চলচ্চিত্রের জন্য ঝুমুর আসমা জুঁই। বিশেষ জুরি পুরস্কার বিজয়ী হয়েছে ফরিদ আহমেদ নির্মিত 'লাল সবুজের দীপাবলী'।

স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উভয়ক্ষেত্রে পৃথকভাবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লক্ষ টাকা, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা ৫০ হাজার টাকা ও বিশেষ জুরি পুরস্কার ২৫ হাজার টাকা। ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে উৎসবের সমাপনী দিনে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং উৎসবে অংশগ্রহণকৃত চলচ্চিত্রের নির্মাতাদের সনদপত্র প্রদান করা হয়।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকী, বিশেষ অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার মোরশেদুল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. ফাহমিদুল হক উপস্থিত ছিলেন। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন একাডেমির সচিব ও নাট্যকলা বিভাগের পরিচালক মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দীর্ঘদিন যাবৎ চলচ্চিত্রের উন্নয়নে নানামুখী কাজ করে চলছে। ২০১৫ ও ২০১৭ সালে দুবার ৬৪ জেলায় একযোগে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব' আয়োজন, ২০১৬ সালে এবং ২০১৮ সালে দ্বিতীয়বারের মতো ৬৪ জেলায় 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব' আয়োজন, ২০১৭ সালে দেশব্যাপী ৬৪ জেলায় 'বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব' আয়োজন করা হয়। এছাড়া ৬৪ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ফিল্ম সোসাইটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

দেশজুড়ে 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব' আয়োজন

ফরিদপুর

'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব-২০১৮' আয়োজন করে ফরিদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি। ৮-১৫ ডিসেম্বর আট দিনব্যাপী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ৬৪ জেলায় একযোগে আয়োজিত চলচ্চিত্র উৎসবের আওতায় ফরিদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব মিলনায়তনে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন বয়সের চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি দেখা যায় এ আয়োজনে। আট দিনব্যাপী এ আয়োজনে ৭০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

সিলেট

সবার জন্য চলচ্চিত্র, সবার জন্য শিল্প-সংস্কৃতি এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ৮ ডিসেম্বর থেকে সিলেটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮। উৎসব চলাকালীন নগরীর পূর্ব শাহী ঈদগাহ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত (১৪ ডিসেম্বর ব্যতীত) প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮:৩০টা পর্যন্ত বাছাইকৃত স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শিত হয়।

হবিগঞ্জ

দেশব্যাপী একযোগে বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে হবিগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় ৮ থেকে ১৪ ডিসেম্বর প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত একাডেমির চিত্রশালা কক্ষে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব প্রদর্শিত হয়। চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করেন সহকারী কমিশনার ও জেলা কালচারাল অফিসার জান্নাত আরা লিসা। উক্ত চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত প্রত্যেকটি ছবি আগত দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

সুনামগঞ্জ

৮ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ ঐতিহ্য জাদুঘর প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় আট দিনব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসবের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সহসভাপতি প্রদীপ পাল নিতাই।

খুলনা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ৬৪ জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী একযোগে বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮ গত ৮-১৫ ডিসেম্বর আট দিন খুলনা শহীদ হাদিস পার্কে অনুষ্ঠিত হয়।

কুড়িগ্রাম

'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮'র অংশ হিসেবে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কুড়িগ্রামের ব্যবস্থাপনায় ৮-১৪ ডিসেম্বর সাত দিনব্যাপী জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কুড়িগ্রাম চত্বরে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী অনুষ্ঠান জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক কর্মী ও সর্বস্তরের দর্শক এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা উপভোগ করেন।

যশোর

যশোর টাউন হল ময়দানে ৮-১৫ ডিসেম্বর আট দিনব্যাপী স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন বিকাল ৫টায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন, জেলা কালচালার অফিসার ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

কুষ্টিয়া

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সুষ্ঠু ও নির্মল চলচ্চিত্র চর্চার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী একযোগে 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব-২০১৮'র আয়োজনের অংশ হিসেবে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ৮-১৫ডিসেম্বর আট দিনব্যাপী বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বগুড়া

বগুড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ৮-১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ জেলা শিল্পকলা একাডেমি ডিসপ্লে গ্যালারিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে প্রায় ৭০টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। উৎসবে নেপাল কালচারাল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 'দ্যা রিবেল অব মাইন্ড' নিয়ে অংশগ্রহণ করায় সুপিন বর্মণকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন জেলা কালচারাল অফিসার মো. শাহাদৎ হোসেন।

বাগেরহাট

৮ ডিসেম্বর ২০১৮ সন্ধ্যা ৬টায় বাগেরহাট এসিলাহা মিলনায়তনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. জহিরুল ইসলাম। বাগেরহাট সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে বাগেরহাট বধ্যভূমি এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির সম্মুখভাগে নির্ধারিত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জেলা কালচারাল অফিসার মো. রফিকুল ইসলাম।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮' চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন এবং নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ চত্বরে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহের ব্যবস্থাপনায় 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮' জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ৮-১৫ ডিসেম্বর আট দিনব্যাপী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন নিয়মিত অসংখ্য দর্শক এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে চলচ্চিত্র উপভোগ করেন।

দিনাজপুর

দিনাজপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও মিলনায়তনে ৮-১৫ ডিসেম্বর প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত দর্শকরা জানান, 'শিল্পচর্চাকে আরো বেগবান করার জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ যা আপামর জনসাধারণের মনে সংস্কৃতির বীজ রোপণ করতে সহায়ক হবে।

ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় আট দিনব্যাপী এ উৎসবের চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শিত হয় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮'র মানসম্মত চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণ এবং অনুধাবন করাসহ তরুণ প্রজন্মের মাঝে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ ও প্রসার লাভ করা এবং চলচ্চিত্রের দর্শকদের শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র অবলোকন, অনুধাবন, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, আলোচনা-সমালোচনার সৃজনশীল মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম

'সবার জন্য চলচ্চিত্র, সবার জন্য শিল্প-সংস্কৃতি' স্লোগান নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি একযোগে ৬৪ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ৮-১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে। চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা

একাডেমিতে ৮ ডিসেম্বর থেকে চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়। উদ্বোধনী দিনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শৈবাল চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কালচারাল অফিসার মো. মোসলেম উদ্দিন সিকদার। প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়। উৎসবে যেসব চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় সে সব হচ্ছে ৮ ডিসেম্বর- কবি স্বামীর মৃত্যুর পর আমার জবানবন্দি, গল্প-সংক্ষেপ, ইতিবৃত্ত কিংবা বাস্তবতার পুনরারম্ভ, সিজড প্লেজার, এ লিটল রেড কার, পুতুল পুরান, জল ও পানি, ভয়। ৯ ডিসেম্বর- ঘ্রাণ, তৃতীয় সূত্র, এ লং ড্রাইভ, আমারে কেউ চেনেন?, ব্রেইন ড্রেইন, লাল সবুজের দীপাবলি, কমলাপুরান, স্বপ্নের ময়না, এই শহরে, কৃষ্ণকলি, সহজ মানুষ। ১০ ডিসেম্বর- ধনধান্য পুষ্প ভরা, ঘণ্টা, বিয়ন্ড ইকুয়েশন, তৃতীয় সত্তা, হুইসেল, আইডেনটিটি, মানুষই ধর্ম, ফিরে দেখা পূর্ব পাকিস্তান। ১১ ডিসেম্বর- গ্র্যান্ড মাস্টার ভিশন, ছাড়পত্র, প্রযত্নে, অকোপোকস, পুষ্পকথা, অপারেশন জ্যাকপট, উর্দি, জলকাব্য, সেলাইজীবন, পাহাড়ে মুক্তিযুদ্ধ, পিতা পাঠ। ১২ ডিসেম্বর- অনূঢ়া, একটি জিজ্ঞাসা, দোষী, লক্ষ্মী ঘট, দ্যা মোন, আ মরি মাতৃভাষা, সময়ের মুখ, দ্যা রিভেল অফ মাইন্ড, সম্প্রতি, দূর-আলাপন, শিল্প সারথী, উল্লাসের ক্যানভাস। ১৩ ডিসেম্বর- মাদার ট্যাং, অঙ্গজ, আই রিড ইন ক্লাস এইট, সাধুসঙ্গ, পতিপট, জীবন ও বিবিধ, কনটেমপ্লেশন, বিহাইন্ড দ্যা বুক, ব্লু আইস, অর্ঘ্য, জাকী। ১৪ ডিসেম্বর- এ বাইসাইকেল এন্ড এ থিফ, এ লেটার টু গড, বোধিবৃক্ষ, ফিরে দেখা ৪৭, আগুন খেলা, যে আলো চিরঞ্জীব, জলকন্যা, তাড়ন।

রাজবাড়ী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ সুষ্ঠু ও নির্মল চলচ্চিত্র বিকাশ করার লক্ষ্যে বিগত সাত বছর যাবৎ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সে ধারাবাহিকতায় ৮-১৪ ডিসেম্বর রাজবাড়ী জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮' আয়োজন করা হয়।

গাইবান্ধা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ৬৪ জেলায় এ চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনের ধারাবাহিকতায় গাইবান্ধা জেলা শিল্পকলা একাডেমি ৮-১৫ ডিসেম্বর চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করে। পৌরপার্কে অবস্থিত পৌর শহীদ মিনার চত্বরে সন্ধ্যা ৬টা থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হয়। প্রদর্শিত স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্রসমূহ দৈনন্দিন পার্কে আসা দর্শকদের মুগ্ধ করে। নবীন ও প্রবীণ চলচ্চিত্রপ্রেমীরা এসব চলচ্চিত্র দেখে অনুপ্রাণিত হয়।

ষড়ঋতুর পদাবলি

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এ রূপসী বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বৈচিত্র্যময় ঋতু। বাংলার প্রকৃতিতে ছয়টি ঋতুর স্বতন্ত্র উপস্থিতি এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে প্রতিটি ঋতুই স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে অপরূপ। ঋতুতে ঋতুতে এদেশে চলে সাজ বদল। এ সাজ বদলের পালায় বাংলাদেশের প্রকৃতি চির সজীব, চির বৈচিত্র্যময়। আমাদের শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চায় ঋতু বৈচিত্র্যের এ পালাবদলের প্রভাব বিদ্যমান।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের আয়োজনে ঋতু ভিত্তিক সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি নিয়ে 'ষড়ঋতুর পদাবলি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একাডেমির কণ্ঠশিল্পী ও নৃত্যশিল্পীদের অংশগ্রহণে ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় ছয়টি ঋতুকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গান, নৃত্য ও আবৃত্তি।

'আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের সংস্কৃতি' শীর্ষক আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চা, বাঙালি সংস্কৃতির অবস্থান এবং বিশ্বব্যাপী আমাদের সংস্কৃতি চর্চাকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের সংস্কৃতি' শীর্ষক আলোচনা সভার ১ম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল কো অর্ডিনেশন সেল'র আওতায় নিয়মিত আয়োজনের প্রথম পর্ব শুরু হয় ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ বিকেল ৪.৩০টায়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যজন লিয়াকত আলী লাকী ও দেশবরেণ্য চিত্রশিল্পী কনকচাঁপা চাকমা। বিশ্বব্যাপী আমাদের সংস্কৃতি চর্চাকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আলোচকদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির একটি নিয়মিত আয়োজন। আলোচনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার খন্দকার রেদওয়ানা ইসলাম।

শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বড় বড় আয়োজনে অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মহাপরিচালক বলেন, 'বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আয়োজনে নাটক, গান ও নৃত্যের শিশুদল ও বড়দের দল নিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। বহির্বিশ্বে এধরনের আয়োজনে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নিজের দেশকে তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে।'

১৯৮৭ সালে ভুটানে একক চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর মধ্যদিয়ে শুরু। এ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজিত ১৮টি একক ও ২৫০টি দলীয় প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাওয়ার কথা জানিয়ে শিল্পী কনকচাঁপা চাকমা (Kanak chanpa chakma) বলেন, 'তাসখান্দ বিয়েনাল, বেইজিং অলিম্পিকসহ বিভিন্ন আয়োজনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে। সারাবিশ্বে আমাদের শিল্পীদের কাজ প্রশংসিত হচ্ছে। আমরা এখন অনেকদূর এগিয়ে আছি।'

'উন্নয়ন ও সংস্কৃতি' বিষয়ক লেকচার ওয়ার্কশপের ২য় পর্ব অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে 'উন্নয়ন ও সংস্কৃতি' বিষয়ক লেকচার ওয়ার্কশপের ২য় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এবারের পর্বে মুখ্য আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিটের পরামর্শক দেবপ্রসাদ দেবনাথ। ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ বেলা ৩টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে সেমিনারটি শুরু হয় এবং শেষ হয় বিকাল ৫টায়। একাডেমির সচিব মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কালচারাল অফিসার মো. আসফ-উদ-দৌলা। সেমিনারে একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক জসিমউদ্দিন এবং চারুকলা বিভাগের পরিচালক আশরাফুল আলম পপলুসহ একাডেমির কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ২ অক্টোবর সকাল ১১টায় এ আয়োজনের ১ম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সংস্কৃতি ও উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক। সংস্কৃতির মূল কথা হলো সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও প্রগতি। শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়তে উন্নয়নের সাথে সংস্কৃতির মেল বন্ধন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞজনের উপস্থিতিতে 'উন্নয়ন ও সংস্কৃতি' নামে নিয়মিত এ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ফুল প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আয়োজনে, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ে 'বিজয়ফুল প্রতিযোগিতা ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ সকাল ১০টায় উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এন এম জিয়াউল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এসডিজি বিষয়ক) মো. মোকাম্মেল হোসেন। স্বাগত বক্তৃতা প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মো. আব্দুল মান্নান ইলিয়াস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালক আনজির লিটন।

প্রধান অতিথি বলেন, 'স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তঃশ্রেণি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শুরু হয়ে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যারা বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী হয়ে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে, তাঁদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। একইসাথে যারা জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হয়, তাঁদেরকেও অগ্রিম অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।' তিনি বলেন, 'বিজয়ী হওয়াই বড় কথা নয়, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণই মুখ্য বিষয় এবং এর মাধ্যমে প্রতিযোগীসহ নতুন প্রজন্মের মাঝে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ সঞ্চারিত হচ্ছে– সেটিই এ প্রতিযোগিতার বড় অর্জন।'

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বিজয়ফুল প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশু-কিশোর ও নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আরো ভালোভাবে ধারণ, লালন ও বিকাশ এবং উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তা করা।' তিনি বলেন, 'জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে সনদপত্র প্রদান করা হবে এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।'

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে বর্তমান সরকার যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, এটি তার মধ্যে অন্যতম এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় বিভিন্ন বিভাগের প্রতিযোগিতা। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের অংশগ্রহণে সাতটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার বিষয় বিজয়ফুল (শাপলা) তৈরি, মুক্তিযুদ্ধের গল্প রচনা, কবিতা রচনা, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, একক অভিনয় ও চলচ্চিত্র নির্মাণ। প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক শিট ও অন্যান্য উপকরণ আয়োজকদের পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে।

প্রতিযোগিতা শেষে বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একাডেমির শিশু সংগীত দল পরিবেশন করেন লালনগীতি 'সত্য বল সুপথে চল..',

লিয়াকত আলী লাকীর রচনা ও সুরে 'এ মাটি নয় জঙ্গিবাদের...' গানটি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করেন শিশু সংগীত দল। 'আমি ধন্য হয়েছি, আমি পূর্ণ হয়েছি..' পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী সেজুতি আক্তার। 'প্রতিদিন তোমায় দেখি সূর্যের আগে..' গানটি পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী সুমনা। একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায় মিলনায়তন ভর্তি দর্শকবৃন্দ উপভোগ করেন অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী। মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তামান্না তিথি।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ সকাল ৮-১০টা পর্যন্ত মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পীবৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করেন। আবৃত্তি শিল্পী শুপ্রভা সেবতী, আশরাফুল আলম, সাবিরা মাহবুব জনি, শিমুল মোস্তাফা, কাজী বুশরা তিথী, আহ্কামউল্লাহ আবৃত্তি পরিবেশন করেন। বাদ্যযন্ত্রে সহযোগিতা করেন মনির হোসেন (কিবোর্ড) ও মো. মনিরুজ্জামান (বাঁশি)। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মাসকুর-এ-সাত্তার কল্লোল। বিকাল ৫টায় সেগুনবাগিচায় একাডেমির নন্দনমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

ফরিদপুর

১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০১৮ পালন করেছে ফরিদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি। সকাল ৯টায় শেখ জামাল স্টেডিয়াম সংলগ্ন গণকবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন ফরিদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিল্পীবৃন্দ। সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে আলোক প্রজ্বলন ও মহান শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি বেগম উম্মে সালমা তানজিয়া।

সিলেট

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন এবং সবার মাঝে এ দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরার লক্ষ্যে সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমি ১৪ ডিসেম্বর বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮:৩০টা পর্যন্ত নগরীর পূর্ব শাহী ঈদগাহস্থ শিল্পকলা একাডেমিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবনগর, স্টপ জেনোসাইড, স্বাধীনতা কী করে আমাদের হলো– এ চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শিত হয়।

কুড়িগ্রাম

১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় কুড়িগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার আমিন আল পারভেজ, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম টুকু। এছাড়াও জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রশিক্ষকবৃন্দ, অফিসের কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সাংবাদিকসহ বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

যশোর

১৪ ডিসেম্বর যশোর জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০১৮ পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বিকাল ৫.৩০টায় চারখাম্বার মোড় হতে জেলার সব সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জেলা শিল্পকলা একাডেমির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বধ্যভূমিতে মহান শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আলোক প্রজ্বলন করা হয়।

গোপালগঞ্জ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসররা যে গণহত্যা চালিয়েছিল এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণহত্যার শিকার ও নির্যাতিত মানুষদের স্মরণ ও মর্যাদা দান এবং গণহত্যা প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক দিবস পালন উপলক্ষে আলোক প্রজ্বলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা সংলগ্ন বধ্যভূমিতে জেলা শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শান্তি মনি চাকমা।

চট্টগ্রাম

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ১৪ ডিসেম্বর শিল্পকলা একাডেমি অনিরুদ্ধ বড়ুয়া (অনি) মুক্তমঞ্চে স্মরণানুষ্ঠান, আলোক প্রজ্বলন ও মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. হাবিবুর রহমান। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহিদ জায়া বেগম মুশতারী শফি। শিল্পকলা একাডেমির কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বাগমনিরাম ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. গিয়াস উদ্দিন, শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম বাবু ও গ্রুপ থিয়েটার ফোরাম চট্টগ্রামের সভাপতি খালেদ হেলাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির জেলা কালচারাল অফিসার মো. মোসলেম উদ্দিন।

রাজবাড়ী

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০১৮ উপলক্ষে রাজবাড়ী লোকশেড বধ্যভূমিতে ১৪ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় পুষ্পমাল্য অর্পণ ও সন্ধ্যা ৬টায় প্রদীপ প্রজ্বলন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য কামরুন নাহার চৌধুরী।

গাইবান্ধা

১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন আলোচনা সভা আয়োজন করেছে। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আলোচনা সভা শুরুর আগে সকাল ১০টায় মহান মুক্তিযুদ্ধে মৃত্যুবরণকারী শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গাইবান্ধা জেলার পি, কে বিশ্বাস রোড সংলগ্ন শহিদ স্মৃতিফলকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এরপর আলোচনা সভা জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সেবাষ্টিন রেমা।

বগুড়া

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে বগুড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি আলোক প্রজ্বলনের মাধ্যমে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বিজয় দিবসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজন

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে দুদিনের কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ১৫ ডিসেম্বর বিকাল ৫টায় একাডেমির নন্দন মঞ্চে প্রথম দিনের আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর সকালে সাভারে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান একাডেমির কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। এদিন বিকাল ৫টায় একাডেমির নন্দন মঞ্চে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সাভার স্মৃতিসৌধ উন্মুক্ত মঞ্চে ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৮.৩০টায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কমিউনিটি পুলিশ ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ আয়োজনের এ অনুষ্ঠানে একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল, মুজিব পরদেশী, চন্দনা মজুমদার, নবীন কিশোর গৌতম, পুলক, স্বরণ, পারভেজ, রেশমী, মিলন বাউল এবং জামিল বাউল। নৃত্য পরিচালক রনী চৌধুরী পরিচালনায় ৬টি নৃত্য পরিবেশিত হয়।

জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিজয় দিবসের আয়োজন

ফরিদপুর

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দিনব্যাপী কার্যক্রমের মধ্যে সকাল ৮টায় শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ। শেখ জামাল স্টেডিয়ামে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং সন্ধ্যায় কবি জসীমউদ্‌দীন হলে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ফরিদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

সিলেট

১৬ ডিসেম্বর সকাল ৮টায় সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর সন্ধ্যা ৫:৩০টায় জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে কবি নজরুল অডিটোরিয়ামে 'সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সিলেটের জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী। জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্তের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি অব পুলিশ মো. কামরুল আহসান বিপিএম। আলোচনা পর্ব শেষে আবৃত্তিশিল্পী নন্দিতা দত্তের সঞ্চালনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনায় ও পরিচালনায় ছিলেন শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদ, একাডেমি ফর মণিপুরি কালচার এন্ড আর্ট, ছন্দনৃত্যালয়, পূর্ণিমা দত্ত রায়, জ্যোতি ভট্টাচার্য, অরুণ কান্তি তালুকদার, তন্বী দেব, শান্তনা দেবী ও প্রসেনজি দে শিপলু। এছাড়াও মঞ্চ পরিকল্পনা ও সজ্জায় ছিলেন বিজয় রায়।

হবিগঞ্জ

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে হবিগঞ্জ জালাল স্টেডিয়াম মাঠে সকাল ৮টায় কুচকাওয়াজ ও শরীরচর্চা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টায় নিমতলা কালেক্টরেট প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমি অংশগ্রহণ করে। দিনব্যাপী কার্যক্রম শেষে নিমতলা কালেক্টরেট প্রাঙ্গণে সন্ধ্যা ৬টায় 'সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিজয় দিবসের গান দিয়ে একক, দলীয় সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অঙ্গ সংগঠনের শিল্পীরা।

খুলনা

জেলা শিল্পকলা একাডেমি খুলনার পক্ষ থেকে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গল্লামারী স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় শহিদ হাদিস পার্কে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

যশোর

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে যশোর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর তিনটি গ্রুপে ৬০জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ৩টি বিভাগে মোট ৯জন ১ম, ২য় ও ৩য় নির্বাচিত হয়। অনুষ্ঠানে কার্যনির্বাহী কমিটির সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদযাপনের লক্ষ্যে সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমি র‍্যালি বের করে বিজয় স্তম্ভে পুষ্প অর্পণ করে। বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। বিকাল ৩টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি সভাকক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটির উপস্থিতিতে সহ-সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন ৩টি বিষয়ে মোট ৯জন বিজয়ীর মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন।

কুষ্টিয়া

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলায় ১১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৬ ডিসেম্বর জেলা শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয় এবং একই দিন সন্ধ্যায় কালেক্টরেট চত্বরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জ জেলায় ১৩ ডিসেম্বর কবিতা আবৃত্তি, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরিত পত্র নিয়ে পত্রপাঠ, চিত্রাঙ্কন ও সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম এবং সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমি গোপালগঞ্জ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্য প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বাগেরহাট

বাগেরহাট জেলা শিল্পকলা একাডেমি মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি সৌধে (দশানী) পুষ্পস্তবক অর্পণ করে এবং ওইদিন রাত ৮ টায় বাগেরহাটের শেখ হেলাল উদ্দিন স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ দুদিনব্যাপী জেলা শিল্পকলা একাডেমির চত্বরে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ রবিবার বাঙালি জাতির সর্বোচ্চ গৌরবের দিন উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সকাল ৬.৩০টায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা সম্বলিত স্মৃতিফলকে এবং শহিদ সাটু হল সংলগ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অতঃপর সকাল ৮.৩০টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যা ৬.৩০টায় নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ চত্বরে 'সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান, দলীয় নৃত্য, আদিবাসী নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের আদি লোক সংস্কৃতি গম্ভীরা পরিবেশন করা হয়। উল্লেখ্য যে, মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১০ ডিসেম্বর 'বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালিতে' অংশগ্রহণ করা হয়।

দিনাজপুর

জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি, দিনাজপুরের আয়োজনে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় আরো, সুন্দর, সুষ্ঠু, জাঁকজমকপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপনের লক্ষ্যে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, দিনাজপুর আর্টগ্যালারিতে গত ১৪-১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর 'সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক আলোচনা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিনাজপুর জিলা স্কুল অডিটোরিয়াম, দিনাজপুর সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয়।

মৌলভীবাজার

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস-২০১৮ উপলক্ষে বিজয়ের প্রথম প্রহরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের স্মরণে মৌলভীবাজার কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধ গণকবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মো. তোফায়েল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক মিন্টু, কালচারাল অফিসার জ্যোতি সিনহাসহ জেলা শিল্পকলা একাডেমির সদস্য ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। সকাল ৮.৩০টায় মৌলভীবাজার স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সন্ধ্যা ৬.৩০টায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, হবিগঞ্জ

মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। আলোচনা সভার পরপরই মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও শিশু একাডেমির যৌথভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

ঠাকুরগাঁও

'মহান বিজয় দিবস-২০১৮' উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঠাকুরগাঁও জেলা শিল্পকলা একাডেমি ঠাকুরগাঁও বড়ো মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে একাডেমির শিল্পী, শিক্ষার্থী এবং জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পীরা বিভিন্ন পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় দেশাত্মবোধক সংগীত, আধুনিক সংগীত, কবিতা আবৃত্তি, আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, শিশুদের অংশগ্রহণে সংগীত ও নৃত্যসহ নানান মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল পথ নাটক, সমবেত ও একক সংগীত, দলীয় নৃত্য, বৃন্দ ও একক আবৃত্তি ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন।

মহান বিজয় দিবস-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মো. আবদুল মান্নান। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. শিরীন আখতার। আলোচনা সভা শেষে শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া ১৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম হানাদারমুক্ত দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ১৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় শিল্পকলা একাডেমির মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভা, জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পকলা একাডেমির সংগীত দল।

রাজবাড়ী

সকাল ৬.৩০টায় রাজবাড়ীতে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিফলকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। সকাল ৯টায় কাজী হেদায়েত হোসেন স্টেডিয়ামে জেলা শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় জাতীয় সংগীত মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও কুচকাওয়াজ শুরু হয়। সন্ধ্যা ৭.৩০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে শহিদ খুশি রেলওয়ে ময়দানে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মো.শওকত আলী। আলোচনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

গাইবান্ধা

জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংগীত, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ও অভিনয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৫ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবনে এ আয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহণ করে। মহান মুক্তিযুদ্ধকে বিষয়বস্তু করে সংগীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি ও একক অভিনয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রমতোষ সাহা। ১৬ ডিসেম্বর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণে সকাল ৬টায় জেলার বিজয়স্তম্ভে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ। বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে শাহ আব্দুল হামিদ স্টেডিয়াম মাঠে সকাল ৮ টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীরা। সন্ধ্যা ৬.৩০টায় জেলা প্রশাসন গাইবান্ধার আয়োজনে স্বাধীনতা প্রাঙ্গণ গাইবান্ধায় 'সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

লালমনিরহাট

মহান বিজয়ের চেতনাকে সঞ্চারিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও লালমনিরহাট জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ, শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামফলকে শহিদদের স্মরণে জেলা শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পিত হয়েছে। সকাল ৯টায় শেখ কামাল স্টেডিয়াম লালমনিরহাটে জেলা প্রশাসক কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে

জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এছাড়াও সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, রংপুর ও ঝিনাইদহসহ সব জেলা শিল্পকলা একাডেমি বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে দিবসটি উদযাপন করে।

সপ্তাহব্যাপী 'বিজয়ের মহোৎসব' অনুষ্ঠিত

বিজয়ের মহোৎসব ২০১৮

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি 'বিজয়ের মহোৎসব ২০১৮' শিরোনামে সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ২১-২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ প্রতিদিন নানান আয়োজনে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় বিজয়ের মাসে 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় শিল্প নিয়ে পৌঁছে যাবো আমরা উন্নতির শিখরে' স্লোগানে এ আয়োজন প্রতিদিন ৪:৩০টায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দিয়ে শুরু হয়। চলচ্চিত্র, নাটক, পালা, সংগীত ও নৃত্য, অ্যাক্রোবেটিকসহ নানান ধরনের পরিবেশনা ছিল।

২১ ডিসেম্বর ২০১৮ সাড়ে ৪টায় একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সপ্তাহব্যাপী এ 'বিজয়ের মহোৎসব ২০১৮' শুরু হয়। শুরুতে প্রামাণ্যচিত্র ' আমাদের বঙ্গবন্ধু' এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'গল্প সংক্ষেপ' প্রদর্শিত হল। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যজন মঞ্চসারথী আতাউর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. আফসার আহমদ, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল কামাল বায়েজিদ।

২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ সাড়ে ৪টায় একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শুরু হয় শেষ দিনের আয়োজন। শুরুতে প্রামাণ্যচিত্র অপারেশন জ্যাকপট প্রদর্শিত হয়। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক হাসান আরিফ এবং মঞ্চ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অভিনেতা জাহিদ হাসান।

চিত্রশিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর-এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শোক

বাংলাদেশের প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর-এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গভীর শোক প্রকাশ করেছে। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

২৯ ডিসেম্বর বেলা ৩টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণে তাঁর লাশ নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁর সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেখানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, চিত্রশিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর-এর মৃত্যুতে দেশ একজন বরেণ্য চিত্রশিল্পী হারাল। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সূচনালগ্ন থেকে তিনি একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। চারুকলায় তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্য বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে দীর্ঘকাল স্মরণ করবে।

উল্লেখ্য, ২৯ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ১১ টায় রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডের বাসভবনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

৬৪ জেলায় যাত্রাপালার আয়োজন : যাত্রাশিল্পে সুদিনের সন্ধান

যাত্রাপালা বাঙালি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এক সময় বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল যাত্রাপালা। যাত্রাপালার মধ্যে ঐতিহাসিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি উঠে আসে সামাজিক নানা অসংগতি ও অনিয়মের প্রতিচিত্র। গত শতকের নব্বই দশক পর্যন্ত যাত্রা একটি জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যম হিসেবে এ দেশের দর্শকমহলে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কারণে যাত্রাশিল্প তার অবস্থান হারাতে বসেছে।

ঐতিহ্য হারাতে বসা যাত্রাশিল্পের সুদিন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। সে ধারাবাহিকতায় একাডেমি দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪ যাত্রাপালার আয়োজন করেছিল

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি হারাতে বসা যাত্রাশিল্পের সুদিন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। 'যাত্রা শিল্পের নবযাত্রা' স্লোগান ধারণ করে যাত্রা-নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কয়েক বছর ধরে শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক যাত্রাদল নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, ইতিমধ্যে ১০৬টি যাত্রাদলকে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। যাত্রাদল নিবন্ধনের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ১২ ও ১৩ নভেম্বর ১০ম যাত্রা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ইতিমধ্যে 'ঈশা খাঁ' শিরোনামে একটি প্রত্নযাত্রা নির্মাণ এবং মুনীর চৌধুরী রচিত 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটককে যাত্রাপালায়

রূপান্তর করে মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে পাঁচটি যাত্রাপালা নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪ দেশীয় যাত্রাপালা নির্মাণ করল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ৬৪ দেশীয় যাত্রাপালা নির্বাচন করে জেলায় পাঠানো হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে পালাগুলোর নির্মাণ ও মঞ্চায়ন কার্যক্রম শেষ হয়। শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ইতিবাচক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে যাত্রাশিল্পের হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার এ প্রয়াস ছিল একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর।

শিল্পে ঐকতানের সমন্বয়ে দেশজ ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি চর্চা লালন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। নাটক, পাপেট, চলচ্চিত্র, যাত্রা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে একাডেমির

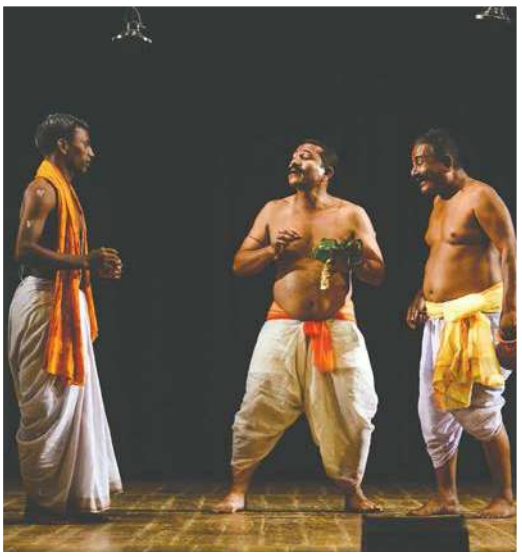

৬৪ জেলার যাত্রা ও পালাকারের নাম

ক্রম	জেলা	যাত্রার নাম	পালাকার
১.	নোয়াখালী	পিতৃহত্যার প্রতিশোধ	আবুল কাশেম
২.	সিলেট	নবাব সিরাজউদ্দৌলা	আবদুস ছামাদ
৩.	সাতক্ষীরা	নিয়তি কাঁদছে ভাগ্যের কারাগারে	মাস্টার শফিকুল ইসলাম
৪.	ময়মনসিংহ	আশার সৌধ	লক্ষণ চন্দ্র ধর
৫.	মানিকগঞ্জ	সাগর ভাসা	মো.সামসুল হক
৬.	চাঁদপুর	আলোমতি ও প্রেমকুমার	সামসুল হক
৭.	লালমনিরহাট	বিজয় নিশান	শাহজাহান আলী
৮.	খুলনা	মাটি আমার মা	সুকান্ত সরকার
৯.	দিনাজপুর	জ্বলন্ত বারুদ	হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস
১০.	পঞ্চগড়	গরিবের আর্তনাদ	মতিউর রহমান
১১.	নরসিংদী	বনবাসী রূপবান	হাফিজুর রহমান খান বকুল
১২.	নাটোর	রাজা হরিশ চন্দ্র	কালীপদ দাস
১৩.	কুমিল্লা	সমশের গাজীর বিদ্রোহ	আহম্মেদ কবীর
১৪.	নেত্রকোনা	বিরহী দেওয়ান	শফিকুল ইসলাম খান
১৫	পটুয়াখালী	রাখাল বন্ধু	সামসুদ্দিন আহম্মদ
১৬.	মুন্সিগঞ্জ	বিক্রমপুর কেল্লা	এইচ কে আলগীর স্বপন
১৭.	ঠাকুরগাঁও	শাপ মোচন	আবুল কাশেম প্রধান
১৮.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	লাইলি মজনু	কাজী নজরুল ইসলাম
১৯.	বগুড়া	সুজন বেদের ঘাট	এম এ মজিদ
২০.	কিশোরগঞ্জ	কুশিনগরের উপাখ্যান	শুভাশীস বাপ্পী
২১.	সুনামগঞ্জ	নদীয়ায় নিমাই	তরণী কান্ত দে
২২.	শেরপুর	সুজন মালা	রফিকুল ইসলাম রানা
২৩.	গোপালগঞ্জ	গুনাইবিবি	সম্পাদনা : আবুল কালাম
২৪.	ঢাকা	ক্ষণিকের দুনিয়ায়	মতিউর রহমান রানা
২৫.	বান্দরবান	ফুল্লরা অপেরা	নাজমুল আলম
২৬.	কুষ্টিয়া	কারবালার কান্না	মো. আইয়ুব হোসেন
২৭.	নারায়ণগঞ্জ	বেদকন্যা	মাস্টার সেকেন্দার আলী
২৮.	খাগড়াছড়ি	রক্ত সিঁদুর	কালীপদ বিশ্বাস
২৯.	বাগেরহাট	বাগ্‌দত্তা	জিতেন বসাক
৩০.	হবিগঞ্জ	কমলা সুন্দরী	কালীপদ দাস
৩১.	মাদারীপুর	রাজরক্ত	জালাল উদ্দিন
৩২.	ফরিদপুর	বিদূষী ভার্যার সংসার	অরবিন্দ মণ্ডল
৩৩.	ঝালকাঠি	রাক্ষসী মধুমতী	কালীপদ বিশ্বাস
৩৪.	জামালপুর	বিদ্রোহী বুড়িগঙ্গা	আমিনুর রহমান সুলতান
৩৫.	বরিশাল	দাতা হাতেম তায়ী	মিলনকান্তি দে
৩৬.	কক্সবাজার	টিপু সুলতান	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৩৭.	নওগাঁ	মধুমালা	জসিমউদদিন
৩৮.	রাজশাহী	অপূর্ণ বাসনা	সাজিদ সাজ্জাদ
৩৯.	গাইবান্ধা	চন্দন মালা	ময়নুল হোসেন
৪০.	চট্টগ্রাম	সোহরাব রুস্তম	ব্রজেন্দ্রকুমার দে
৪১.	রংপুর	রংপুরের স্বাধীন নবাব	নুরুদ্দিন মোহাম্মদ বাকের জং
৪২.	গাজীপুর	ভাওয়াল রাজা সন্ন্যাসী	আহাদ ভাওয়াল
৪৩.	ভোলা	কাঞ্চনমালা	মঈন আহমেদ
৪৪.	জয়পুরহাট	যৌতুক হলো অভিশাপ	মতিউর রহমান
৪৫.	বরগুনা	কলি কালের মেয়ে	ননী চক্রবর্তী
৪৬.	পিরোজপুর	এ কালের মীরজাফর	রাধাকান্ত দাস
৪৭.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	রক্তে রাঙানো বর্ণমালা	মিলন কান্তি দে
৪৮.	নড়াইল	বিদ্রোহী ফকির মজনু শাহ্	এম এ মজিদ
৪৯.	যশোর	গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম	সত্যপ্রকাশ দত্ত
৫০.	মৌলভীবাজার	মমতাময়ী মা	নির্মল কুমার মুখোপাধ্যায়
৫১.	ঝিনাইদহ	বিপ্লবী বাঘা যতীন	সরোয়ার জাহান বাদশা
৫২.	মেহেরপুর	ছিন্ন শির	নাসির উদ্দীন
৫৩.	মাগুরা	আমার মানসপ্রতিমা	রাখাল বিশ্বাস
৫৪.	লক্ষ্মীপুর	ছয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামান	হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস
৫৫.	রাঙামাটি	রক্ত নদীর ধারা	কমলেশ ব্যানার্জী
৫৬.	ফেনী	বাংলার মহানায়ক	মিলন কান্তি দে
৫৭.	সিরাজগঞ্জ	শিরি-ফরহাদ	পরিতোষ ব্রহ্মচারী
৫৮.	নীলফামারী	কর্মক্ষেত্র	মুকুন্দ দাস
৫৯.	রাজবাড়ী	ভেনিস সওদাগর	আব্দুস সেলিম
৬০.	শরীয়তপুর	আলিফ লায়লা	কাজী জাহাঙ্গির হোসেন
৬১.	কুড়িগ্রাম	রক্তে মাখা স্বদেশ	মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন
৬২.	টাঙ্গাইল	ভাঙে নদী কান্দে মানুষ	আব্দুস ছামাদ
৬৩.	পাবনা	বিষাদ সেঁধেছিল সুর	মুহম্মদ শফি
৬৪.	চুয়াডাঙ্গা	কাজল রেখা	সাহিদ হাসান

নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ। এর মধ্যে অন্যতম যাত্রাপালা। যাত্রাপালা আমাদের দেশের সুদূর অতীতে গ্রামে সুরুচিপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বিনোদন হিসেবে দর্শককে বিপুল আনন্দ প্রদান করত এবং বিনোদনের অন্যতম শিল্প মাধ্যম ছিল। যাত্রাপালার পুরোনো সে ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ও যাত্রা শিল্পকে দর্শকনন্দিত করার জন্য শিল্পকলা একাডেমি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে দেশের ৬৪ জেলা শিল্পকলা একাডেমির অংশগ্রহণে ৭৬টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় নাট্যোৎসব', ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে দেশের ৬৪ জেলার অংশগ্রহণে আয়োজন করে 'স্বপ্ন ও দ্রোহের নাট্যোৎসব', ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দেশের ৬৪ জেলা শিল্পকলা একাডেমির অংশগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় 'সাহিত্য নির্ভর জাতীয় নাট্যোৎসব' এবং মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মূল্যবোধের নাট্য উৎসব আয়োজন করে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জেলাভিত্তিক কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ অবলম্বনে নির্মিত হয় ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটক। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৬৪ জেলায় নির্মিত হলো দেশীয় যাত্রাপালা। এ ছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নির্মিত হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ৬৪টি নাটক।

ইতিমধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সুষ্ঠু যাত্রা শিল্পের প্রসারের জন্য যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১২ প্রণীত হয়েছে। এ নীতিমালার আলোকে ২০১৩ থেকে শিল্পকলা একাডেমি যাত্রাশিল্প নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করেছে। একাডেমিতে আবেদন ও নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১০৬টি যাত্রাদলকে নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া যাত্রাশিল্পের উন্নয়নে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনীসহ বিভিন্নভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

নেত্রকোনায় চারুকলা বিষয়ক কর্মশালা

নেত্রকোনা জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭ দিনের চারুকলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ৮ থেকে ১৪ জানুয়ারি এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এক সপ্তাহের কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ বিভাগের ইনস্ট্রাক্টর (চারুকলা) জান্নাতুল ফেরদৌস কেয়া এবং নেত্রকোনা জেলা শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিষয়ক প্রশিক্ষক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ শিল্পীবৃন্দ। কর্মশালার সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেছেন নেত্রকোনা জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

কর্মশালা শুরু হয় ৮ জানুয়ারি বিকেল ৪টায়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন নেত্রকোনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. খালিদ হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের প্রশিক্ষকসহ বণিক মলু। ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কর্মশালা চলে।

কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন স্মরণানুষ্ঠান

বাংলা সিনেমার মহীরুহ ও প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন গত হয়েছেন ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর। তাঁর স্মরণে ১১ জানুয়ারি স্মরণসভার আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। স্মরণসভাটি আয়োজিত হয় যৌথ উদ্যোগে। একাডেমির সাথে ছিল ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম। কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের স্মরণসভাটি বিকেল সাড়ে ৫টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় নব্য ধারার চলচ্চিত্রের অন্যতম পথিকৃৎ, পরিচালক মৃণাল সেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। ১৯২৩ সালের ১৪ মে জন্ম নেয়া উপমহাদেশের কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন প্রয়াত হন ৯৫ বছর বয়সে। বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকারের প্রয়াণে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ যেন শোকাহত।

স্মরণসভায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়ার সভাপতি প্রেমেন্দু মজুমদার, নির্মাতা আকরাম খান, ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক জাহিদুর রহিম, বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন মামুনসহ গুণী নির্মাতা ও কলাকুশলীদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

দেশজুড়ে শহিদ মিনার পরিচ্ছন্নতা ও শিশুনাট্য কর্মশালা

'স্মৃতির মিনার মোর পবিত্র, ভাষার মান সমুন্নত' স্লোগানে দেশজুড়ে শহিদ মিনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন। ১৩ জানুয়ারির এ যৌথ আয়োজনে সারা দেশে জেলা শিল্পকলা একাডেমি এবং পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন। সবাই মিলে শহিদ মিনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে দেশব্যাপী এ আয়োজনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঁচ শতাধিক শিশুর অংশগ্রহণে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালিত হয়। ১৩ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টায় কর্মসূচির উদ্বোধন করেন একাডেমির মহাপরিচালক ও পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা লিয়াকত আলী লাকী। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। এরপর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিশুরা শহিদ মিনার পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ করে।

সকাল ১০টায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর শুরু হয় শিশু শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।

'বুকের মধ্যে আকাশ...' এবং 'মঙ্গল হোক এ শতকে...' গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যদল। একক সংগীত পরিবেশন করে শিশু শিল্পী ফারিহা খালদুন, সাদিয়া সেমন্তী মেহের জামান, সেঁজুতি ও শ্রাবন্তী। এ ছাড়া শিশু

অ্যাক্রোবেটিক দলের অ্যাক্রোবেট প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচজন শিশু চিত্রশিল্পী অনুষ্ঠানের শুরু থেকে চিত্রাঙ্কনে অংশগ্রহণ করে। তারা হলো নুসরাত জাহান নুহা, শাখাওয়াত হোসেন, সাফায়েত বিন ইমরান, নাজমুল ইসলাম ও ওয়ালিদ আহমেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তামান্না তিথি ও আব্দুল্লাহ বিপ্লব।

একাডেমির শিল্পীদের 'সুরের ছোঁয়া'

সে এক সুরের মূর্ছনায় অবগাহন করার সন্ধ্যা বটে। দিনটি ছিল ১৫ জানুয়ারি। এ দিন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীদের অংশগ্রহণে সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করে। আয়োজনের নাম 'সুরের ছোঁয়া'। সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজনের শুরু হয়।

একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর ভাবনা ও পরিকল্পনায় একাডেমির সচিব ও প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক ড. কাজী আসাদুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে এবং ইবনে রাজনের সংগীত পরিচালনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীদের

অংশগ্রহণে সংগীত সন্ধ্যার আয়োজনটি মুগ্ধ করে অতিথিদের। একাডেমির সংগীত ও যন্ত্রশিল্পীদের অংশগ্রহণে দলীয় সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, আধুনিক সংগীত, লালন সংগীতসহ ২০টি গান পরিবেশিত হয় অনুষ্ঠানে। গানের মধ্যে 'ও আলোর পথযাত্রী..' এবং 'সোনাই বান্ধাইয়া নাও..' দলীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পরিবেশনা। রবীন্দ্র সংগীত 'একটুকু ছোঁয়া লাগে...' এবং 'তোমার খোলা হাওয়া...' গেয়েছেন শিল্পী মোহনা দাস। 'আজও মধুরও বাঁশি বাজে...' এবং 'নয়ন শরশী কেন...' গান পরিবেশন করেন শিল্পী হিমাদ্রি রায়। 'এমনি বরষা ছিল সেদিন...' এবং 'হৃদয় কাদা মাটির কোন মূর্তি নয়...' গান পরিবেশন করেন শারমিন আক্তার। 'কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে...' এবং 'বন্ধু রঙ্গিলা রঙ্গিলা...' পরিবেশন করেন শিল্পী আবিদা রহমান সেতু। 'তখন তোমার একুশ বছর...' এবং 'বলছি তোমার কানে...' পরিবেশন করেন শিল্পী সুচিত্রা রানী সূত্রধর। 'কারো রবে না এ ধন...' এবং 'তোমার দিল কি দয়া...' পরিবেশন করেন শিল্পী রোকসানা আক্তার রূপসা। 'ও যার নাম শুনিলে আগুন জ্বলে...' এবং 'ওরে তুই আমারে করলি পাগল...' পরিবেশন করেন শিল্পী সরদার হীরক রাজা। 'জীবনের এতগুলো দিন...' এবং 'ও ডাক্তার...' গান পরিবেশন করেন শিল্পী আব্দুলাহেল-রাফি তালুকদার। 'বাবা বলে ছেলে নাম করবে...' এবং 'আমায় ডেকো না...' গান পরিবেশন করেন শিল্পী সোহানুর রহমান। এ ছাড়া 'বুকের ভেতর আকাশ নিয়ে...' এবং 'মঙ্গল হোক এ শতকে...' গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন একাডেমির নৃত্যদল।

মৌলভীবাজারে নৃত্য প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ৭ দিনের নৃত্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মো. রোকন উদ্দিন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য ও শিল্পচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সুন্দর এবং সোনার বাংলাদেশ গড়তে সবার আগে প্রয়োজন সোনার মানুষ। একমাত্র শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই সোনার মানুষ গড়া সম্ভব।' এর আগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষক ফিফা চাকমার তত্ত্বাবধানে এবং দুই প্রশিক্ষক নাজিয়া আক্তার চৌধুরী এবং দ্বীপ দত্ত আকাশের সহযোগিতায় সপ্তাহব্যাপী কর্মশালায় ৫২ জন শিশুকে নৃত্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আলোচনা পর্ব শেষে প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীরা মিলে দলীয় এবং একক নৃত্য পরিবেশন করেন। সব শেষে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করা হয়।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার জ্যোতি সিনহা বলেন, 'সাংস্কৃতিক চর্চা শুদ্ধরূপে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে জেলা শিল্পকলা একাডেমি। ভবিষ্যতে আরও প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে নতুন নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করা হবে।'

কুষ্টিয়ায় বিশেষভাবে সক্ষমদের অংশগ্রহণে সংগীতানুষ্ঠান

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করেছিল অটিস্টিক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে মতবিনিময় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। কুষ্টিয়া জেলার বিশেষভাবে সক্ষম এমন কয়েকজন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আছেন যাঁরা নিজেরা শুধু ভালো গানই করেন না, কর্মক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত এবং আত্মনির্ভরশীল। তাঁরা সবাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-আবদুর রহমান, এসএম টিপু সুলতান, দিপু সরকার, সুজন রহমান, অঞ্জনা রানী হালদার, রতন কুমার সরকার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কালচারাল অফিসার মো. সুজন রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সাধারণ সম্পাদক জনাব আমিরুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন আশরাফ উদ্দিন নজু। বিশেষভাবে সক্ষম উপস্থিত ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তাদের সুন্দর গানের পরিবেশনা দর্শকদের অভিভূত করে। তাদের সুরেলা কণ্ঠের মধুর সংগীত পরিবেশন সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপভোগ করে। শিল্পকলা একাডেমির এ ধরনের উদ্যোগের সবাই প্রশংসা করে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কুষ্টিয়া এবং সহযোগিতা করে অটিস্টিক ও বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে গঠিত সংস্থা দিশাব, কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়ার মতো গোপালগঞ্জেও বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল।

গোপালগঞ্জে 'একাত্তরের যশোর রোড'

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট গোপালগঞ্জ জেলা শাখার আয়োজনে নাট্য উৎসবে অংশ নিয়েছিল গোপালগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি। ২২ জানুয়ারি স্থানীয় পৌর পার্ক প্রাঙ্গণে গোপালগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির নাট্য প্রশিক্ষক শেখ আব্দুস সবুরের নির্দেশনায় 'একাত্তরের যশোর রোড' নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাট্য উৎসবের প্রথম দিনে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, মুকসুদপুর উপজেলা শাখা ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি গোপালগঞ্জ নাটক মঞ্চস্থ করে। এ ছাড়া ২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি ৩ দিনের উৎসবে মোট ৬টি নাটক মঞ্চায়ন করা হয়েছে।

নৃত্যাচার্য বুলবুল চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী

বছরজুড়ে একাডেমির নানা আয়োজন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার যৌথ আয়োজনে উপমহাদেশের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালা।

উপমহাদেশের কিংবদন্তি নৃত্যপরিচালক নৃত্যাচার্য বুলবুল চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২১ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী এবং মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সভাপতি মিনু হক।

এছাড়া বছরজুড়ে অনুষ্ঠানমালায় থাকবে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ, আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবসে নৃত্য উৎসব আয়োজন, নৃত্যনাট্য উৎসব, দেশব্যাপী নৃত্য প্রতিযোগিতা, 'বুলবুল চৌধুরীর নৃত্যধারা' বিষয়ক সেমিনার, গুণী শিল্পীদের সম্মাননা প্রদানসহ নানা কর্মযজ্ঞ।

উল্লেখ্য, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী ১ জানুয়ারি ১৯১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয় পর্যায়ে নৃত্যচর্চায় বিশেষ অবদানের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁর সমান খ্যাতি রয়েছে। তার নাম অনুসারে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি নামে বাংলাদেশে স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র রয়েছে। নৃত্যশিল্পের বাইরে তিনি লেখক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

একাডেমির কর্মকর্তাদের বার্ষিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

জেলা ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ঢাকা এবং ঢাকাসহ সব জেলার কর্মকর্তাদের নিয়ে ২ দিনের এ প্রশিক্ষণ শুরু হয় ২৫ জানুয়ারি সকাল ১০টায়। কক্সবাজারের বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে একাডেমির ঢাকা এবং জেলা কার্যালয়ের ৬৩ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নাট্যকলা বিভাগের পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া, প্রকাশনা ও গবেষণা বিভাগের পরিচালক মো. জসিম উদ্দিন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন একাডেমির সচিব ড. কাজী আসাদুজ্জামান।

কর্মশালায় সারা দেশে বছরব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, জেলা উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি তত্ত্বাবধানে ও সমন্বয়, জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা, ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের ডকুমেন্টেশন ও ৬৪ জেলায় দেশীয় যাত্রাপালা নির্মাণ কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সেল গঠন ও পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা আলোচনা করেন মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। জেলা কালচারাল অফিসারবৃন্দ নিজ নিজ জেলা শিল্পকলা একাডেমির কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন তুলে ধরেন।

২৫ জানুয়ারি প্রথম দিনের প্রশিক্ষণ শেষে বিকেল সাড়ে ৬টায় কক্সবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমি কক্সবাজার জেলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সচিব ড. কাজী আসাদুজ্জামান, কক্সবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ পাল বিসু এবং কালচারাল অফিসার সুদীপ্তা চক্রবর্তী।

সারা দেশে জেলা কার্যালয়ে কর্মরত ১৪ জন কালচারাল অফিসারকে ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ 'সৃজনশীল কালচারাল অফিসার সম্মাননা ২০১৮' প্রদান করা হয়। পদক প্রাপ্তরা হলেন রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, বগুড়া, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, মৌলভীবাজার, নরসিংদী, গাজীপুর ও রংপুর জেলায় কর্মরত কালচারাল অফিসার যথাক্রমে আসাদুজ্জামান সরকার, মো. আরজু পারভেজ, অসিত বরণ দাশ গুপ্ত, পার্থ প্রতিম দাশ, আল মামুন বিন সালেহ, শাহাদাৎ হোসেন, আহমেদ মঞ্জুরুল

হক চৌধুরী, সৈয়দ জাকির হোসেন, মো. মোসলেম উদ্দিন, মো. সুজন রহমান, জ্যোতি সিনহা, শাহেলা খাতুন, শারমীন জাহান ও নুঝাত তাবাসসুম রিমু।

দ্বিতীয় দিনে ২৬ জানুয়ারি সকাল ১০টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে শেষ হয় দুপুর ২টায়। সমাপনী বক্তব্যে মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, 'এটা শুধু কর্মশালা ছিল না, এটি ছিল আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা। এ ধারায় এগিয়ে গেলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে।'

সিলেটে সপ্তাহজুড়ে সংগীত কর্মশালা

শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সিলেটে হয়েছে সপ্তাহব্যাপী সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। কর্মশালার উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য লোকসংগীত শিল্পী সুষমা দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্তের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সংগীত সংগঠন সমন্বয় পরিষদ সিলেটের সভাপতি হিমাংশু বিশ্বাস ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সিলেটের সাধারণ সম্পাদক গৌতম চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর জেলা কালচারাল অফিসার ও কর্মশালার প্রশিক্ষক মিনু আরা পারভীন। কর্মশালায় ৭২জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কর্মশালার আয়োজনটি শেষ হয় ৩ ফেব্রুয়ারি।

সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রশিক্ষণ কক্ষে। অনুষ্ঠানে জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্তের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম। কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন একাডেমির প্রশিক্ষণ মিনু আরা পারভীন। একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী নাফিসা তানজীন ও সানজানা ইসলাম স্বর্ণার উপস্থাপনায় প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সুমাইয়া ইসলাম শোভা ও শুভ্র দীপ দাস শুভ। এরপর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা সংগীত পরিবেশন করেন। সবশেষে প্রধান অতিথি কর্মশালায় সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীর হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

জয়পুরহাটে বঙ্গবন্ধু আর্ট গ্যালারি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন কর্মের ওপর দুর্লভ প্রায় একশ' আলোকচিত্রের সমন্বয়ে 'বঙ্গবন্ধু আর্ট গ্যালারি' তৈরি করা হয়েছে।

ওস্তাদ আজিজুল ইসলামের একক বাঁশি সন্ধ্যা

ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম। যিনি ক্যাপ্টেন আজিজ ইসলাম নামে পরিচিত। পেশাগত জীবনে নাবিক, ভারতীয় ধ্রুপদি সংগীতের একনিষ্ঠ অনুরাগী। কর্মজীবনের পাশাপাশি শাস্ত্রীয় সংগীত শোনা ও চর্চা অব্যাহত রাখেন। সংগীতে প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও, সত্য ও সুন্দরের সন্ধানে ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলাম ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠেন এক আত্মপ্রত্যয়ী সুরস্রষ্টা। তার শিল্পজীবন উৎসর্গীকৃত হয়েছে শিল্পের উৎকর্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষায়। তার বাঁশির সুর মন্ত্রমুগ্ধের মতো টানে মানুষকে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও একুশে পদকপ্রাপ্ত এ গুণী শিল্পীকে নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে জাতীয় নাট্যশালার মিলনায়তনে ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় একক বাঁশি সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে হামীর, চন্দ্রকোষ, মিশ্র খামবাজ ধূন, দরবারি কানাড়া এবং ঝনিঝটি ও ভাটিয়ালি রাগ পরিবেশন করেন।

নিভৃতচারী এ শিল্পী ১৯৪৫ সালে রাজবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর স্মৃতিধন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। শৈশব থেকে তিনি চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আইএসসি পাস করে মেরিন একাডেমির প্রথম ব্যাচে যোগদানের মাধ্যমে সমুদ্রজীবনে প্রবেশ তাঁর। ভাটিয়ালি গানের প্রতি ছিল বিশেষ ঝোঁক। ভাটিয়ালি গানের বাঁশির সুর তাঁকে বেশি টানত। একনিষ্ঠ পরিশ্রমই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে স্বপ্নের বন্দরে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে চট্টগ্রামের আর্য সংগীত সমিতির প্রয়াত প্রিয়দা রঞ্জন সেনগুপ্তের কাছে হাতেখড়ি হয় আজিজুল ইসলামের। সাগরের বুকে নিঃসঙ্গ প্রহরগুলো কাটাতেন বাঁশি বাজানোর রেওয়াজ করে। সে সময় স্বর্গীয় পান্না লাল ঘোষের বাজানো রেকর্ড এবং অন্যান্য বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীদের রেকর্ডগুলো ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। পরবর্তী সময়ে ওস্তাদ বেলায়েত আলী খানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশ্ববিখ্যাত সারোদবাদক ওস্তাদ বাহাদুর খাঁনের শিষ্যত্ব নেন। পরে স্বর্গীয় পণ্ডিত পান্না লাল ঘোষের ঘনিষ্ঠ শিষ্য পণ্ডিত দেবেন্দ্র মুদ্রেশ্বর ও পণ্ডিত ভি.জি. কার্নাডের কাছে তালিম নেন।

সিরাজগঞ্জে এম. মনসুর আলীর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জেলা শিল্পকলা একাডেমি সিরাজগঞ্জের আয়োজনে ১৬ জানুয়ারি জাতীয় নেতা শহীদ এম. মনসুর আলীর ১০১তম জন্মবার্ষিকীতে সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষে সকাল ১০টায় শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহে উৎসব র‍্যালি, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক কামরুন নাহার সিদ্দীকার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার টুটুল চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ফিরোজ মাহমুদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু ইউসুফ সূর্য, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবু জাফর, বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ও সিরাজগঞ্জ সাংস্কৃতিক ফোরামের সভাপতি ড. জান্নাত আরা হেনরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন জেলা কালচারাল অফিসার মো. মাহমুদুল হাসান।

ঝিনাইদহে মণিপুরি নৃত্য প্রশিক্ষণ

ঝিনাইদহ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে সপ্তাহব্যাপী মনিপুরি নৃত্য প্রশিক্ষণ। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ বিভাগের আয়োজনে এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ৩ জানুয়ারি শুরু হওয়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয় ৯ ফেব্রুয়ারি। জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫০ জন শিক্ষার্থী মণিপুরি নৃত্যের এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্য প্রশিক্ষক সামিনা হোসেন প্রেমা।

জেলা কালচারাল অফিসার জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ। উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষক সামিনা হোসেন প্রেমা, জেলা শিল্পকলা একাডেমির উচ্চাঙ্গ নৃত্য প্রশিক্ষক শোভন সাহা সবুজ ও সাধারণ নৃত্য প্রশিক্ষক দোল আফরোজ অরনী।

৪১ দেশের গান নিয়ে বিশ্বসংগীত ও নৃত্যালেখ্য 'বাজাও বিশ্ববীণা'

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহিদ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করে 'বাজাও বিশ্ববীণা' শিরোনামে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সংগীত এবং নৃত্যালেখ্য অনুষ্ঠানের। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে 'ঢাকা সাংস্কৃতিক দল' এবং নৃত্য পরিবেশন করে 'ভঙ্গিমা ডান্স থিয়েটার'। অনুষ্ঠান শুরু হয় ৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে। অনুষ্ঠানটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

সংগীত পরিচালনা করেন ইয়াসমিন আলী এবং নৃত্য পরিচালনা করেন সৈয়দা সায়লা আহমেদ। অংশগ্রহণকারী দেশগুলো হলো- মরক্কো, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, রাশিয়া, নেদারল্যান্ড, নাইজেরিয়া, আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া, নেপাল, মেক্সিকো, ইন্ডিয়া, মিয়ানমার, কিউবা, মোজাম্বিক, সিংগাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ভানুয়াতু, দক্ষিণ কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, ভুটান, ব্রুনাই, পাকিস্তান, ইউক্রেইন, ইতালি, জাপান, ব্রাজিল, ভিয়েতনাম, পাপুয়া নিউ গিনি, মালদ্বীপ, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, ফিলিপাইন, ফ্রান্স, পূর্ব তিমুর, চায়না, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, ফিজি, জার্মানি, আমেরিকা ও বাংলাদেশ।

একুশে পদক পেলেন ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী

নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২১ জন গুণীকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা একুশে পদক ২০১৯ প্রদান করা হয়েছে। অভিনয়ে বিশেষ অবদানের জন্য এ সম্মাননা পেয়েছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ ফেব্রুয়ারি বুধবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্যদের মতো তাঁর হাতেও মর্যাদাপূর্ণ একুশে পদক তুলে দেন।

৬ ফেব্রুয়ারি সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় একুশে পদক ২০১৯ বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে।

সে সময় একুশে পদক পাওয়ার অনুভূতি ব্যক্ত করে মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, 'যে কোনো কাজে কখনও আপনজনের কাছে, কখনও সাধারণ মানুষের কাছে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু রাষ্ট্র যখন একটা মূল্যায়ন করে, সেটা অবশ্যই যে কাউকে প্রাণিত করে। দায়িত্বটা আরো বেড়ে গেলো বলে মনে হয়। সারা জীবন মূলধারার সংস্কৃতিকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি। সারা দেশে যারা শিল্পের আলোটি নানাভাবে প্রজ্বলিত করে চলেছে, তাদের পক্ষ থেকে সম্মাননাটা গ্রহণ করব।' তিনি আরও বলেন, 'আমি প্রথমেই বঙ্গবন্ধুসহ সব শহিদদের স্মরণ করছি। এ দেশটি স্বাধীন না হলে রাষ্ট্রীয় এ ধরনের বড়ো সম্মাননা হয়ত আমাদের ভাগ্যে কখনোই জুটতো না। বাবা মায়ের কথা স্মরণ করছি, যারা আমাকে মুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। মনে করি, উন্নত দেশ গড়ে তোলার জন্য আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আলোকিত করতে হবে। 'বিকশিত শিশু, আলোকিত আগামী'– এ মূলমন্ত্রে আমি বিশ্বাস করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাব, শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা নিরবে নিভৃতে কাজ করছেন, এটা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না যা মূল ধারার সংস্কৃতি কর্মীদেরকে বিশেষভাবে প্রাণিত করেছে।'

লিয়াকত আলী লাকী ছাড়াও এ বছরের একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন: ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য অধ্যাপক হালিমা খাতুন (মরণোত্তর), যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলি গোলাম আরিফ টিপু এবং অধ্যাপক মনোয়ারা ইসলাম। ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র বৈশ্য একুশে পদক পেয়েছেন মহান মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকার জন্য। প্রয়াত পপশিল্পী আজম খান (মরণোত্তর) ও নজরুল সংগীত শিল্পী খায়রুল আনাম শাকিলের সাথে এবার সংগীত বিভাগে এ পুরস্কার পান গায়ক সুবীর নন্দী।

অভিনয়ে লিয়াকত আলী লাকী ছাড়া আরও পেয়েছেন সুবর্ণা মুস্তাফা ও লাকী ইনাম। দেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী সাইদা খানম আলোকচিত্রে অবদানের জন্য এবং চিত্রশিল্পী জামাল উদ্দিন আহমেদ চারুকলায় এ পুরস্কার পান। গবেষণায় ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ ও ড. মাহবুবুল হক এবং শিক্ষায় ড. প্রণব কুমার বড়ুয়াকে এ পদক প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ভাষা সাহিত্যে রিজিয়া রহমান, ইমদাদুল হক মিলন, অসীম সাহা, আনোয়ারা সৈয়দ হক, মইনুল আহসান সাবের ও হরিশংকর জলদাস একুশে পদক পান।

ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে সরকার ১৯৭৬ সাল থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ পুরস্কার দিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত ৪৫৭ জন ব্যক্তি ও তিনটি প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

যশোরে মধুমেলা ২০১৯

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন ৩ জানুয়ারি। তাঁর জন্মদিনে যশোরে আয়োজন করা হয় মধুমেলা। কবির ১৯৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এবারের আয়োজন ছিল ২২-২৮ জানুয়ারি। মধুমেলা উদযাপন উপলক্ষে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, যশোর জেলার সব সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সমন্বয় করে জেলা প্রশাসনের সাথে অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়।

‘মিথাতস ড্রিম’ চলচ্চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী

মাওলানা জালালউদ্দিন রুমীর জীবনী নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ‘মিথাতস ড্রিম’র প্রদর্শনীর আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ৪ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে ৪টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন শাহরিয়ার কবির।

প্রদর্শনীর শুরুতে আলোচনা পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, এমপি। প্রধানবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তুরস্কের বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার, অভিনেতা ও সুফি গবেষক তারিক গুণেরসেল।

একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ তুরস্ক দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত উপপ্রধান এনিস ফারুক এরদেম, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা শাহরিয়ার কবির।

সাতক্ষীরায় শাস্ত্রীয় নৃত্য প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সাতক্ষীরায় সপ্তাহব্যাপী শাস্ত্রীয় নৃত্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ২ ফেব্রুয়ারি বেলা তিনটায় শুরু হওয়া এ প্রশিক্ষণ চলে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস. এম. মোস্তফা কামাল। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) অনিন্দিতা রায়ের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্য প্রশিক্ষক ফিফা চাকমা, যন্ত্রশিল্পী তুষার কান্তি সরকার এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির সদস্য সচিব শেখ মোসফিকুর রহমান মিলটন।

চট্টগ্রামে মাটির টেরাকোটা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জেলা শিল্পকলা একাডেমি চট্টগ্রাম আয়োজন করেছিল মাটির টেরাকোটা বিষয়ক কর্মশালা। আয়োজনটি ১৯-২১ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। আর্ট গ্যালারি ভবনে ৩ দিনের চারুকলার 'মাটির টেরাকোটা' বিষয়ক কর্মশালা পরিচালনা করেন একাডেমির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চারুকলা প্রশিক্ষক সঞ্জিত রায়।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান 'মুক্ত মঞ্চে' বসন্ত উৎসব ১৪২৫

ষড়ঋতুর দেশ বাংলার বিচিত্র বৈভব থেকে ঋতুরাজ বসন্তকে গীত, নৃত্য ও ছন্দে বরণ করতে 'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা, বইল প্রাণে দখিন-হাওয়া আগুন-জ্বালা' স্লোগান নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পহেলা ফাল্গুন ১৪২৫/১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিকেল সাড়ে ৪টায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের 'মুক্ত মঞ্চে' বসন্ত উৎসব ১৪২৫-এর আয়োজন করা হয়।

বর্ণিল আয়োজনে বসন্তবরণ

ঋতু পরিক্রমায় প্রকৃতিকে রাঙিয়ে আসে ঋতুরাজ বসন্ত। ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক বসন্তের সে আমেজে রাঙিয়ে দেয় বাঙালির মনও। চিরচেনা শহরের রূপ হঠাৎই যেন পাল্টে যায়। চারদিকে চোখে পড়ে রঙের সমাহার। যে দিকে চোখ যায়, হলুদ, সবুজ, লালে ছেয়ে থাকে চারপাশ। এবারও বসন্তকে বরণ করতে নানা আয়োজন ছিল সারা দেশের জেলা ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির। রইল সেসব আয়োজনের খোঁজ।

বরিশাল

বরিশাল শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে বরিশাল নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম অজিয়র রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, সংস্কৃতিজন এস এম ইকবাল, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জয়দেব চক্রবর্তী, রেজওয়ান কবির, রাসেল ইকবাল, সমাজসেবা অফিসার সাজ্জাদ পারভেজ, জেলা কালচারাল অফিসার হাসান রশীদ মাকসুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ময়মনসিংহ

বসন্ত বরণ উৎসবে ময়মনসিংহ জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ও সভাপতি ড. সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ (সার্বিক) জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে ফাল্গুনের প্রথম দিনটিকে নৃত্যে, সুরে আর ছন্দে বরণ করে নেন।

সিলেট

১৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে রিকাবীবাজারস্থ মুক্তমঞ্চে আয়োজন করা হয় বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠানের। জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্তের সভাপতিত্বে দিনব্যাপী এ বসন্ত উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বসন্তের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এসএমপি সিলেটের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. কামরুল আমিন, নাট্যব্যক্তিত্ব ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ভবতোষ রায় বর্মণ, সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল কবির, সম্মিলিত নাট্য পরিষদের প্রধান পরিচালক অরিন্দম দত্ত চন্দন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গৌতম চক্রবর্তী, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা সাইদুর রহমান ভূঁইয়া, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব এনামুল মুনির প্রমুখ। একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী মাসুদ পারভেজ, সানজানা ইসলাম ও নাফিসা তানজীনের উপস্থাপনায় একক পরিবেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী বিরহী কালা মিয়া, বাউল সূর্য্যলাল দাস, গৌতম চক্রবর্তী ও তন্বী দেব। উদীয়মান সংগীতশিল্পী সুমাইয়া ইসলাম, পল্লবী দাস, ঈশিতা দাস, প্রাপ্তি দাস, অনুপমা বণিক, শ্রাবন্তী ধর, মৌসুমী দেব ও শিশুশিল্পী জয়দীপ দাশ গুপ্তের পরিবেশনাও মুগ্ধ করে দর্শকদের। পূর্ণিমা দত্ত রায়, জ্যোতি ভট্টাচার্য, প্রতীক এন্দ, অরুণ কান্তি তালুকদার ও শান্তনা দেবীর পরিচালনায় শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণার্থীরা সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। উৎসবে দলীয় পরিবেশনায় ছিলেন শ্রীহট্ট ললিতকলা একাডেমি, একাডেমি ফর মণিপুরি কালচার অ্যান্ড আর্ট, শিল্পাঙ্গন, ছন্দনৃত্যালয়, মুক্তাক্ষর, কথন আবৃত্তি সংসদ ও নৃত্যাঞ্জলি সিলেট। বিভিন্ন সংগঠন ও গোষ্ঠীর সম্মেলন সংগীত, মণিপুরি নৃত্য, দলীয় নৃত্য, বৃন্দ আবৃত্তি, একক পরিবেশনা ও বাউল গানে বিমোহিত হয় হাজারো দর্শক।

চট্টগ্রাম

একাডেমির অনিরুদ্ধ মুক্তমঞ্চে নানা আয়োজনে বসন্ত উৎসব পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বসন্ত উৎসবের গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির জেলা কালচারাল অফিসার মোসলেম উদ্দিন সিকদার, একাডেমির কার্যনির্বাহী কমিটির সহসভাপতি জাহাঙ্গীর কবির, সদস্য জেসমিন সুলতানা পারুল ও কঙ্কণ দাশ। এরপর আবৃত্তি শিল্পী শ্রাবণী দাশগুপ্তার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের দলীয় নৃত্য, বৃন্দ আবৃত্তি, সমবেত সংগীত, একক সংগীত, কবির কণ্ঠে কবিতা পাঠ। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক প্রমা অবন্তী। এরপর একক সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অমিত সেনগুপ্ত, অপু বর্মণ, লিটন নন্দী, সৃষ্টি বড়ুয়া, হাসান

জাহাঙ্গীর, অনুপম দেবনাথ পাভেল ও শান্তা গুহ। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে কবির কণ্ঠে কবিতা পাঠ করেন ফাউজুল কবির, রাশেদ রউফ, ওমর কায়সার ও আখতার হোসাইন। বসন্ত উৎসব উপলক্ষে জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন স্তরের সাংস্কৃতিক কর্মীরা একাডেমি মিলনায়তনে সমবেত হয়ে বসন্ত উৎসবকে মাতিয়ে তোলেন।

গাইবান্ধা

জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বসন্ত উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ও সভাপতি মো. আবদুল মতিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির সাধারণ সম্পাদক প্রমতোষ সাহা। আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা কালচারাল অফিসার মো. আলমগীর কবির এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলার অন্যতম বাচিকশিল্পী অমিতাভ দাশ হিমুন ও শিরিন আকতার। ফুলে ফুলে রঙিন সুসজ্জিত মঞ্চে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় সমবেত স্বরে বসন্তের গান পরিবেশন করেন শিল্পী সোমা সেন, ইয়াসমিন, তাসনিয়া বিনতে ফেরদৌস ও পত্রলেখা দাশ তুনতুন প্রমুখ। বসন্ত উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির নৃত্য শিল্পীরা। মনোজ্ঞ এ সাংস্কৃতিক পর্বটি পরিচালনা করেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সহসভাপতি শাহ মশিউর রহমান। বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠানের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন শিরিন আকতার।

ঠাকুরগাঁও

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, ঠাকুরগাঁও এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, ঠাকুরগাঁওয়ের শিক্ষার্থী ও শিল্পী ছাড়াও স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো অংশগ্রহণ করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঠাকুরগাঁওয়ের জেলা প্রশাসক ড. কে. এম কামরুজ্জামান সেলিম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ফরিদপুর

ঋতুরাজ বসন্তকে স্বাগত জানাতে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, ফরিদপুর ও জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদ, ফরিদপুর জেলা শাখার যৌথ আয়োজনে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ মুক্তমঞ্চে আয়োজন করা হয় 'বসন্ত উৎসব'। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোশারফ আলী, ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি আবুল ফয়েজ শাহনেওয়াজ, জেলা শিল্পকলা একাডেমির অ্যাডহক কমিটির সদস্য অধ্যাপক রেজভী জামান, জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদের জেলা সভাপতি এসএম শওকত আলী জাহিদ, জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক সিরাজ-ই-কবির খোকন, ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান চৌধুরী কুশল, জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদের জেলা সাধারণ সম্পাদক আসমা আক্তার মুক্তা এবং জেলা কালচারাল অফিসার পার্থ প্রতিম দাশসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

নোয়াখালী

নোয়াখালীতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বসন্ত বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেক কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক তন্ময় দাস। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তারিকুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শাখা, আবু ইউসুফ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নোয়াখালী। জেলা কালচারাল অফিসার এস এম টি কামরান হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বসন্ত বরণের সংগীত ও নৃত্য মুগ্ধ করে উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে।

কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া পৌরসভার বটতলা চত্বরে আয়োজিত বসন্তবরণ অনুষ্ঠানে শিল্পকলা একাডেমির কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যসহ উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। দিনের প্রথম প্রহরে বসন্ত বরণের এমন আয়োজন সংস্কৃতি প্রেমী মানুষকে অন্যরকম ভালো লাগার আবেশে মুগ্ধ করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একাডেমির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কণ্ঠসংগীত বিভাগের প্রশিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ বসন্তের গান পরিবেশন এবং নৃত্যকলা বিভাগের প্রশিক্ষণার্থীরা নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে বসন্তবরণ অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। বাসন্তী রংয়ের বর্ণিল পোশাক আর আনন্দ মুখর উচ্ছ্বসিত মনে পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শকবৃন্দ সানন্দের সাথে উপভোগ করেন।

খুলনা

বসন্ত উৎসব উপলক্ষে খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে খুলনা বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার চত্বরে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জিয়াউর রহমান। অনুষ্ঠানে খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিক্ষার্থীবৃন্দ ও স্কুল, কলেজের

শিক্ষার্থীবৃন্দ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী এবং সংগঠকবৃন্দ, খুলনা জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সংগীতদল, নৃত্যদল, আবৃত্তি দল তাদের নিজস্ব পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। এ ছাড়া খুলনা জেলার বিশিষ্ট রবীন্দ্র, নজরুল, লোকসংগীত শিল্পী, বাচিক শিল্পীরা সংগীত এবং আবৃত্তি পরিবেশন করেন। রূপান্তর থিয়েটারের পরিবেশনায় সুবর্ণ বাংলার পটগান পরিবেশিত হয়।

মৌলভীবাজার

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বসন্তবন্দনা অনুষ্ঠান দুটি এক সাথে আয়োজন করা হয়েছিল মৌলভীবাজারে। আয়োজনের শুরুতে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহরের পৌরসভা ঘুরে শিল্পকলা প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এতে একাডেমির শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বিভিন্ন স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান, সভাপতিত্ব করেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক এম. এমদাদুল হক মিন্টু। এ ছাড়া বক্তব্য প্রদান করেন মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফজলুল আলী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অপূর্ব কান্তি ধর, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মোহিত টুটু, সৈয়দ নওশের আলী খোকন, খালেদ চৌধুরী, আ.স.ম সালেহ সোহেলসহ বিভিন্ন স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আলোচনা সভার পরপরই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, মৌলভীবাজারের সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের বসন্ত নিয়ে দলীয় গান, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। পাশাপাশি সদর উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি এবং রবিরশ্মি সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পবৃন্দের পরিবেশনা ছিল। এছাড়াও মৌলভীবাজার জেলার উদীয়মান তরুণ শিল্পী শহীদুল ইসলাম অভি সংগীত পরিবেশন করে। পরিশেষে দলীয় নৃত্য পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বসন্তবন্দনা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা কালচারাল অফিসার জ্যোতি সিনহা ও আবৃত্তি বিভাগের প্রশিক্ষক সুশিপ্তা দাশ।

এ ছাড়াও রাজশাহী, গাজীপুর, কক্সবাজার, নরসিংদী, কক্সবাজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জামালপুর, রংপুর, সাতক্ষীরা একাডেমির আয়োজন ছিল।

বইয়ের পাতায় 'বাংলাদেশের শতবর্ষী নাট্যমঞ্চ'

দেশের শতবর্ষী নাট্যমঞ্চ নিয়ে বই প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। 'বাংলাদেশের শতবর্ষী নাট্যমঞ্চ' নামক গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন হয়েছে ৯ ফেব্রুয়ারি। অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন আয়োজিত মাসব্যাপী নাট্য উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লিয়াকত আলী লাকী রচিত গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মঞ্চসারথী আতাউর রহমান, বিশিষ্ট নাট্যজন নাসির উদ্দিন ইউসুফ, নাট্যজন লাকী ইনাম, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল কামাল বায়েজিদ, সহসম্পাদক চন্দন রেজা, সাংগঠনিক সম্পাদক তপন হাফিজ এবং গ্রন্থের সংকলন সহযোগী সৌম্য সালেক।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশে নাটক মঞ্চায়নের সূচনা ঘটে। সে সময় থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃতিবান মানুষের অংশগ্রহণ ও অর্থানুকূল্যে মঞ্চ নির্মাণ শুরু হয়। দেশের অনেক নাট্যমঞ্চ গৌরবময় শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। নাট্যচর্চার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক সংস্কৃতি

চর্চার ক্ষেত্রে এসব মঞ্চ বিরাট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি একটি অভিনব উদ্যোগ হিসেবে 'বাংলাদেশের শতবর্ষী নাট্যমঞ্চ' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। দেশের শতবর্ষী নাট্যমঞ্চগুলোর ইতিহাস ঐতিহ্য এবং অবদানকে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। এ গ্রন্থের মধ্যে দেশের ঐতিহ্যবাহী এবং শতবর্ষ অতিক্রান্ত ৩৩টি মঞ্চের ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত বইটি রচনা করেছেন একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী। সংকলন সহযোগী ছিলেন সৌম্য সালেক ও মারুফা মঞ্জুরী খান। বইটির প্রচ্ছদ করেছেন সব্যসাচী হাজরা।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

বাংলা ছাড়া, ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে কে কবে! তাই তো ভাষার জন্য আমাদের অতুলনীয় আবেগ। সে আবেগ ও শ্রদ্ধায় গোটা বিশ্বেই পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি তো আমাদের কাছে শুধুই 'আন্তর্জাতিক' কোনো বিষয় নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে শহিদের রক্ত। তাই দিনটি আমাদের কাছে মহান শহিদ দিবস। শহিদ মিনার বেদিতে পুষ্প অর্পণ ছাড়াও বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে নানা ধরনের অনুষ্ঠান ছিল দিনটিতে। কোনো কোনো শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করেছিল মাসব্যাপী অনুষ্ঠানের, অনেক জেলায় ছিল বই মেলার আয়োজনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি। ব্যতিক্রমী আয়োজনও হাতে নিয়েছিল অনেক জেলা ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি।

এর মধ্যে অবহেলিত শিশুদের নিয়ে সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল কক্সবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমি। ১২ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারের শেখ রাসেল পুনর্বাসন কেন্দ্রে এ প্রতিযোগিতায় ৩০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে কোথায় ছিল শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কোথায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কোথায় আবার বইমেলা। ময়মনসিংহে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নেত্রকোনায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ওপর রচিত কবিতা, গান এবং নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজবাড়ী, কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ, বাগেরহাট, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর শিল্পকলা একাডেমি বইমেলার আয়োজনে সহযোগী ছিল। গাজীপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। গোপালগঞ্জে জেলা প্রশাসনের অনুষ্ঠানে একাডেমির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। এদিকে ১৭ ফেব্রুয়ারি সিলেটে একাডেমির উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৫টি গ্রুপে মোট ১৩৮জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি, সিলেট আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। লালমনিরহাটে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে ভাষা সৈনিকদের সংবর্ধনা, পুরস্কার বিতরণ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রামে একাডেমির আয়োজনে শুদ্ধ বাংলা বানান ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আবৃত্তি শিল্পী

শ্রাবণী দাশ গুপ্তার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শুরুতে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্যরং একাডেমি। বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করেন শিল্পকলা একাডেমির আবৃত্তি বিভাগ ও সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পকলা একাডেমি সংগীত দল। সর্বশেষ মঞ্চায়ন হয় শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা বিভাগের পরিবেশনা নাটক 'কবর'। নাটকটি নির্দেশনায় ছিলেন প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ। রাজশাহীতেও আয়োজন করা হয়েছিল শুদ্ধ বানান প্রতিযোগিতার। গাইবান্ধায় ভাষার গান, একুশের কবিতা আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, নোয়াখালী, চুয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, হবিগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, জামালপুর আয়োজন করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ফেনীতে অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।

পাবনায় কবিতা আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গান প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়। জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পাবনা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করে এবং সমগ্র অনুষ্ঠানের সমন্বয় করেন জেলা কালচারাল অফিসার।

যশোরে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতা তিনটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে ৯জন প্রতিযোগী বিজয়ী হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, যশোর।

খুলনায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমি নাট্যদলের পরিবেশনায় 'কবর' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলা শিল্পকলা একাডেমিসহ রাঙ্গুনিয়া, বোয়ালখালী, আনোয়ারা, পটিয়া শিল্পকলা একাডেমি এবং নেত্রকোনার কেন্দুয়া ও জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় প্রশাসনের আয়োজনে ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

বিশ্বের সকল মাতৃভাষা রক্ষা করবে বাংলাদেশ

'বিশ্বের সকল মাতৃভাষা রক্ষা করবে বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাষাভাষীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অয়োজন করা হয়েছিল। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬ টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাষাভাষীদের পরিবেশনায় এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ঢাকার চকবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের স্মরণে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের শিল্পীর অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক পর্বের সূচনা হয় বাংলাদেশের 'জাতীয় সংগীত' এবং 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের মাধ্যমে। এরপর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী শিল্পীদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন ভাষার গীত পরিবেশন করেন, সায়কা'র পরিচালনায় ব্রিটিশ থেকে বর্তমান কোরিওগ্রাফি, ফিলিপাইন-বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ও ফিলিপাইন সোসাইটি বাংলাদেশ পরিবেশনায় কবিতা ও গান, কানাডা হাই কমিশনের মি. গ্যাবরিয়েল মাথিউ-এর পরিবেশনায় কবিতা ও গান, সৈয়দা সায়লা আহমেদ লীমা-এর পরিচালনায় শ্রীলংকা, মরক্কো, ভারত, নেদারল্যান্ড, নেপাল ও আফগানি ভাষায় সমবেত গানের সাথে নৃত্য পরিবেশিত হয়। কোরিয়ান

স্কুল প্রথাগত সংগীত দলের পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন হুংঝং কিম, হৈচেন সেও, জ্যাকিউং জং, জিই জুন, সিয়য়ুন জো, জিনউনগ চিও, মাললিনা এবং পেরোভা অনাস্তাসিয়ার উপস্থাপনায় বাদ্যযন্ত্র ইনস্ট্রুমেন্টাল খেলা ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। রাশিয়ান ফেডারেশন দূতাবাসের পরিবেশনায় পলিকোভা গালিনা, বেলোজারোভা, মাললিনা, পেরোভা অনাস্তাসিয়া'র উপস্থাপনায় কবিতা ও গান পরিবেশিত হয়। নেপাল দূতাবাসের পরিবেশনায় সমাজকল্যাণ বিভাগ, নেপাল ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থাপনায় কবিতা, ফ্রান্স দূতাবাসের পরিবেশনায় মি. ফ্রাংক টেকুর্ট-এর উপস্থাপনায় কবিতা, বাজনা বিট জাপানের পরিবেশনায় মা ওয়াটনাবেও শানসুকে মিজুতানির উপস্থাপনায় গান, ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিবেশনায় মওসুমী আক্তার, শরিয়া তামান্না, রুবাইয়া নাদিয়া, সাদিয়া তাসনিম, আবু সাঈদ, ইমাম হাসান আল ফেরদৌস, তানভীর ফেরদৌস, রিজওয়ান মাহমুদ ও মিস সারা নয়াজফির উপস্থাপনায় কবিতা ও গান, ইন্দোনেশিয়া দূতাবাসের পরিবেশনায় ইন্দোনেশিয়া দূতাবাস স্টাফের উপস্থাপনায় নৃত্য, স্পেনের এমপারু পর্তা-এর উপস্থাপনায় কবিতা, চায়নার কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থাপনায় ঐতিহ্যগত নৃত্য, ইন্দিরাগান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিবেশনায় যোগেশ ভাসিষহা, সাভাষ মুখার্জী ও মি. অভান্তিকা মেনন-এর উপস্থাপনায় কবিতা, গান ও নৃত্য এবং সবশেষে বাংলাদেশের পরিবেশনায় সৈয়দা শায়লা আহমেদ লীমার পরিচালনায় 'নাও ছাড়িয়া দে' গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়েছে।

ময়মনসিংহে সংস্কৃতজন ও সৃজনশীল সংগঠন পুরস্কৃত

ময়মনসিংহ জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় বিশেষ অবদানের জন্য ৮ জন আলোকিত সংস্কৃতজন ও ২টি আঞ্চলিক সৃজনশীল সংগঠনকে 'জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা-২০১৮ ও ২০১৯' প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি। জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি সভাপতি ড. সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার মাহমুদ হাসান, ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি নিবাস চন্দ্র মাঝি, ময়মনসিংহ পুলিশ সুপার মো. শাহ আবিদ হোসেন, ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. ইকরামুল হক টিটু, ময়মনসিংহ মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. এহতেশামুল আলম ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল। এ ছাড়া সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সংস্কৃতজনসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানকে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ রাখতে মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজের রোভার স্কাউট ও বিএনসিসি দলের ১৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। ময়মনসিংহ জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার জনাব আরজু পারভেজের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় একাডেমির প্রশিক্ষণ বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রথমে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের বরণ করে নেয়া হয়। জেলা কালচারাল অফিসার আমন্ত্রিত অতিথিদের উত্তরীয় পরিধান করেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে যাদের ঘিরে আয়োজন আমন্ত্রিত অতিথিরা সেই ৮ জন আলোকিত সংস্কৃতজন ও ২টি সংগঠন প্রধানকে ফুলেল শুভেচ্ছা, উত্তরীয় পরিধান, সম্মাননা পদক, সম্মাননা সনদ, নগদ ১০ হাজার টাকা হস্তান্তর করেন। আলোচনা ও সম্মাননা শেষে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

জাতীয় পিঠা উৎসব-১৪২৫ দেশীয় পিঠার মহোৎসব

হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে উত্তরাধিকার ভোজনরসিক বাঙালির অনন্য এক ঐতিহ্য বাহারি পিঠা। সময়ের ব্যবধানে আধুনিকতার ধারায় অনন্য এ ঐতিহ্য থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি আমরা। নগরের মানুষদের বাঙালির অনন্য এ ঐতিহ্যের সাথে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও জাতীয় পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদ জাতীয় পিঠা উৎসব-১৪২৫ আয়োজন করে।

পিঠা উৎসবের শুরুটা ২০০৮ সালে। সে হিসেবে এবার ছিল আয়োজনের যুগপূর্তি। শুরুর পর ধীরে ধীরে এ উৎসব বাংলাদেশের শিল্প সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। ২০০৮ সালে শিল্প সংস্কৃতির পীঠস্থান বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় পিঠা উৎসব আয়োজনের মূল লক্ষ্যই ছিল নাগরিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের পিঠাকে পরিচিত করে তোলা।

২৩ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ১০ দিন ধরে যুগপূর্তি জাতীয় পিঠা উৎসব-১৪২৫ চলে। উৎসব অঙ্গনে প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পিঠাপ্রেমীদের জন্য উন্মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটক, নৃত্য, আবৃত্তি, সংগীত, কৌতুক, যাদু প্রদর্শনীর আয়োজন ছিল।

২৩ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে যুগপূর্তি জাতীয় পিঠা উৎসব-১৪২৫ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, মঞ্চসারথী আতাউর রহমান, দেশবরেণ্য নৃত্যগুরু আমানুল হক, দেশবরেণ্য চিত্রশিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদের সভাপতি ম. হামিদ এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় পিঠা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের সদস্যসচিব খন্দকার শাহ্ আলম।

২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া জাতীয় পিঠা উৎসবের শেষ হয় ১ ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে উৎসবের সমাপনী আয়োজনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক পর্ব ছিল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে. এম. খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশ বরেণ্য নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশক

মামুনুর রশীদ, দেশ বরেণ্য সংগীত শিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদী, বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সভাপতি মিনু হক। বক্তব্য রাখেন জাতীয় পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদ ১৪২৫-এর আহ্বায়ক ও একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। জাতীয় পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদের সভাপতি ম. হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির সচিব ও জাতীয় পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ড. কাজী আসাদুজ্জামান। জাতীয় পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদের সদস্যসচিব খন্দকার শাহ্ আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুগ্ম আহ্বায়ক কামাল বায়েজীদ।

সিলেটে লোকসংস্কৃতি উৎসব

'শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ'– এ প্রতিপাদ্যের আলোকে সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে সিলেটে আয়োজন করা হয় ৭ দিনব্যাপী লোকসংস্কৃতি উৎসব ও একুশে বইমেলার। ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টায় শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজনটির শুভ উদ্বোধন হয়। জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্তের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম।

মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আয়োজনটির উদ্বোধন করেন একুশে পদক প্রাপ্ত লোকসংগীত শিল্পী সুষমা দাস। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন লোকসংস্কৃতি গবেষক শুভেন্দু ইমাম, সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল কবির, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গৌতম চক্রবর্তী, সম্মিলিত নাট্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রজত কান্তি গুপ্ত ও বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক সুমনকুমার দাশ। একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী মাসুদ পারভেজ ও শাহী তাসনুভা ফাইরুজের উপস্থাপনায় সম্মেলনে সংগীত; দলীয় নৃত্য; একক সংগীত পরিবেশনা এবং বাউল গানে বিমোহিত হয় হাজারো দর্শক। একুশে পদক প্রাপ্ত লোকসংগীত শিল্পী সুষমা দাস, সুনামগঞ্জ থেকে আগত সংগীতশিল্পী মাকসুদুর রহমান দীপু, হবিগঞ্জ থেকে আগত বাউল ইকরাম উদ্দিন ও সিলেটের গৌতম চক্রবর্তী ও তন্বী দেবের একক পরিবেশনা এবং ছন্দনৃত্যালয়ের নৃত্য ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সংগীত বিভাগের দলীয় পরিবেশনা দর্শকদের বিমোহিত করে।

সুর ও ছন্দে জীবনের মাধুরী

'সুর ও ছন্দে জীবনের মাধুরী' শিরোনামে শিল্পী মাসুদ আহমেদ ও আসমা বেগম রিটার যুগল সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা ৬টায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিল্পীদেরকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের পরিচালক সোহরাব উদ্দিন।

নানা আয়োজনে একাডেমির ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে সব মানুষের জন্য শিল্প-সংস্কৃতির প্রবাহ তৈরি করে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনে কাজ করছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। জাতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় বিকাশকে অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিল্পকলার চর্চা ও বিকাশের উদ্দেশে ১৯৭৪ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ আইন দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠানটির ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২০১৯ উপলক্ষে একাডেমির সব বিভাগ ও শাখার কার্যক্রমের সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বেলা ৩টায় জাতীয় চিত্রশালার ১নং গ্যালারিতে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকীসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা, শিল্পী ও কর্মচারীবৃন্দ। প্রদর্শনী ১৯-২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় নাট্যশালার লবিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যন্ত্রশিল্পীদের পরিবেশনায় পিয়ানো ও মিউজিক্যাল অর্কেস্ট্রা পরিবেশিত হয়। আলোচনা পর্বে শুরুতে একাডেমির কার্যক্রমের তথ্যচিত্র পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দল পরিবেশন করে অ্যাক্রোবেটিক ক্যাপ ডান্স, চয়েন থিয়ান, রিং-ডান্স, সাউদিয়াও, ল্যাডার ব্যালান্স, এরিয়েল, পাইপ ব্যালান্স ও হাই সাইকেল। সমবেত সংগীত পরিবেশন করে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে গানের কথায় শিশুদল এবং ও আলোর পথযাত্রী পরিবেশন করে শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ। সমবেত নৃত্য আকাশ ভরা সূর্যতারা গানের কথায় ও ধামাইল এবং 'আমার ঘরখানায় কে' গানের কথায় বাউল সংগীত পরিবেশন করে শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ। এ ছাড়াও সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে এম আর ওয়াসেক-এর পরিচালনায় একুশে একুশে ও চলো যাই এগিয়ে গানের কথায় এবং অনিক বোস-এর পরিচালনায় ক্লাসিক্যাল ও বসন্ত বাতাসে সইগো। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন তামান্না তিথি।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ

'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে তিনটায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা সেমিনার কক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নেদারল্যান্ডের আর্কাইভিস্ট ও গবেষক ফ্লোরেস জেরাডস এবং সিগফ্রেড জাউং। প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে রেকর্ডস ও আর্কাইভের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়। এ সময় প্রশিক্ষকরা বলেন, 'রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভালো নয়, সেসব দপ্তরে দুর্নীতির আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে ডকুমেন্টসের রেকর্ডস ও আর্কাইভ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে।'

একাডেমির তথ্য অধিকার আইনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাসান মাহমুদের সঞ্চালনায় প্রশিক্ষণে একাডেমির সচিব ড. কাজী আসাদুজ্জামান, নাট্যকলা বিভাগের পরিচালক মো. বদরুল আনম ভূঁইয়া এবং সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের পরিচালক সোহরাব উদ্দীনসহ একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

কৃৎকলায় ভাষার অভিযাত্রা

পৃথিবীর বুকে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে বাঙালি বিশ্বের ইতিহাসে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এমন আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে পিপলস্ থিয়েটার এসোসিয়েশনের আয়োজনে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং লালু-এর সহযোগিতায় কৃৎকলা (পারফরম্যান্স আর্ট) 'বাংলার যাত্রায় বিশ্বের ভাষা' আয়োজন করা হয়। শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর ভাবনা ও পরিকল্পনায় নয়টি জেলায় একযোগে অনুষ্ঠিত হয় এ আয়োজন। জেলাগুলো হলো রাজবাড়ী, যশোর, হবিগঞ্জ, ফরিদপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, ঝিনাইদহ, কক্সবাজার ও ঢাকা। 'বিশ্বের সব মাতৃভাষা রক্ষা করবে বাংলাদেশ'– এ শিরোনামে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নানা কর্মকাণ্ডের একটি এ কৃৎকলার আয়োজন।

২৭ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় একাডেমি প্রাঙ্গণে উদ্বোধনী আলোচনা শেষে পারফরম্যান্স আর্ট প্রদর্শনী একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বরে শেষ হয়। কৃৎকলাটিতে একুশজন শিল্পী শহিদ মিনার পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায় বাহান্ন হাতের একটি শাড়ি। যে শাড়ির মধ্যে আঁকা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা। পুরো যাত্রাটিতে শিল্পীরা ধীর পায়ে এগোতে থাকে শিল্পকলা থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মধ্য দিয়ে, উদ্যানের শিখা চিরন্তন আর স্বাধীনতা স্তম্ভকে পাশে রেখে চারুকলা হয়ে এগোতে থাকে টিএসসি পর্যন্ত, এরপর টিএসসি থেকে বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে দোয়েল চত্বর হয়ে চলে যায় শহিদ মিনারে। যাত্রাপথে

শিল্পীরা যে শাড়িটি বয়ে নিয়ে যায় সে শাড়িটি থেকে রক্তপাপড়ি ছড়িয়ে দিতে দিতে এগোতে থাকে। মূলত বিশজন শিল্পী মূল শাড়িটিকে ধরে থাকে এবং শাড়ির অগ্রভাগে থাকে একজন নারী। যে নারী মা ও মাতৃভাষার প্রতীক। যাত্রা পথটি এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল যাতে তা বাংলার মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত স্মারকগুলোকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতে পারে। কৃৎকলাটিকে আরো অর্থবহ করে তোলার জন্য পাঁচজন বাদ্যযন্ত্রী ভাষা আন্দোলনের নানা গানের সুর তুলে চারপাশ মুখরিত করে রাখে।

পারফরম্যান্স আর্টে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন ঝিনাইদহ শিল্পী বিদ্যুৎ হোসেন, রাজবাড়ী শিল্পী ইম্মু কামাল, ফরিদপুর শিল্পী এস এম রাব্বি সবুজ, নীলফামারী শিল্পী গোলাম মোস্তফা, যশোর শিল্পী রায়হান সিদ্দিক ময়না, কক্সবাজার শিল্পী জয়ন্ত রাজু, হবিগঞ্জ শিল্পী এ কে তরফদার বিজয়, দিনাজপুর শিল্পী তারেকুজ্জামান বিজয় এবং রাজধানী ঢাকার শিল্পীরা। প্রদর্শনীর কিউরেটর সঞ্জয় চক্রবর্তী এবং কো-কিউরেটর সুজন মাহবুব।

গাইবান্ধায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা প্রদান

গাইবান্ধা জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১০ গুণীজনকে জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা জানানো হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি সম্মাননাপ্রাপ্ত গুণীদের হাতে শিল্পকলা পদক, সনদ, উত্তরীয় ও ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। 'ডেকেছিলে বলে ভোরের পাখিরা' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মো. আবদুল মতিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মইনুল হক ও পৌরসভার মেয়র অ্যাডভোকেট শাহ্ মাসুদ জাহাঙ্গীর কবীর মিলন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক প্রমতোষ সাহা ও প্রসঙ্গ কথা বলেন জেলা কালচারাল অফিসার মো. আলমগীর কবির। সাংবাদিক ও একাডেমির নির্বাহী সদস্য অমিতাভ দাশ হিমুন ও শিরিন আকতারের সঞ্চালনায় শুরুটা ছিল মনকাড়া।

তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে বায়ান্ন থেকে একাত্তরের উত্তাল দিনলিপি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, লাখো শহিদ ও লাল সবুজের পতাকাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করে জাতীয় সংগীত। তাদের সহযোগিতা করেন খাজা সুজন ও মাহমুদ সাগর মহব্বত। অতিথি ও গুণীজনরা মঞ্চে ওঠার পর রবীন্দ্রনাথের রাঙিয়ে দিয়ে যাও গানের সাথে নৃত্যের ছন্দে মঞ্চে ওঠে শিল্পীরা। তারা সাজি থেকে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। একপর্যায়ে অডিটোরিয়ামে দর্শক সারিতে তারা ছিটিয়ে দেয় ফুল। মুহূর্তেই বসন্তের আনন্দময়তা সবাইকে মুগ্ধ করে। এরপর শুরু হয় সম্মাননা দেয়ার পালা।

একে একে প্রধান অতিথির নিকট হতে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন ২০১৮ সালে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্মাননাপ্রাপ্ত নাট্যকলায় আব্দুর রাজ্জাক সোনা, সৃজনশীল সংস্কৃতি গবেষক হিসেবে আবু জাফর সাবু, সৃজনশীল সংগঠক হিসেবে অধ্যক্ষ জহুরুল কাইয়ুম, যন্ত্রশিল্পী আব্দুল হালিম চৌধুরী, আবৃত্তিকার দেবাশীষ দাশ দেবু। একইভাবে ২০১৯ সালে সম্মাননাপ্রাপ্ত নৃত্যকলার গোপাল প্রসাদ, চলচ্চিত্রে এম সাখাওয়াৎ হোসেন, কণ্ঠ সংগীতে শিল্পী জাফরিন আলম, নাট্যকলায় আলমগীর কবির বাদল ও সৃজনশীল সংগঠন হিসেবে গোবিন্দগঞ্জের চিন্তক থিয়েটারের পক্ষে বাবুলাল চৌধুরী। সম্বর্ধিতরা তাদের প্রতিক্রিয়ায় ভবিষ্যতে তাদের দায়িত্ববোধ বেড়ে গেছে বলে সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করে যাওয়ার কথা জানান। মনোজ্ঞ এ অনুষ্ঠানে গুণীজনদের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করেন ইনডিপেনডেন্ট টিভির প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম বাবু ও ডিবিসি নিউজের রিকতু প্রসাদ। প্রধান অতিথি হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের শক্তির পক্ষে গাইবান্ধার সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তারা কর্মে ও চেতনায় পরীক্ষিত। তিনি আগামী দিনে বঙ্গবন্ধু কন্যা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতি গঠনে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সবাইকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে এ আয়োজনের সাথে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান। এ উপলক্ষে জেলা শিল্পকলা একাডেমির নির্বাহী সদস্য অধ্যাপক অমিতাভ দাশ হিমুনের সম্পাদনায় একটি বর্ণিল স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। যেখানে বিশিষ্টজনদের বাণী ও সম্মাননা প্রাপ্তদের সম্পর্কিত তথ্য ও ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। শিল্পী শাহ্ মাইনুল ইসলাম শিপুর চিত্রকর্ম অবলম্বনে স্মরণিকাটির প্রচ্ছদ করেছেন আশিকুর রহমান ইমন।

নড়াইলে চারণকবি বিজয় সরকারের জন্মজয়ন্তী পালন

একুশে পদকপ্রাপ্ত বাংলার গৌরব স্বনামধন্য কবিয়াল ও চারণকবি বিজয় সরকারের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উৎসব কবির নিজ বাসভবন নড়াইল সদর উপজেলার বাসগ্রাম ইউনিয়নের ডুমদি গ্রামে বিজয় মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, নগর কীর্তন, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন ও পূজা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি বিজয় সরকারের জীবনী নিয়ে আলোচনা সভা ও বিজয়গীতি পরিবেশন করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি জারিগান, আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ও নড়াইল-২ আসনের সাংসদ মাশরাফি বিন মুর্তজা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক আনজুমান আরা।

অগ্নিকাণ্ডে আহতদের সহায়তায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী

রাজধানীর পুরান ঢাকার চকবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা সহায়তায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ চকবাজারের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ আহতদের চিকিৎসার জন্য তুলে দেয়া হয়।

দ্বিতীয়বারের মতো দর্শনীর বিনিময়ে অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর এ আয়োজন করা হয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে চীন থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীটি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও চীন সরকারের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যে ২০ জন অ্যাক্রোবেটিক শিল্পী চীন থেকে এক বছরের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির একটি বড়দের দল এবং দুটি ছোটদের দল বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আয়োজনে প্রায় তিন শতাধিক অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে।

দর্শক চাহিদার কথা বিবেচনা করে এবং অ্যাক্রোবেটিক শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে দ্বিতীয়বারের মতো দর্শনীর বিনিময়ে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

হাতিরঝিলের এম্ফিথিয়েটারে সাংস্কৃতিক উৎসব

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে হাতিরঝিলের এম্ফিথিয়েটারে তিন দিনের সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। ৭-৯ মার্চ অনুষ্ঠান চলে প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। রাজধানীর হাতিরঝিলে অবস্থিত এম্ফিথিয়েটারে (গুলশান পুলিশ প্লাজার সামনে) তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসবে ছিল অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, সংগীত, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত, মঞ্চনাটক, যাত্রাপালা, পালাগান, পাপেট শো, ব্যান্ড সংগীত ও দেশবরেণ্য শিল্পীদের পরিবেশনা। অনুষ্ঠানটি ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত।

প্রথম দিন ঐতিহাসিক ৭ মার্চ স্মরণে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন হাতিরঝিল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মেজর জেনারেল আবু সাঈদ মো. মাসুদ এবং ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক আবু সালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান। এ ছাড়া ৭মার্চ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান ও লোকনাট্য দলের নাটক ‘মুজিব মানে মুক্তি’ মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন ওয়ার্দা রিহ্যাব, ওয়াসেক, অনিক বোস। সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন শিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী, তানভীর আলম সজীব, ঐশি এবং রোকসানা রূপসা।

৯ মার্চ তৃতীয় দিনের আয়োজনের শুরুতে যন্ত্রসংগীত সেতার পরিবেশন করেন এবাদুল হক সৈকত। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেন পণ্ডিত বিপ্লব ভট্টাচার্য। ফারহানা চৌধুরী বেবী, সাদিয়া ইসলাম মৌ, সোমা গিরি, সোহেল রহমান। অন্তর দেওয়ান-এর পরিচালনায় নৃত্য পরিবেশিত হয়। অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী পরিবেশন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দল। একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী মেহরিন, ইয়াসমীন আলী, সরদার হীরক রাজা, মৌটুসী পার্থ, লুইপা ও সুচিত্রা রানি সূত্রধর। মিলন কান্তি দে-এর পরিচালনায় যাত্রাপালা নবাব সিরাজউদ্দৌলার অংশ বিশেষ পরিবেশিত হয়। মাল্টিমিডিয়া পাপেট থিয়েটার প্রযোজিত মুস্তাফা মনোয়ার-এর পরিচালনায় পাপেট শো অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মাশকুর এ সাত্তার কল্লোল, তামান্না তিথি এবং আতিয়া খান কেয়া।

শতবর্ষী নাট্যমঞ্চে নাট্যোৎসব

বাংলাদেশের অনেক নাট্যমঞ্চ গৌরবময় শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। নাট্যচর্চার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এসব মঞ্চ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি 'বাংলাদেশের শতবর্ষী নাট্যমঞ্চে নাট্যোৎসব-২০১৯'

আয়োজন করেছিল। দেশের ২৬টি জেলার ৩৫টি নাট্যমঞ্চে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সংগঠনের পরিবেশনায় প্রতিটি শতবর্ষী নাট্যমঞ্চে এক দিনের নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

৯ মার্চ বিকাল ৫টায় ঢাকার হাতিরঝিলের এক্সিথিয়েটারে নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন মঞ্চসারথী আতাউর রহমান। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল কামাল বায়েজিদ ও উৎসব সমন্বয়কারী কালচারাল অফিসার সৌম্য সালেক।

উল্লেখ্য, দেশের শতবর্ষী নাট্যমঞ্চগুলোর ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং অবদানকে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এই গ্রন্থের মধ্যে দেশের ঐতিহ্যবাহী এবং শতবর্ষ অতিক্রান্ত ৩৫টি মঞ্চের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত বইটি রচনা করেছেন একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী। সংকলন সহযোগী ছিলেন সৌম্য সালেক ও মারুফা মঞ্জুরি খান।

শতবর্ষী নাট্যমঞ্চগুলো হলো–

কুমিল্লা টাউন হল, কুমিল্লা; পরিমল থিয়েটার, খুলনা; নাট্য নিকেতন, গাইবান্ধা; নাট্য সংস্থা, গাজীপুর; ভাওয়াল, রাজবাড়ি; নাটমণ্ডপ, ঝিনাইদহ; করনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল; করনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, ঠাকুরগাঁও; এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল, দিনাজপুর; নাট্য সমিতি, নীলফামারী; ডোমার নাট্য সমিতি মঞ্চ, নওগাঁ; করনেশন হল, পাবনা; বনমালী ইনস্টিটিউট, বাগেরহাট; টাউন হল, ফরিদপুর; টাউন থিয়েটার, বগুড়া; এডওয়ার্ড ড্রামাটিক মঞ্চ, অশ্বিনী কুমার টাউন হল, বরিশাল; ময়মনসিংহ আমরাবতী নাটমন্দির, ময়মনসিংহ টাউন হল, এলপি মিশ্র ইনস্টিটিউট এবং দুর্গাবাড়ি নাটমন্দির, ময়মনসিংহ; মাগুরা টাউন হল, যশোর; বি. সরকার মেমোরিয়াল হল, রংপুর; টাউন হল, রাজবাড়ী; সফিউর রহমান মিলনায়তন, ললিত মোহন মিত্র নাট্যমঞ্চ, এবং রাজা প্রমদানাথ টাউন হল, রাজশাহী; লালমনিরহাট এম.টি. হোসেন ইনস্টিটিউট, লালমনিরহাট; সিলেট ক্ষীরোদ মেমোরিয়াল স্টেজ, নাটমন্দির, ব্রহ্ম মন্দির, বন্দরবাজার, মণিপুরী রাজবাড়ী নাটমন্দির, মালনীছড়া চা বাগান নাটমন্দির, সিলেট; সিরাজগঞ্জ পৌর ভাসানী মিলনায়তন, সিরাজগঞ্জ এবং ঢাকার মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট, লাল কুঠি ও কার্জন হল।

জাতির পিতার জন্মদিন উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ উপলক্ষে ১৭ মার্চ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। 'জাতির পতাকা হাতে স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমরাই মুজিব' স্লোগানে দেশব্যাপী গবেষণা ভিত্তিক শিল্পযাত্রা 'শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু'র জন্মশতবর্ষ শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হয়। দু'শ শিশুর অংশগ্রহণে ১৭ মার্চ সকাল ১১টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর আগে সকাল ৯টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে একাডেমির সচিব ড. কাজী আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান একাডেমির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। বিকেল ৩টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, শিশুদের আনন্দযজ্ঞ, পিপলস লিটল থিয়েটারের পরিবেশনায় নাটক 'মুজিব মানে মুক্তি', শতবর্ষের শিল্পযাত্রা ক্যানভাসে শিশুদের ছবি আঁকা, শিশুদের সম্মেলক ও একক গান, গল্পে গল্পে বঙ্গবন্ধু, শিশুদের জন্য বড়দের সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান, অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত সব গ্রন্থ সংগ্রহ ও একাডেমির গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন।

গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন

একাডেমির গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। ১৭ মার্চ বিকেল তিনটায় একাডেমির গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গ্রন্থের সংগ্রহ নিয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর সাধারণ জীবনযাপনের কথা স্মরণ করে মহাপরিচালক বলেন, 'যার কারণে পৃথিবীর ভূখণ্ডে নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আমরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি– তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৯৯ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাকে নিয়ে প্রায় ১২০০ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ সংগ্রহের কাজ চলছে। এর মধ্যে তিন শ বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে আমরা শুরু করলাম বঙ্গবন্ধু কর্নার।' তিনি উপস্থিত শিশু-কিশোরদের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত বই পড়ার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও শিল্প-সংস্কৃতির বিষয়ভিত্তিক বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির গ্রন্থাগার প্রতিদিন ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে।

শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত

দেশব্যাপী শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আয়োজনে দ্বিতীয়বারের মতো এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সার্বিক সহযোগিতায় ১৮ মার্চ ২০১৯ একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা। স্কুল, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগে বিজয়ী দলগুলো জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করে।

চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ভোর ৪টা থেকে একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় রেজিস্ট্রেশন শেষে সকাল ৯টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অংশগ্রহণ করে ২৪টি দল। দলগুলো যথাক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা বিভাগের মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর; চট্টগ্রাম বিভাগের মেঘলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বান্দরবান; বরিশাল বিভাগের সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল; খুলনা বিভাগের কেদারগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সরোজগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খেজুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামপাড়া পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আলমডাঙ্গা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়; ময়মনসিংহ বিভাগের বিদ্যাময়ী সরকারি প্রাথমিক উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন, রাজশাহী বিভাগের রাঙামাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; সিলেট বিভাগের স্কলারস হোম পাঠানটুলা ক্যাম্পাস এবং রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম। মাধ্যমিক পর্যায়ে ঢাকা বিভাগের এসএফএক্স গ্রিনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; চট্টগ্রাম বিভাগের খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খাগড়াছড়ি; বরিশাল বিভাগের ভান্ডারিয়া বন্দর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর; খুলনা বিভাগের সরকারি করনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা; ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা; রাজশাহী বিভাগের নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর; সিলেট বিভাগের সরকারি এসসি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ; এবং রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ঢাকা বিভাগের উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

রমনা, ঢাকা; চট্টগ্রাম বিভাগের মহিলা কলেজ এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম; বরিশাল বিভাগের অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল; খুলনা বিভাগের শ্রীপুর সরকারি কলেজ, মাগুরা; ময়মনসিংহ বিভাগের মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ এবং কৃষি বিদ্যালয় কলেজ, ময়মনসিংহ; রাজশাহী বিভাগের উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কলেজ, সিরাজগঞ্জ; সিলেট বিভাগের এম. সি কলেজ, সিলেট এবং রংপুর বিভাগের কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর।

চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শিল্পী বুলবুল ইসলাম, লিলি ইসলাম, ফাহিম হোসেন চৌধুরী, সাজেদ আকবর এবং সালমা আকবর। প্রতিটি পর্যায়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন করে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা; দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম; তৃতীয় স্থান অর্জন করে মেঘলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বান্দরবান। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন করে সরকারি করনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা; দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সরকারি এসসি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ; তৃতীয় স্থান অর্জন করে খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, খাগড়াছড়ি। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন করে কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর; দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম; তৃতীয় স্থান অর্জন করে শ্রীপুর সরকারি কলেজ, মাগুরা।

দুপুর ২টায় চূড়ান্ত পর্বের ফলাফল ঘোষণা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে ফলাফল ঘোষণা করেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি ও অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুল মান্নান ইলিয়াস এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব মো. সাইদুর রহমান।

২৬ মার্চ চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় পুতুলনাট্য উৎসব

বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধারা হিসেবে লোকায়ত কাহিনী, রূপকথা বা গীতিকা পরিবেশনা আজও বাংলার লোক-সমাজে প্রচলিত রয়েছে। লোকশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বর্তমান বিশ্বে আধুনিক শিল্পচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পুতুলনাট্য একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট কোনো তথ্য দ্রুত প্রচার, জনসচেতনতা তৈরি, গণশিক্ষা প্রসার, পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে প্রচারণা প্রভৃতি কাজেও পুতুলনাট্যের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বিগত কয়েক দশক ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংস্কৃতির এ মাধ্যমটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাট্যকে সংস্কৃতির মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে এবং বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২১ মার্চ বিশ্ব পুতুলনাট্য দিবস। দিনটি উদযাপন করে শিল্পকলা একাডেমি। এ উপলক্ষে একাডেমির উদ্যোগে 'জাতীয় পুতুলনাট্য উৎসব ২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯-২৩ মার্চ পাঁচ দিনব্যাপী একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল ও স্টুডিও থিয়েটার হলে উৎসবের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ থেকে ২৪টি দল এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় নাট্যশালার পরীক্ষণ থিয়েটার হলে আলোচনা, সম্মাননা প্রদান ও পুতুলনাট্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা পর্বে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, নাট্যজন এস এম মোহসীন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. রশীদ হারুন।

পুতুল নাট্যশিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মো. ছিদ্দিকুর রহমানকে সম্মাননা (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়। সম্মাননা স্বরূপ তার স্ত্রীর হাতে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা, মেডেল ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। আলোচনা ও সম্মাননা প্রদান শেষে পুতুলনাট্য পরিবেশন করে ঢাকার মাল্টিমিডিয়া পাপেট সেন্টার এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের পাপেট ল্যাব।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুতুলনাট্য ও এই শিল্পের শিল্পীদের মূল্যায়ন কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে চারজন পুতুলনাট্য শিল্পীকে অনুদান দিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় ইতিমধ্যে পুতুলনাট্যের চারটি প্রযোজনা নির্মিত হয়েছে যা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্মিত চারটি প্রযোজনার জন্য চারজন পুতুলনাট্য শিল্পীকে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। অনুদানের অর্থ দিয়ে নতুন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ও পুতুলনাট্যের মান উন্নয়নে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন শিল্পীরা।

পুতুলনাট্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী দলগুলো হলো- হৃদয় ঝুমুর ঝুমুর পুতুলনাচ, ঢাকা; দ্য আজাদ পুতুলনাচ, বাগেরহাট; জাগরণ চায়না পুতুল নাট্য দল, দিনাজপুর; ঝুমুর বীণা পুতুলনাচ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; কাজলী অপেরা পুতুলনাচ, লালমনিরহাট; মনিকা পুতুল নাট্যদল, কুড়িগ্রাম; বিজলী রানী অপেরা পুতুলনাচ, রাজশাহী।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নিয়মিতভাবে বিশ্ব পুতুলনাট্য দিবস উদযাপন করে আসছে।

কৃৎকলায় কালরাত স্মরণ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক গভীর বেদনাবহ রাত। এ রাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ঢাকা শহরের নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের ওপর আক্রমণ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নির্মম, নৃশংস হামলার নজির আর নেই। ২৫ মার্চকে আমরা জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করছি। এ দিনটিকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বাংলাদেশ ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২৫ মার্চের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞকে নিয়ে কৃৎশিল্পীরা উপস্থাপন করেছে 'কালরাত' শীর্ষক কৃৎকলায় স্থাপনা শিল্প প্রদর্শনী। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ভাস্কর্য উদ্যানে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ছয়জন শিল্পীর অংশগ্রহণে উপস্থাপিত হয়েছে এই 'কালরাত'। পাথরের স্তূপের ওপর স্থাপিত স্তম্ভ থেকে পতিত জলধারা লবণে পরিণত হয়েছে। শিল্পীরা ওই স্তম্ভের চারপাশ থেকে শোক ও আর্তি প্রকাশক ধ্বনিসহ বেদনাবহ নানা রূপ কসরত প্রদর্শন করে, যা ২৫ মার্চের কালরাতের বিষাদকে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শীভাবে তুলে ধরে।

একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর ভাবনা ও পরিকল্পনায় কিউরেটর অসীম হালদার সাগর এবং কো-কিউরেটর সুজন মাহাবুব অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন আবু নাসের রবি, জয়দেব রোয়াজা, অর্পিতা সিংহ লোপা, ফারাহ নাজমুন, জাহিদ হোসেন, সৈয়দ মোহাম্মদ জাকির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সচিব ড. কাজী আসাদুজ্জামান, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দসহ একাডেমির কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

নানারূপ শারীরিক কসরতে নির্দিষ্ট বিষয় বা ডিসকোর্সকে উপস্থাপনের বিশেষ শিল্প-প্রক্রিয়া হিসেবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কৃৎকলা বা পারফরম্যান্স আর্টের আবির্ভাব ঘটে। বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকে এ শিল্পচর্চার সূচনা ঘটে। ১৫তম দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে প্রথমবারের মতো কৃৎকলা যুক্ত হয়। ২০১২ সাল থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রায় প্রতিটি বৃহৎ শিল্প আয়োজনে পারফরম্যান্স আর্টের অংশগ্রহণ থাকে। বর্তমানে একটি সম্ভাবনাময় শিল্পমাধ্যম হিসেবে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃৎকলার চর্চা বিদ্যমান রয়েছে।

আমাদের জাতীয় জীবনের স্মরণীয় ও শোকাবহ উপলক্ষ নিয়ে কৃৎশিল্পীদের দুই ঘণ্টাব্যাপী এ পরিবেশনা আত্মোৎসর্গকারী বীরদের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে ভালোবাসার অর্ঘ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের ভাবনায় এবং কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁদের দেশপ্রেমের চেতনা সঞ্চারিত হোক। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যাক প্রিয় বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

গণতান্ত্রিক অধিকারের দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে সূচিত হয়েছিল এক দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের। নয় মাস পর যার অবসান ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে। সে দিনটি মহান স্বাধীনতা দিবস। এবার ছিল ৪৮তম বার্ষিকী।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার। ২৬ মার্চ সকালে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে একাডেমির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সকাল সাড়ে ৮টায় সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যৌথ আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে আয়োজিত সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্যে ছিল পুলিশ নারী কল্যাণ শিল্পীদের পরিবেশনায় সমবেত নৃত্য ও সমবেত সংগীত, সত্যেন সেন শিল্পী গোষ্ঠীর সমবেত সংগীত, 'ও পৃথিবী এবার এসে', 'ঐ উজ্জ্বল দিন' এবং 'বসন্ত বাতাসে সই গো' গানের কথায় দীপা খন্দকারের নৃত্য পরিচালনায় দিব্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমবেত নৃত্য। এ ছাড়াও একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী লুইপা এবং শফি মণ্ডল।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে সমবেত নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা', 'জ্বলে উঠো বাংলাদেশ', 'গর্জে উঠো বাংলাদেশ' গানের কথায় নৃত্য পরিচালনা করেন অনিক বোস। 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'চলো এগিয়ে যাব বাধা মানি না' গানের কথায় নৃত্য পরিচালনা করেন লিখন রায়। 'গেরিলা, গেরিলা' এবং 'রক্তের প্রতিশোধ রক্তেই নেব আমরা' গানের কথায় নৃত্য পরিচালনা করেন লায়লা হাসান। সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন আওয়ামী শিল্পীগোষ্ঠী। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শিল্পী সৈয়দ হাসান ইমাম ও ডালিয়া আহমেদ, একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী রফিকুল আলম, আইরিন পারভীন, আল আমিন, নাজিয়া সুলতানা বৃষ্টি, বিউটি, হৈমন্তী রক্ষিত এবং সিদ্দিকুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মাসকুর-এ সাত্তার কল্লোল।

ঢাকার আয়োজন ছাড়াও সারা দেশের শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনেও ছিল বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান।

দেশব্যাপী জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদ্‌যাপন

৩ এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (এফডিসি) গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সে দিনকে স্মরণ করে ২০১২ সালে প্রথমবার জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিসহ ৬৪ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ৩-৬ এপ্রিল চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা, বিষয়ভিত্তিক প্যানেল বৈঠক, তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা, চলচ্চিত্রে আড্ডা ও প্রীতি সম্মিলনীসহ জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

৩ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম, চলচ্চিত্র নির্মাতা সৈয়দ সালাহ্‌উদ্দিন জাকী এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে ৪ এপ্রিল বিকেল ৪ টায় জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব বাংলাদেশের বাস্তবায়নে 'মুক্ত চলচ্চিত্র' চলচ্চিত্রের মুক্তি' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক বেলায়াত হোসেন মামুন। এ ছাড়াও বিকেল ৪টা থেকে জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনী ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী: জহির রায়হানের 'স্টপ জেনোসাইড', পলাশ রসুলের 'ঢাকা মেট্রো-চ', মোল্লা সাগরের 'সাইরেন', মোরশেদুল ইসলামের 'আগামী', তানভীর মোকাম্মেলের 'হুলিয়া', তারেক মাসুদ ও শামীম আখতারের 'সে', সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সাদেক খান পরিচালিত চলচ্চিত্র 'নদী ও নারী' প্রদর্শিত হয়। সন্ধ্যা ৭টায় উপস্থিত সবাই চলচ্চিত্রের আড্ডায় মিলিত হন।

৫ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের আয়োজনে শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা, বিকেল ৪টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশনে অ্যান্ড ফিল্ম বিভাগের বাস্তবায়নে 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিক্ষাভিত্তিক প্যানেল বৈঠকে জুনায়েদ হালিমের ধারণাপত্র ও সঞ্চালনায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা মতিন রহমান, বিকেল ৫টায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সমালোচক পর্ষদের বাস্তবায়নে 'সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ ও উত্তরণ বিষয়ে ফাহমিদুল হকের সঞ্চালনায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অনুপম হায়াৎ, সন্ধ্যা ৬টায় বাংলাদেশ প্রামাণ্যচিত্র পর্ষদের বাস্তবায়নে

'আগামীর সিনেমা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' বিষয়ে ফরিদুর রহমানের সঞ্চালনায় মূল বক্তব্য ও ধারণাপত্র পাঠ করেন ফৌজিয়ান এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন লেখক ও সংগঠক মাহমুদুল হোসেন এবং দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সাংবাদিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কবি সাজ্জাদ শরিফ।

তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে শেষ হয় জাতীয় চলচ্চিত্র দিবসের চার দিনের আয়োজন। ৬ এপ্রিল বিকেল ৪টা থেকে তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা, স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনী ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ শর্টফিল্ম ফোরাম-এর বাস্তবায়নে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের সভাপতি জাহিদুর রহমান অঞ্জন, সভাপতিত্ব করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা হায়দার রিজভী। উপস্থিত ছিলেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ শর্টফিল্ম ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ দেড় শতাধিক তরুণ নির্মাতা অংশগ্রহণ করেন। সভায় চলচ্চিত্রের সমস্যা, সম্ভাবনা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। মহবিনিময় সভা শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় প্রীতি সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে নৃত্যানুষ্ঠান

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ১২-১৫ এপ্রিল বাংলাদেশ সফর করেন। এ উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিচালক ওয়ার্দা রিহাব, মুনমুন আহমেদ ও সৈয়দা শায়লা আহমেদ লীমার পরিচালনায় নৃত্যশিল্পীবৃন্দ সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে। একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী দিতি সরকার। এ ছাড়াও নৃত্য পরিচালক অন্তর দেওয়ানের পরিচালনায় চাকমা, গারো ও সাঁওতাল ৩টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়।

প্রদর্শনী ও সভানুষ্ঠানে মুজিবনগর দিবস পালন

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করেছিল 'ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা' শীর্ষক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং 'শিল্পের আলোয় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, শিরোনামে ভাস্কর জাহানারা পারভীনের পাথর খোদাই শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৭ এপ্রিল বিকেল ৫টায় একাডেমি প্রাঙ্গণে উদ্বোধনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। উদ্বোধনী আলোচনা শেষে একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শিল্পী জাহানারা পারভীন ৭ মার্চের ভাষণকে সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপনের জন্য গ্রানাইট পাথরের মাধ্যমে একটি পাথর-খোদাই শিল্প নির্মাণ করেন। এটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমি প্রাঙ্গণে দেয়ালে স্থাপন করে হয়েছে। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে শিল্পের আলোয় উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির দেশব্যাপী বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতাটি পাঠ করেন।

নানা আয়োজনে বর্ষবরণ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করে যাচ্ছে। দুদিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে বাংলা বছর ১৪২৫ বিদায় এবং বাংলা বর্ষবরণ ১৪২৬ উদ্‌যাপন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ১৩ ও ১৪ এপ্রিল ২০১৯ একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দুদিনের এ আয়োজনে পরিবেশিত হয় বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী লোকজ পরিবেশনা– লাঠি খেলা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নৃত্য, ঢাক-ঢোল পরিবেশনা, লোকনৃত্য, সাইদুলের কিচ্ছা এবং অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী।

বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৪ এপ্রিল সকাল ৮টায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে দিপা খন্দকারের নৃত্য পরিচালনা 'এসো হে বৈশাখ' গানের কথায় দিব্য সাংস্কৃতিক দল, 'মঙ্গল হোক এই শতকে' এবং 'দোলে নাগর দোলে' গানের কথায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নৃত্যদলের লোকনৃত্য ও দলীয় নৃত্য; সায়লা আহমেদ লিমার নৃত্য পরিচালনায় উৎসবে 'বাংলাদেশ' গানের কথায় 'ভঙ্গিমা' নৃত্য শিক্ষালয়। একক সংগীত পরিবেশন করে 'তুমি বিনে আকুল পরাণ' গানের কথায় শিল্পী শিরিন আক্তার, 'তুমি বন্ধু কেমন বন্ধু' গানে আরিফ চৌধুরী, 'নারী হয় লজ্জাতে লাল' গানে সরদার হীরক রাজা, 'পুবালি বাতাসে বাদাম তুইলা' গানের কথায় রুকসানা রূপসা, 'বকুল ফুল, বকুল ফুল' গানে শারমিন আহমেদ নূপুর, 'প্রেম রসিক হব কেমনে' গানে মৌসুমী, 'তুমি আমার আমি তোমার' গানে স্বপ্না পাল, 'ও মুই ভাত চড়াইসুং রে' গানে টফি, 'রাত পোহালে পাখি বলে' গানে সমীর বাউল এবং পহেলা 'বৈশাখের সকালে' গানে কণ্ঠ দেন শিল্পী শরীফ সাধু। এ ছাড়াও পরিবেশিত হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী এবং নড়াইলের বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ লাঠিখেলা দলের পরিবেশনায় গ্রামীণ লাঠিখেলা।

বেলা ৩টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের আয়োজন। পরিবেশনার মধ্যে ছিল রিপনের নৃত্য পরিচালনায় 'এসো হে বৈশাখ' গানের কথায় দলীয় নৃত্য, নড়াইলের বীর শ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ লাঠিখেলা দলের পরিবেশনায় গ্রামীণ লাঠিখেলা, নারায়ণগঞ্জের হা-ডু-ডু দলের পরিবেশনায় হা-ডু-ডু খেলা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায়

অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, 'দোলে নাগর দোলে' গানের কথায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় দলীয় নৃত্য, ফারহানা চৌধুরী বেবীর পরিচালনায় 'লাল সাদা ওই শাড়ির আঁচল' ও 'তোমার ঘরে বাস করে কারা' গানের কথায় বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা) পরিবেশন করে দলীয় নৃত্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় কোরাস গান, 'আইলো আইলো আইলোরে' গানের কথায় ওয়ার্দা রিহাবের পরিচালনায় দলীয় নৃত্য, 'বার মাসে তেরো পার্বণ' গানের কথায় এম আর ওয়াসেকের পরিচালনায় দলীয় নৃত্য পরিবেশিত হয়। একক সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী জাফর আহমেদ : ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে ; নাজিয়া বৃষ্টি : কালায় প্রাণটি নিল, উপমা : আমার ঘুম ভাঙাইয়া গেলরে, বর্ণালি সরকার : আমি ময়না মতির শাড়ি, ইবনে খালদুন রাজন : ফাগুনের মোহনায়, সুচিত্রা সূত্রধর : বাজেরে বাজে ঢোল এবং অন্তরা রহমান পরিবেশন করে : তোমারে পুষিলাম কত আদরে। এ ছাড়াও একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী আল আমিন, বিউটি, কমলিকা, উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাহনাজ রহমান সুমি। আয়োজনের মধ্যে আরও ছিল নওগাঁর সাইদুলের কিচ্ছা : লোকনাট্যের অংশবিশেষ পরিবেশন করে পদাতিক নাট্য সংসদ টিএসসি এবং শব্দ নাট্য চর্চা কেন্দ্র। আবৃত্তি করেন শিল্পী ডালিয়া আহমেদ ও জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায় ছিল অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী।

আলোকচিত্রে রূপসী বাংলা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ১৯-২১ এপ্রিল জাতীয় চিত্রশালার ৪ নম্বর গ্যালারিতে 'রূপসী বাংলা জাতীয় ফটো প্রদর্শনী' এবং ১৯ এপ্রিল জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে রূপসী বাংলা জাতীয় ফটো প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা এবং সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৯ এপ্রিল জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

সাইফুল আলম, বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব ড. কাজী আসাদুজ্জামান এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কাজল হাজরা। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে রূপসী বাংলা জাতীয় ফটো প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান ২০১৯– এ ফটো সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের ৩ জন বরেণ্য ফটোসাংবাদিককে সম্মানসূচক সম্মাননা ক্রেস্ট ও পুরস্কার বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন– এস এম মোজাম্মিল হোসেন (মরণোত্তর), মোশারফ হোসেন লাল (মরণোত্তর) ও আলহাজ মো. জহিরুল হক (মরণোত্তর)। প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বজনেরা তাঁদের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

বছরব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন

বছরব্যাপী শাস্ত্রীয় সংগীত, নৃত্য, সেতার, সরোদ, বাঁশিবাদন এবং ছয় মাসব্যাপী স্টাফ নোটেশন কোর্সসহ ১৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স সফলতার সাথে আয়োজন করে আসছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ১ মে সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে ৩য় আবর্তনের নতুন কোর্সসমূহের উদ্বোধন করেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। এবছর বড়ো পরিসরে ১৩টি বিষয়ে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয় করছেন একাডেমির ইন্সট্রাক্টর (সংগীত ও যন্ত্র) মোহাম্মদ আনিসুর রহমান ও মোনালীন আজাদ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এবছর প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে প্রায় চারশ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন।

বরিশাল জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা পেলেন ১৫ গুণী শিল্পী

শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জেলা শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে প্রত্যেক জেলায় প্রতিবছর ৫জন বরেণ্য শিল্পীকে সম্মাননা প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ০৫ মে বিকেল ৪টায় নগরীর অশ্বিনী কুমার টাউন হলে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, বরিশাল আয়োজন করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা ২০১৬-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠান। ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের তিন বছরের মোট ১৫জন গুণী শিল্পীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

নগরীর অশ্বিনী কুমার হলে আয়োজিত এ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার রামচন্দ্র দাস এবং সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক এস. এম. অজিয়র রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কালচারাল অফিসার মো. হাসানুর রশীদ। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যজন সৈয়দ দুলাল, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এস. এম. ইকবাল, বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের সভাপতি কাজল ঘোষসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তিবর্গ।

সম্মাননা প্রাপ্ত গুণীশিল্পীরা হলেন ২০১৬ সালে সুধীর ঠাকুর (যাত্রাশিল্প), আবদুর রশিদ খান (লোকসংস্কৃতি), মিজান খসরু (নাট্যকলা), দিলীপ নট্ট (যন্ত্রসংগীত), সন্তোষ কুমার কর্মকার (কণ্ঠসংগীত); ২০১৭ সালে লুৎফ-এ-আলম (নৃত্যকলা), মিঞা আব্দুল মান্নান (নাট্যকলা), আলেয়া বেগম আলো (যাত্রাশিল্প), ললিত কুমার দাস (যন্ত্রসংগীত), বিশ্বনাথ দাস মুন্‌শী (কণ্ঠসংগীত) এবং ২০১৮ সালে মুকুল কুমার দাস (কণ্ঠসংগীত), এম. এ. হাদী (যাত্রাশিল্প), মো. শাহনেওয়াজ (নাট্যকলা), জগন্নাথ দে (চারুকলা) এবং অরবিন্দ কুমার নাগ (যন্ত্রসংগীত)।

বিশ্ব শিল্পের বৃহৎ আয়োজন ভেনিস বিয়েনালে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং মর্যাদাপূর্ণ চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি দল ইতালির ভেনিসে অনুষ্ঠিত ৫৮তম ভেনিস বিয়েনালে অংশগ্রহণ করে। ছয় মাসব্যাপী এ আয়োজনে বাংলাদেশের একটি প্যাভিলিয়ন ছিল যেখানে চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য ও ভিডিও প্রদর্শনী চলে। বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো এ আয়োজন শুরু হয় ১৮৯৫ সাল থেকে। দুবছর পরপর এ শিল্পায়োজন অনুষ্ঠিত হয়। এবছর আয়োজনটির উদ্বোধন হয় ১১ মে এবং শেষ হয় ২৪ নভেম্বর।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছয় সদস্যের এ দলে কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। তিনি বলেন, '২০১৩ সালে প্রথম সরকারিভাবে বাংলাদেশ এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। আমার সৌভাগ্য হয়েছে সে আয়োজনে অংশগ্রহণ করার। বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো ও বড় এ আয়োজনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা আমরা বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারব। এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের শিল্পকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান শিল্পযজ্ঞে উপস্থাপন করার সুযোগ পাচ্ছি এজন্য আমরা গর্বিত।' এ আয়োজনে অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশে চারুশিল্পের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিল্পকর্মের মিথস্ক্রিয়া তৈরি হবে এবং এর ফলে বাংলাদেশের শিল্প আরো উন্নত ও আলোকিত অবস্থানে পৌঁছবে বলে মনে করেন দেশের বরেণ্য চারুশিল্পীবৃন্দ।

এবারের আয়োজনে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন, নাজিয়া আন্দালিব প্রেমা, উত্তম কুমার কর্মকার, রুহুল আমিন কাজল, গাজী নাফিজ আহমেদ এবং বিশ্বজিৎ গোস্বামী। এছাড়াও ভেনিস থেকে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ভিভিয়ানা ভেনুসি (Viviana Vennucie)।

গোপালগঞ্জে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় শিল্প নিয়ে পৌঁছে যাবো আমরা উন্নতির শিখরে' স্লোগানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় এবং গোপালগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ১৬টি কওমি মাদ্রাসার অংশগ্রহণে ১৫ মে প্রতিযোগিতা শুরু হয় সকাল ৯টায়। গোপালগঞ্জের শেখ ফজলুল

হক মণি স্মৃতি মিলনায়তনে কওমি মাদ্রাসার ক্বেরাত ও হিফজ বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্বেরাত, হামদ-নাত ও কবিতা আবৃত্তি বিষয়ে ১ম পর্বের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় জেলা কালচারাল অফিসার আল মামুন বিন সালেহ-এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কাজী শহিদুল ইসলাম। এছাড়া কার্যনিবাহী সদস্য মঈন আহমেদসহ বিভিন্ন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলি উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি বলেন, 'কাউকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়, ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে উন্নয়নে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানান।' পাশাপাশি দেশের সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য তিনি আধুনিক বিশ্বের একজন যোগ্যতম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ক্বেরাত, হামদ-নাত ও কবিতা আবৃত্তি তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে ছোট ও বড় দুটি ভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিটি বিষয়ে দুগ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী মোট ১৮জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এ আয়োজনের ২য় পর্বে ৪২টি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে গোপালগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের নিয়ে আন্তঃমাদ্রাসা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় যেখানে বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রায় ৬০০শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত কর্মশালা, মাদ্রাসাগুলোতে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের আলোকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবন কর্ম নিয়ে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এছাড়া স্কুল থিয়েটার উৎসবে মহিলা মাদ্রাসাগুলো অংশগ্রহণ করে, নাটক প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা প্রশংসা অর্জন করে।

বেইজিংয়ে 'এশিয়ান সিভিলাইজেশন প্যারেড' বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান সিভিলাইজেশন প্যারেড' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল। আন্তর্জাতিক এ আয়োজনে বাংলাদেশ থেকে ২৮ সদস্যের একটি দল প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে সংগীত শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী ও কারিগরি ব্যবস্থাপকের সমন্বয়ে গঠিত ২৮ সদস্যের দলটি ১২ মে বেইজিংয়ের উদ্দেশে রওনা দেয়। টানা তিনদিন মহড়ার পর ১৬ মে মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। চীন সরকারের এ আয়োজনে ১৭টি দেশ এবং চীনের প্রায় ২০টি প্রদেশের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে। ১৬ মে বেইজিং সময় সকাল ১০টায় বেইজিং অলিম্পিক গ্রীণে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন চীনের প্রধানমন্ত্রী। শোভাযাত্রা এবং পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা নিজ নিজ দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন। এ আয়োজন চলে ২২ মে পর্যন্ত।

'এশিয়ান সভ্যতা, বিশ্ব সম্প্রীতি' গোনে বেইজিং অলিম্পিক গ্রীণে এক হাজার মিটার পথজুড়ে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিল্পীদের অংশগ্রহণে শোভাযাত্রা ও তাদের নিজ নিজ দেশের পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। চীনা জাতিগত গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য, আকর্ষণীয় এশিয়া, মনোমুগ্ধকর চীন, বেইজিংয়ে স্বাগতম– এ চারটি ধাপে পরিবেশনার মাধ্যমে এশিয়া ও বেইজিংয়ের প্রাচীন এবং আধুনিক সভ্যতাকে তুলে ধরা হয়।

হালুয়াঘাটে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমি উদ্বোধন

২০ মে ২০১৯ ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমির নবনির্মিত ভবন ও এডভোকেট প্রমোদ মানকিন অডিটোরিয়াম উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। জেলা প্রশাসক ড. সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহ-১ আসনের সংসদ সদস্য জুয়েল আরেং এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের নৃত্য পরিবেশিত হয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে নওগাঁ, দিনাজপুর ও হালুয়াঘাট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দশ কোটি একাশি লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১ নভেম্বর ২০১৮ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একযোগে দিনাজপুর ও নওগাঁ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমি উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশের সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার এবং তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারাকে সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে ২০১৩ সালের জুলাই মাসে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়। নির্মিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমিতে আধুনিক মঞ্চায়ন উপযোগী শব্দ, আলোক এবং অ্যাকুয়েস্টিক ব্যবস্থাসহ ৩০০ আসন বিশিষ্ট একটি মিলনায়তন নির্মাণ করা হয়। এছাড়া ৫০০ আসন বিশিষ্ট মুক্তমঞ্চ ও একটি প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

দেশবরেণ্য সংগীতশিল্পী সুবীর নন্দীকে নিয়ে স্মরণানুষ্ঠান আয়োজন

দেশবরেণ্য সংগীতশিল্পী সুবীর নন্দী স্মরণে জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করে সুবীর নন্দী স্মরণানুষ্ঠান। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সর্বস্তরের শিল্পী, গীতিকার, সুরকার, সংগঠক ও ভক্তদের অংশগ্রহণে ২২ মে বুধবার, বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ জনাব লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য সংগীত শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের পরিচালক জনাব সোহরাব উদ্দীন। শিল্পী সুবীর নন্দীকে নিয়ে অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন উপস্থিত শিল্পীরা।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ২০১৯

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২০-২৬ জুন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ২০১৯'। উৎসবে ফ্রান্স, রাশিয়া, ভারত, নেপাল, ভিয়েতনাম, চীন ও বাংলাদেশের দল অংশগ্রহণ করে। ২০ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬.৩০মি. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উৎসব আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'উৎসবে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো আমাদের অতিথি। আমরা তাদের প্রতি সম্মান জানাই। এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। আশা করি, এ ধরনের উৎসব আয়োজন নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।'

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আইটিআই-এর সভাপতি নাসির উদ্দিন ইউসুফ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইটিআই বিশ্বকেন্দ্রের সাম্মানিক সভাপতি রামেন্দু মজুমদার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী লাকী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্য নির্দেশক রতন থিয়াম। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপির হাতে উৎসব স্মারক তুলে দেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। উদ্বোধনী আলোচনার পরপরই সন্ধ্যা ৭.৩০মি. বাংলাদেশের ধৃতি নর্তনালয়ের পরিবেশনা ও ওয়ার্দা রিহাবের নির্দেশনায় পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'।

উৎসবের বিস্তারিত তুলে ধরতে ১৮ জুন বেলা ১২টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত তুলে ধরেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের সমৃদ্ধ মঞ্চনাটককে দেশে-বিদেশে আরো প্রচার ও প্রসার এবং একইসাথে বিদেশের মানসম্পন্ন নাটকের সাথে এদেশের নাট্যপ্রেমী, মঞ্চপ্রেমী দর্শক ও থিয়েটারকর্মীদের সুপরিচিতকরণ এবং মানসম্মত নাটকের চর্চার মাধ্যমে শিল্প সুধা আস্বাদনের মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চাকে আরো গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।'

উৎসবের ২য় দিনে ২১ জুন বিকাল ৫.০০টায় জাতীয় নাট্যশালার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে মঞ্চস্থ হয় ফ্রান্সের থিয়েটার 'দ্য ভিদে লুসান' এবং ইয়ং ভিক লন্ডনের নাটক 'ও মাই সুইট ল্যান্ড' এবং সন্ধ্যা ৭.০০টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয়

ভারতের কোরাস রেপার্টরি থিয়েটারের পরিবেশনায় নাটক 'ম্যাকবেথ'। ৩য় দিনে ২২ জুন সন্ধ্যা ৭.০০টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় বাংলাদেশের অন্বেষা থিয়েটারের নাটক 'জয়তুন বিবির পালা'। নাট্যোৎবের ৪র্থ দিনে ২৩ জুন একই সময় ও স্থানে চীনের জোহো থিয়েটারের পরিবেশনায় নাটক 'এফ সিকে' মঞ্চস্থ হয়। ২৪ জুন মঞ্চস্থ হয় নেপালের মান্ডালা থিয়েটারের নাটক 'ঝিয়ালিঞ্চা'। ২৫ জুন ভিয়েতনামের লে নক থিয়েটারের পরিবেশনায় 'দ্য ওয়াইল্ডার্নেস' অবলম্বনে নাটক 'কিম তু' মঞ্চস্থ হয়। আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবের শেষ দিন ২৬ জুন সন্ধ্যা ৭.০০টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় রাশিয়ার নিকোলাই জাইকভ থিয়েটারের পরিবেশনায় 'লাইট পাপেট শো'।

সপ্তাহব্যাপী এ উৎসবে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিখ্যাত নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি থিয়েটার সংক্রান্ত একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ২২ জুন শনিবার বিকাল ৩.০০মি. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনারের বিষয় ছিল 'আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও ব্রাত্যজনীন থিয়েটারের পারস্পরিক বিনিময়'। এছাড়া প্রতিদিন নাটক শেষে মিট দ্যা ডিরেক্টর অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসব আয়োজনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি-কে উপদেষ্টা; সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসিকে সভাপতি এবং যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সদস্য সচিব করে উৎসব উপলক্ষে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া বিষয়ভিত্তিক ১১টি উপকমিটি গঠন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে একটি স্মারক প্রকাশনা বের হয়।

বিশ্ব সংগীত দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনে বর্ণাঢ্য আয়োজন

২১ জুন বিশ্ব সংগীত দিবস। দেশে ১৯৮২ সালে প্রথম শুরু হয় সংগীত দিবস পালন। বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতসহ প্রায় ১২০টি দেশ পালন করছে এ দিবসটি। বিশ্ব সংগীত দিবস ২০১৯ উপলক্ষে ২১ জুন বিকেল ৪টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। আয়োজনের মধ্যে ছিল আনন্দ শোভাযাত্রা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুরুতে একাডেমি থেকে সেগুনবাগিচা হয়ে শোভাযাত্রা জাতীয় চিত্রশালায় এসে শেষ হয়। এরপর চিত্রশালার লবিতে একাডেমির সংগীত শিল্পীদের অর্কেস্ট্রা পরিবেশিত হয়।

একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার আগে শিল্পী ফুয়াদ নাসের বাবু এর পরিচালনায় বাংলাদেশ মিউজিশিয়ানস ফাউন্ডেশন সমবেত যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন মাশকুর-এ-সাত্তার কল্লোল ও তামান্না তিথি।

পূর্ণিমা তিথিতে সাধুসঙ্গ

১৮ জুন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় মাসিক সাধু সঙ্গের তৃতীয় পর্ব। বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে বাউল গানের এ আসর। লালনের তত্ত্ববাণী প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিমাসে এ সাধু সঙ্গের আয়োজন করা হয়েছে। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিকল্পনায় এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন লালন গবেষক অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল করিম ও এড. আবু ইসহাক হোসেন। সাঁইজির বাণী পরিবেশন করেন শফি মণ্ডল, টুনটুন ফকির, সমির বাউল, আনোয়ার শাহ্, মিজানুর রহমান ভূট্টো ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বাউল দল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ইতোমধ্যে একাধিক বাউল উৎসব ও আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করেছে। প্রতিশ্রুতিশীল বাউল শিল্পীদের নিয়ে ঢাকা ও কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠান এবং সেমিনার আয়োজন করেছে। একাডেমিতে তরুণ বাউল শিল্পীদের নিয়ে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ এবং শিল্পী পার্বতী বাউলের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।

কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের স্মরণে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন

দেশের স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের স্মরণে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ পর্যায়ক্রমে ৪৫জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' শীর্ষক স্মরণানুষ্ঠান ২০১৯ আয়োজনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৪ জুন সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত হয়। স্মরণানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি এবং আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ অধ্যাপক ড. আ ব ম নূরুল আনোয়ার। বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভের চেয়ারম্যান, নাট্য সমালোচক ও নাট্য অনুবাদক অধ্যাপক আবদুস সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক শিল্পী জামাল আহমেদ, আলোকচিত্র শিল্পী পাভেল রহমান, বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান এবং চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী ও আলোকচিত্রী মুনিরা মোরশেদ মুন্নী আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রয়াত গুণীজনদের তালিকা এবং ছবি প্রদর্শন করা হয়। উদ্বোধনী সন্ধ্যা শুরু হয় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে। মাসব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিনে অমর সুরস্রষ্টা শচীন দেব বর্মণের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা, ভিডিও চিত্র প্রদর্শন এবং সংগীতায়োজনের ব্যবস্থা ছিল।

দেশজুড়ে রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ১৫৮তম এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১২০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেশব্যাপী আলোচনা সভা, র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, বগুড়া

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কুষ্টিয়া

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, সুনামগঞ্জ

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, চট্টগ্রাম

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, জয়পুরহাট

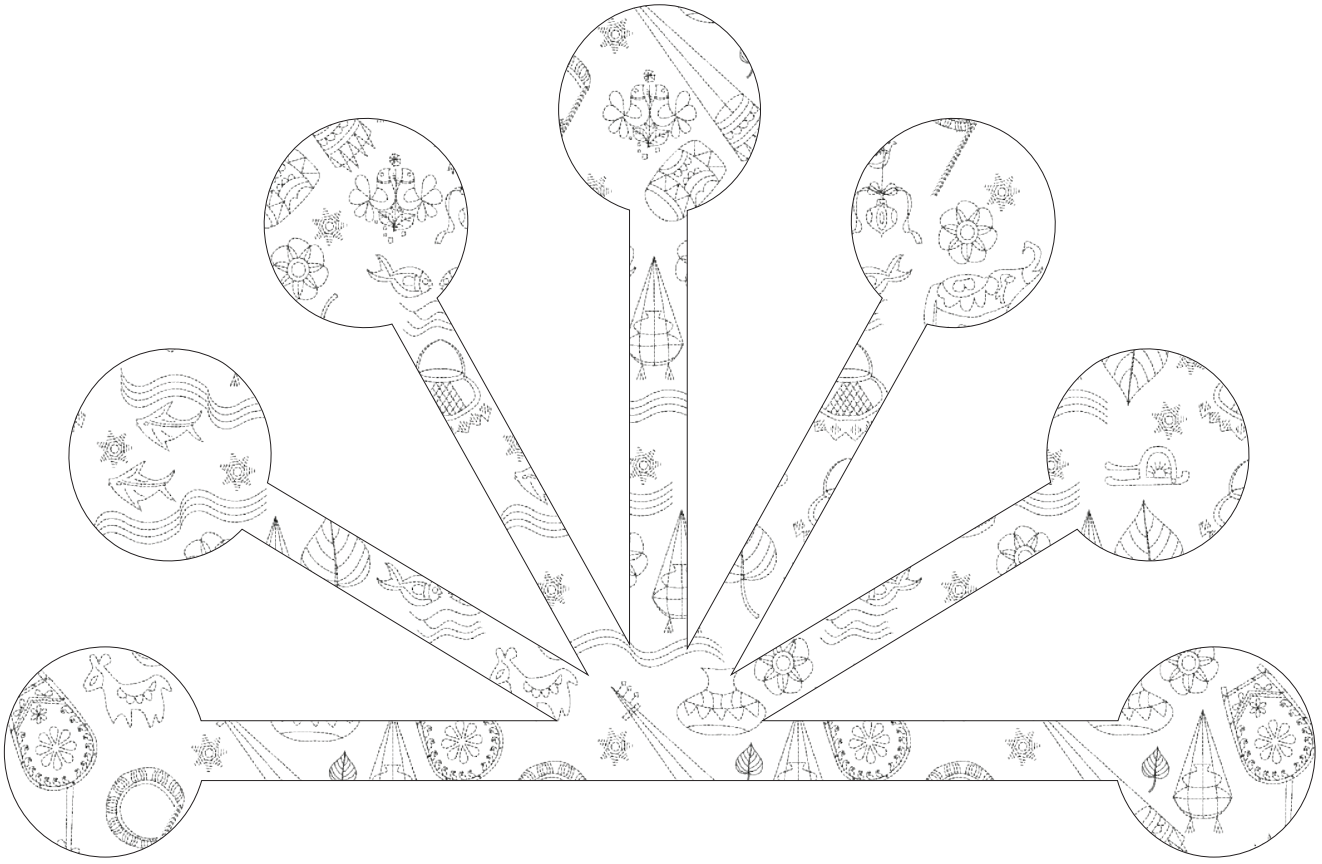

সৃজনশীল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

১৪/৩, সেগুনবাগিচা রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৫৬২৮৩৬, ফ্যাক্স: ৯৫৫৪৬১৭
ইমেইল: info@shilpakala.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.shilpakala.gov.bd